টীকা এবং নজীর সংযুক্ত

ইষ্ট্যাম্প আইন।

প্রিবি কৌন্সেলের ও হাইকোর্টের প্রচলিত নজীর এবং, কনষ্ট্রক্‌সন্‌ ও সরকুলের অর্ডর
এবং চিঠীপ্রভৃতি সম্বলিত প্রয়োজনীয় ইষ্ট্যাম্প আইন সমূহ উকীল এবং
মোক্তারদিগের এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী ও ছোট আদালত এবং
কালেক্টরী কাচারী সংক্রান্ত সমুদয় লোকের এবং জমী-
দার, নীলকর, ও কুঠিয়াল প্রভৃতি সাধারণের
প্রয়োজনানুরূপ সূচীপত্র ও ব্যাখ্যা এবং
আরজী প্রভৃতির মূল্য নিরূপণের
ফিরিস্তি সহ

১৮৬২ সালের ১০ আইন এবং ১৮৬৫ সালের ১৮ আইন ও ১৮৬৭ সালের ২৬ আইন ও
বোর্ডের ইষ্ট্যাম্প এবং হুণ্ডী ও খাজানার মোকদ্দমা সম্পর্কীয় রেবিনিউ বিধি
এবং তৎ সমুদয়েরমধ্যস্থ দুরূহ শব্দের অর্থ ও ইণ্ডেক্স এবং বিবিধ
ইংরাজী গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত নানাবিধ ইষ্ট্যাম্প
আইনের উল্লেখ প্রভৃতি

শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র ভাদুড়ী উকীল মহাশয় কর্ত্তৃক

শ্রীযুত বেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানীর নিমিত্ত

সংগৃহীত এবং বিরচিত

কলিকাতা

চিৎপুর রোড্ নং ২৪৬ বটতলা

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষদ্বারা মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

১৮৬৭ সাল ২৯ মে।

রেজিষ্টরী।

বিজ্ঞাপন।

১৮৬৭ সালের ২৬ আইন যাহা আগত ১ মে হইতে প্রচলিত হইবেক তাহাতে পূর্ব্ব আইনের নির্দ্ধারিত ইষ্টাম্প মূল্য হইতে অনেক বিভিন্নতা হইয়াছে এবং নালিশি আরজির দাওয়ার মূল্য নিরূপণ বিষয়েও পূর্ব্ব প্রণালী মতান্তর হইয়াছে আর নালিশের ও আপীলের আরজির ইষ্টাম্প মূল্য পূর্ব্ব আইনে যেমন এক কালিন নিরূপিত ছিল নূতন আইনে তাহা না হইয়া সেই ইষ্টাম্প মূল্য যে হারে ধরিতে হইবেক তাহার হার লিখিত হইয়া হিসাব করণের নিমিত্তে কয়েকটি উদাহরণ দেখান হইয়াছে যদিচ তদ্দ্বারা হিসাব করা কঠিন নহে কিন্তু সতত হিসাব করা ক্লেশ কর অতএব ২০০০০ বিশহাজার টাকা পর্য্যন্তের দাওয়ার নালিশে কি আপীলে যত টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প লাগিবেক তাহার একটি হিসাবও নূতন আইনের দ্বারা পূর্ব্ব আইনের বিধান যত দুর অন্যথা হইয়াছে তাহার বিবরণ বিশেষ রূপে বর্ণন করিয়া মূল আইনের সহিত একত্রে মুদ্রিত করা গেল যদি খোলাসা দৃষ্টে বিজ্ঞবর মহোদয়গণের কোন বিষয়ে সংশয় জন্মে তবে মূল আইন দৃষ্টি করিলেই তাহার মীমাংসা হইতে পারিবেক নিবেদন ইতি।

শ্রীহরচন্দ্র ভাদুড়ী।

দিনাজপুরস্থ জজ আদালতের উকীল।

দিনাজপুর
১৮৬৭ সাল ২৯ মে

বিজ্ঞাপন পত্রিকা।

আর্য্য বংশোদ্ভব হিন্দু রাজপুরুষেরা যে কেবল বাদী এবং প্রতিবাদীর মুখশ্রুত অভিযোগের বিচার করিতেন, আর কোন লিখিত বিচারের প্রণালী উক্ত রাজপুরুষদিগের রাজত্বকালে কখন প্রচলিত ছিল না একথা মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করা সামান্য বিজ্ঞান এবং সাহসের কার্য্য নহে, ফলতঃ ঐ প্রণালীর বিদ্যমানতার সম্ভাবনা অনুভূত হইলেও তদ্দ্বারা রাজকীয় কর সংগ্রহের রীতি প্রতীয়মান হয় না। প্রত্যুতঃ লিখনাধার (কাগজ) বোধ হয় আর্য্যদিগের বুদ্ধি কল্পিত পদার্থ নহে, কারণ (কাগদ কিম্বা কাগজ) এই শব্দের জন্ম স্থান আরবী ভাষা প্রতীত হয় এবং ইজিপ্ট (মিসর) দেশের ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে তথায় এক প্রকার বৃক্ষ হইতে কাগজ উৎপন্ন হইত। অনন্তর ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের রাজশাসন সময়ে অভিযোগ পত্রাদি (আরজী প্রভৃতি) কাগজের উপর লিখিত হইলে তাহাতে ইষ্টাম্পের মাসুলের ন্যায় কোন রাজকর সংগৃহীত হওনের স্পষ্ট (হস্তামলকবৎ) প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহা হউক ভারতবর্ষীয় ইতিবৃত্তের সুবিখ্যাত রচয়িতা শ্রীযুক্ত মেং মিল্ সাহেব কহিয়াছেন যে ইষ্ট্যাম্পের আবিক্রিয়া ইউরোপীয়দিগের আগমন কালাবধি ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়াছে। এবং তাঁহার পুত্র ইষ্ট্যাম্প মাসুলের ন্যায়পরতা সম্বন্ধে "পলিটিক্যাল্-ইকনমি" নামক অভিনব গ্রন্থে যে রূপে আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা ১৮৬৭ সালের ২৬ আইনের ১ ধারার নিম্নে লিখিত হইয়াছে।

পরিশেষে ইংরাজ মহানুভবদিগের রাজত্বকালের ১৭৯৩ সালে যখন পোলীসের সংস্থাপনা হয়, তখন উক্ত সালের ২৩ আইনের দ্বারা এদেশীয় বিবিধ শ্রেণীর লোকের উপর ঐ সকল ব্যয়ের পরিপোষণার্থে এক প্রকার করাবধারিত হইয়াছিল। অনন্তর ১৭৯৫ সালের ৩৮ আইনের দ্বারা মোকদ্দমার উপর মূল্যানুসারে নিম্ন লিখিত পরিমাণে মাসুল লইবার বিধান হয়। যথা—

সিক্কা টাকার অনধিক পরিমাণ মূল্যের মোকদ্দমায়	পঞ্চাশ ...	টাকা প্রতি এক আনা	
	দুই শত ...	টাকা প্রতি অর্দ্ধ আনা	
	এক সহস্র ...	তিন	শতকরা।
	পঞ্চ সহস্র ...	দুই	
	পঞ্চবিংশ সহস্র ...	এক	
	পঞ্চাশৎ সহস্র ...	অর্দ্ধ	
পঞ্চাশৎ সহস্র টাকার ...	... অধিক মূল্যের ...	এক চতুর্থাংশ	

উক্ত আইন ক্রমশঃ ১৮১৪ সালের ১ আইন প্রভৃতি ১৮৬২ সাল পর্য্যন্ত কয়েক বৎসরের ভিন্ন২ আইনের দ্বারা পরিবর্ত্তিত, রূপান্তরিত এবং রহিত হইয়া এক্ষণে ১৮৬২

সালের ১০ আইন ও ১৮৬৫ সালের ১৮ আইন এবং ১৮৬৭ সালের ২৬ আইন প্রবলীকৃত হইয়া প্রচলিত আছে।

অতএব ইষ্ট্যাম্পের মাস্তুল এরূপে অপরিহার্য্য হওয়াতে সর্ব্ব সাধারণের বিশেষতঃ আইন সম্পর্কীয় কার্য্যে অপেক্ষাকৃত অধিকতর ব্যাপৃত বঙ্গদেশীয় উকীল এবং মোক্তারদিগের এবং দেওয়ানী ফৌজদারী ও ছোট আদালত এবং কালেক্টরী কাছারি সংক্রান্ত সমুদয় লোকের এবং জমীদার, নীলকর ও কুঠিয়াল প্রভৃতি সাধারণ জনগণের পক্ষে উক্ত আইন সমূহের মর্ম্মজ্ঞ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী আইন সমূহের তফসীল প্রভৃতির মধ্যে যে প্রকার বর্ণমালার ক্রমানুগত শ্রেণী বিন্যস্ত আছে, বঙ্গভাষায় অনুবাদিত উক্ত আইনের কোন পুস্তকে তদ্রূপ শ্রেণী ভেদ না থাকাতে এবং ইংরাজী অনেক শব্দের অর্থ দুরূহ এবং বঙ্গভাষার একটি মাত্র শব্দে ও কোন২ স্থলে ইংরাজী ভাষার একটি মাত্র শব্দ বঙ্গভাষাতে অনুবাদকের ইচ্ছায়ত্ত বহুবিধ শব্দে অনুবাদিত হওয়াতে ইংরাজী ভাষানভিজ্ঞ পাঠক মহাশয়দিগের পক্ষে উহা সহজে বোধগম্য হইবার অনেক ব্যাঘাত জন্মে; এই নিমিত্ত যথোচিত যত্নসহকারে পূর্ব্বতন আইনের যে সকল প্রথা গুপ্ত প্রায় হইয়া রহিয়াছে, বর্ত্তমান আইনের সহিত তাহার তুলনা এবং সম্মিলন করিয়া এই পুস্তকের প্রথম অংশে "ইষ্ট্যাম্প আইনের ব্যাখ্যা" নামে প্রকটিত হইল। এবং নজীর ও সরকুলর ও চিঠী এবং শব্দার্থ প্রভৃতি যে সকল বিষয় এই ক্ষুদ্র পুস্তকের স্থানে২ সন্নিবেশিত হইল তাহাতে স্বল্পাবকাশ, চঞ্চল চিত্ত, দম্ভাবলম্বী, যশঃপ্রার্থী লিপি প্রয়োজকের পক্ষীয় পরিশ্রমের মধ্যে গ্রন্থাড়ম্বরের কার্য্য সুসম্পন্ন হওনের সম্ভাবনা কি? কেবল দেশহিতৈষী পরিণামদর্শী বিজ্ঞবর মহানুভব-কোবিদবর্গের উৎসাহমাত্রের উপর নির্ভর করিয়া জন সমাজের উপহাস এবং ভর্ৎসনা ভয়ের অবগুণ্ঠন হইতে বহির্গত হইয়া বিরল পথিক এই গ্রন্থ বিরচনের পদবীতে পদার্পণ করা হইল। ইহার দোষগুণ সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্তার প্রতি কাহারও কিছু ভর্ৎসনা বা তিরস্কার করিবার প্রয়োজন নাই, এবং করিলেও তাহা শিরোভূষণস্বরূপ জ্ঞান করা হইবে; কেননা ভাবি উন্নতির প্রত্যাশায় আবদ্ধ হইয়া লেখনীয় বিষয়ের অসম্পূর্ণরূপ প্রকটনের জন্য অসংস্থিত চিত্ত আপনাকে অন্য চিত্তের প্রলোভনকারী জ্ঞান করিয়া অবমানিত হইতেছে। যাহা হউক গ্রন্থ সঙ্কলনাদি বিবিধ বিষয়ের পরিশ্রম এই পুস্তকের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র দিদৃক্ষু পাঠকমহাশয়দিগের নিকট সুব্যক্ত হওয়া সম্ভব হইলে এবং তদ্দ্বারা সাধারণের অভীষ্ট সিদ্ধি যথা কথঞ্চিৎ রূপে হইতে পারিলেও গতানুগতিক গ্রন্থ লেখকের যথেষ্ট লাভ এবং আনুসঙ্গিক কিয়ৎকাল পরিমিত পরিশ্রমের সার্থকতা হওয়া সম্ভব হইতে পারে।

কলিকাতা
২৯ মে ইং ১৮৬৭

সম্পাদক এবং প্রকাশক।

বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

সূচীপত্র।

ইহার মধ্যে যে সকল টীকা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় লিখিত আছে তাহার সূচীপত্র করা তাদৃশ প্রয়োজনীয় নহে।

ইষ্ট্যাম্প আইনের ব্যাখ্যা।

১৮৬২ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের যে যে অংশ ১৮৬৭ সালের ২৬ আইনের দ্বারা গুরুতর রূপে পরিবর্ত্তন হইয়াছে ও স্থিরতর আছে তাহার বিবরণ।

১। ১৮৬২ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিক তফসীলের ২ নম্বরে আদালত সকলে ও রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য্যালয়ে হাজির জামিনীনামা ও মালজামিনীনামা প্রভৃতি যে মত ॥৹ আনা মূল্যের ইষ্ট্যাম্পে লিখিত হওয়ার বিধান ছিল……বর্ত্তমান ২৬ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ১ নম্বরে সেই বিধান স্থিরতর আছে।

২। ফৌজদারী মোকদ্দমায় হাজিরজামিনীনামা ও মোকদ্দমা চালাইবার ও প্রমাণ দিবার প্রতিজ্ঞাপত্র অর্থাৎ মুচলকা আদিতে পূর্ব্বতন আইনের বর্জ্জিত বিষয়ে যে রূপ ইষ্ট্যাম্পের মাসুল বর্জ্জিত ছিল……নূতন আইনেও সেই মত আছে।

৩। ১৮৬২ সালের ১০ আইনের ঐ তফসীলের ৩ নম্বরে ১৮৬০ সালের ২৭ আইন মত উত্তরাধিকারিগণকে টাকা আদায় করণের নিমিত্তে যে সর্টিফিকট দেওয়া হয় তাহাতে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত ৪ টাকা ও ৫০০ টাকার অধিক ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত ৮ টাকা ও এক সহস্র টাকার অধিক আর এক সহস্র টাকা অথবা তাহার কোন অংশের প্রতি ৪ টাকার ইষ্ট্যাম্প নিরূপণ ছিল।

নূতন আইনের তফসীলের ২ নম্বরে সেই বিধিকে পরিবর্ত্তন করিয়া ৫০০ টাকার অনধিক হইলে ৫ টাকা ও ৫০০ টাকা হইতে ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত ১০ টাকা ও এক সহস্র টাকার অধিক আর এক২ সহস্র টাকা অথবা তাহার কোন অংশের প্রতি ৫ টাকার ইষ্ট্যাম্প নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

৪। ১৮৬২ সালের ১০ আইনের ঐ তফসীলের ৪ নম্বরে হাইকোর্টের ডিক্রীর নকল অথবা ডিক্রীর তুল্য বলবৎ অন্য কোন হুকুমের নকলের নিমিত্তে ৪ টাকা ও নিষ্পত্তির নকলের কি তাহার অনুবাদের নিমিত্তে যে মূল্যের ইষ্ট্যাম্প নিরূপণ ছিল।

নূতন আইনেও তাহাই আছে।

পূর্ব্ব আইনে ৫০ টাকার ন্যূন দাবির মোকদ্দমার প্রথম আদালতের ডিক্রী ও নিষ্পত্তির নকল যদি সেই আদালত হইতে লওয়া যাইত তবে তাহার নিমিত্তে কোন ইষ্ট্যাম্প প্রয়োজন ছিল না।

নূতন আইনের ঐ তফসীলের ৩ নম্বরে সেই বিধান সংপূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন হইয়া দেওয়ানী অথবা রাজস্বের যে কোন আদালতের হউক পঞ্চাশ টাকার কি তাহার ন্যূন মূল্যের দাওয়ার মোকদ্দমার ডিক্রীর নকলের নিমিত্তে ॥৹ আনা ও নিষ্পত্তির নকলের নিমিত্তে ।৹ আনা ও পঞ্চাশ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের ডিক্রীর নকলের নিমিত্তে ১ টাকা ও নিষ্পত্তির নকলের নিমিত্তে ॥৹ আনা ধার্য্য হইয়াছে।

৫। পূর্ব্বতন আইনের ঐ তফসীলের ৬ নম্বরে দেওয়ানী অথবা রাজস্বের কোন আদালত হইতে রোবকারী প্রভৃতির নকলের প্রতি ফর্দ্দের নিমিত্তে ।।০ আনা মূল্যের ইষ্ট্যাম্প ধার্য্য ছিল।

নূতন আইনের তফসীলের ৫ নম্বরে সেই বিধান স্থিরতর আছে।

৬। মোকদ্দমার কোন পক্ষ ১৮৬২ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীল অনুযায়ী ইস্ট্যাম্প কাগজে লিখিত আসল দলীলের পরিবর্ত্তে যে প্রতিলিপি নথিতে রাখেন তাহার নকলের নিমিত্তে ১৮৬২ সালের ১০ আইনের ঐ তফসীলের ৭ নম্বরে যেমত বিধান ছিল..., নূতন আইনের ৬ নম্বরে তাহাই বর্ত্তমান আছে।

[ব্যাখ্যাসূচক মন্তব্য কথা।]

ঐ মূল দলীল যদি ।।০ আনার অনধিক মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিত থাকে তবে তত্তুল্য ইষ্ট্যাম্প অথবা ফর্দ্দ প্রতি ।।০ আনার ইষ্ট্যাম্পে নকল লইতে হইবেক কিন্তু নকলের নিমিত্তে যে ইষ্ট্যাম্প লাগে তাহা কখন আসল ইষ্ট্যাম্পের অধিক হইবেক না এই বিধানের বর্জ্জিত স্থল এই যে A চিহ্নিত তফসীল অনুযায়ী মূল নিদর্শন যস্থলে সাদা কাগজে লিখিবার বিধান হইয়াছে তাহার নকলের নিমিত্তে কোন ইষ্ট্যাম্প লাগিবেক না।

৭। ১৮৬২ সালের ১০ আইনের ঐ তফসীলের ৮ নম্বরে মোক্তারনামা ও ওকালতনামার বিষয়ে যে মত বিধি ছিল—নূতন আইনের ঐ তফসীলের ৭ নম্বরে কিঞ্চিৎ রূপান্তর হইয়াছে।

উদাহরণ।

কোন মোক্তারনামা ও ওকালতনামা কি মোকদ্দমা চালানের নিমিত্তে অন্য যে কোন ক্ষমতাপত্র দেওয়া যায় তাহা হাইকোর্টে কি রেবিনিউ বোর্ডে কি প্রধান কমিস্যনরের * কি রাজকীয় কর্ম্ম সম্পাদনের ভারপ্রাপ্ত অন্য প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে ভার অর্পিত হইলে তাহার নিমিত্তে ২

রাজস্বের কি দায়েরসায়েরী কমিস্যনর কি কষ্টমের কমিস্যনর কি খণ্ডের রাজকীয় কর্ম্ম সম্পাদনের ভারপ্রাপ্ত কোন ঊর্দ্ধ পদস্থ হাকিমের নিকট যে ওকালতনামা কি মোক্তারনামা দেওয়া যায় তাহার নিমিত্তে ১

হাইকোর্ট ভিন্ন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্বের কোন আদালতে কি সেই সকল আদালতের অধীন কোন কালেক্টর কি মাজিস্ট্রেট সাহেব প্রভৃতি বিচারকের নিকট অথবা সেই সেই কর্ম্মের ভার প্রাপ্ত কোন বিচারকের নিকট যে ওকালতনামা কি মোক্তারনামা দেওয়া যায় তাহার নিমিত্তে ... ... ।।০

বর্জ্জিত বিষয়।

এই বিধান পল্টনের কোন হুদ্দাদার কি সেপাহি যে মোক্তার-নামা দেয় তাহা সাদা কাগজে হইবেক।

---

* প্রধান কমিস্যনর শব্দে আইন বহির্ভূত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা অর্থাৎ আসাম ও পঞ্জাব ও হাজারিবাগ ও নাগপুর ইত্যাদি স্থানের প্রধান কমিস্যনরকে বুঝাইবে।

হাইকোর্টের কোন আডবোকেটের মোক্তারনামা কি ওকালতনামা কি অন্য কোন ক্ষমতাপত্র অর্পণ কি উপস্থিত করিবার আবশ্যক নাই *।

৮। ডিক্রী কি ডিক্রীর অন্য বলবৎ কোন হুকুম কি নালিশি আরজি অগ্রাহ্য হওয়ার হুকুমের না হইয়া অন্য যে সকল হুকুমের উপর আপীল হয় তাহাতে ১০ আইনে যে ইষ্ট্যাম্প নিরূপণ ছিল—নূতন আইনের ৮ নম্বরে তাহাই স্থিরতর আছে সুতরাং এ স্থলে তাহার বর্ণনা করা প্রয়োজনীয় নহে।

বর্জ্জিত বিষয়।

বর্জ্জিত বিষয়ে নূতন আইনে কিঞ্চিৎ রূপান্তর হইয়াছে, যথা—

পূর্ব্ব আইনে দলিল উপস্থিত করিবার কি সাক্ষিকে হাজির করাইবার যে কোন দরখাস্ত দেওয়া যাইত তাহাতে এক কালীন ইষ্ট্যাম্প বর্জ্জিত ছিল নূতন আইনে সেই সকল বিষয়ে প্রথম যে দরখাস্ত দেওয়া যায় কেবল তাহাই বর্জ্জিত হইয়াছে।

চৌকীদারী টেক্সের আপিলের দরখাস্ত ও বাজেয়াপ্তি সম্বন্ধে যে কোন দরখাস্ত রাজস্বের কোন নিম্ন শ্রেণী কি উপরিস্থ কার্য্যকারকের নিকটে দেওয়া যায় তাহা এবং কারারুদ্ধ ব্যক্তির দরখাস্ত ইষ্ট্যাম্প হইতে বর্জ্জিত থাকার বিধান যেমত পূর্ব্ব আইনে ছিল—নূতন আইনেও তদ্রূপ আছে।

৯। নূতন আইনের ১০ নম্বরে পূর্ব্ব আইন হইতে কয়েকটী নূতন বিধি স্থাপন হইয়াছে।—পূর্ব্ব আইনে ফৌজদারী অভিযোগের দরখাস্ত মাত্রই ইষ্ট্যাম্প বর্জ্জিত ছিল, নূতন আইনের ১০ প্রকরণে ফৌজদারীর কার্য্যবিধানের ৩ ঘরের নির্দ্দিষ্ট অপরাধ সকল যাহাতে বিনা পরওয়ানাতে ধৃত করার বিধি আছে সেই সকল মোকদ্দমা ভিন্ন অন্য সকল দরখাস্তের নিমিত্তে ১ টাকা মূল্যের ইষ্ট্যাম্প নিরূপণ হইয়াছে।

১০। পূর্ব্ব আইনে যে মোকদ্দমাতে পঞ্চাশ টাকার ন্যূন দাওয়া দেওয়ানী অথবা রাজস্বের যে কোন আদালতে অথবা ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত প্রভৃতিতে প্রথম বিচারে নিষ্পত্তি হয় সেই সকল আদালতে তাহার নালিশি আরজি ভিন্ন অন্য সকল দরখাস্ত সাদা কাগজে লিখিত হওয়ার বিধান ছিল ...

নূতন আইনের ১০ প্রকরণে সেই সকল দরখাস্ত ১ আনা মূল্যের ইষ্ট্যাম্পে লিখনের বিধান হইয়াছে।

১১। কোন রাজধানীর কষ্টমের কালেক্টর সাহেবের নিকটে অথবা কোন নগরে ১৮৫৩ সালের ১৪ আইন মতে নিযুক্ত মিউনিসিপল কমিস্যনর সাহেবদিগের নিকট কি রাজস্বের কি দায়েরসায়েরী কমিস্যনর সাহেবের নিকটে যে দরখাস্ত করা যায় তাহার জন্য .../০

১২। উপরের লিখিত স্থল ভিন্ন জেলার যে কোন আদালতে কোন বিচার কি ডিক্রী কি আজ্ঞা কিম্বা রিকার্ডের মধ্যে রাখা অন্য দলিলের কি প্রতিলিপি কি অনুবাদ পাইবার জন্যে দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন আদালতে কি রেবিনিউ বোর্ডে অথবা রাজস্বের কি দওরার কমিস্যনর সাহেবের কি আর কোন প্রধান কার্য্যকারক সাহেবের নিকট যে দরখাস্ত দেওয়া যায় তাহা ... ... /০

---

* এই বিধানটী নূতন আইনে অতিস্পষ্ট স্পষ্ট রূপে লিখিত হইয়াছে।

১৩। যে কোন দরখাস্ত এই তফসীলে বর্জ্জিত হয় নাই অথবা যাহার নিমিত্তে বিশেষরূপে অন্য বিধান হয় নাহি সেই সকল দরখাস্ত দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন আদালতে হইলে ... ... ।৷০

১৪। নালিশের আরজি ও আপীলের দরখাস্তের ইষ্ট্যাম্প পূর্ব্ব আইনের ১১ প্রকরণে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল—নূতন আইনের ঐ তফসীলের ১১ প্রকরণে তাহা সংপুর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া নালিশি আরজির নিমিত্তে অতি উচ্চ হারে ইষ্ট্যাম্প মূল্য নিরূপণ হইয়াছে এবং মোকদ্দমার দাওয়ার মুল্য যেমত নিরূপণ করণের অভিপ্রায় ছিল নূতন আইনে তাহারও মতান্তর হইয়াছে নালিশের আরজির ও আপিলের দরখাস্তের ইষ্ট্যাম্পের মুল্য হিসাব করণের বিষয়ে নূতন আইনে কয়েকটী উদাহরণ দেখান হইয়াছে কিন্তু নালিশি আরজির ইষ্ট্যাম্পের মূল্য সেই উদাহরণ লইয়া হিসাব করা সতত আইনের অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবেক এবং সেই হিসাব এমত বাহুল্য যে তাহা স্মরণ করিয়া রাখাও কঠিন।

একারণ আমি ২০০০০ বিশহাজার টাকাপর্য্যন্তের নালিশি আরজিতে যত ইষ্ট্যাম্পের মূল্য লাগিবেক তাহার একটি ফিরিস্তি এই তফসীলের টীকার শেষ ভাগে সংযোগ করিলাম তাহা দৃষ্টি করিলে আইনের প্রতি লক্ষ্য অথবা আর কোন হিসাব না করিয়া যত টাকার দাওয়ার নালিশে যত টাকা মূল্যের ইষ্ট্যাম্প লাগে তাহা অনায়াসে জানা যাইতে পারিবেক। ২০০০০ টাকার অধিক দাওয়ার মোকদ্দমাতে যত টাকা মূল্যের ইষ্ট্যাম্প লাগিবেক তাহারই হিসাব করিবার আদর্শ ৭ অবধি ১০ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রকাশ করা গেল। দেওয়ানী ও রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত মোকদ্দমার নালিশের ও আপিলের আরজির ইষ্ট্যাম্পের মূল্য ঐ হিসাবে দিতে হইবেক।

১৫। পূর্ব্ব আইনে দাওয়ার মূল্য নিরূপণের বিষয়ে যেমত বিধি ছিল নূতন আইনে তাহা সংপুর্ণ রূপে পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

দাওয়ার মুল্য নিরূপণ বিষয়ে নুতন বিধি।

১৬। স্থাবর সম্পত্তি গবর্ণমেন্টের মালগুজারির মহাল হউক কি না হউক তাহার বিক্রয়ের মূল্যানুসারে মোকদ্দমার মূল্য ধরিতে হইবেক সেই মূল্য এই মতে ধরিতে হইবেক। যথা—

প্রথম। স্থাবর যে সম্পত্তির দাওয়া হয় তাহা যদি গবর্ণমেন্টের চিরস্থায়ী বন্দবস্তের ভুমি হয় তবে তাহার গবর্ণমেন্টের যে রাজস্ব আছে তাহার দশগুণ মোকদ্দমার উচিত মূল্য জ্ঞান করা যাইবেক যেমন ১০০ টাকা মালগুজারির মহালের দাবী হইলে সেই দাবীর পরিমাণ ... ... ১০০০৲

দ্বিতীয়। যদি দাবীকৃত সম্পত্তিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না হইয়া থাকে তবে তাহার অবধারিত রাজস্বের আটগুণ যেমন ৪০ টাকা মালগুজারীর মহালের নিমিত্তে দাবীর পরিমাণ ... ... ৩২০৲

তৃতীয়। যে ভুমির মালগুজারি গবর্ণমেন্টে দিতে হয় না সেই ভুমির দাওয়া হইলে তাহার বার্ষিক উৎপন্ন হইতে খরচ বাদ দিয়া তাহার ২০ বিশ গুণ মোকদ্দমার মূল্য জ্ঞান হইবেক যেমন ৫ টাকা লভ্যের ভুমির নিমিত্তে দাবীর পরিমাণ ... ... ১০০৲

মন্তব্য।

পূর্ব্ব আইন সকলে লাখেরাজ সম্বন্ধে লভ্যের অষ্টাদশ গুণ মূল্য নিরূপণ করা ও জোতের জামিন প্রভৃতির নিমিত্তে বিক্রয়ের উচিত মূল্য নিরূপণ করিয়া দাওয়ার পরিমাণ স্থির করণের বিধি ছিল, কিন্তু নূতন আইনে নিষ্কর ভূমিসম্বন্ধে আর কোন বিশেষ বিধান দেখা যায় না; ভূমি সকর কি নিষ্কর হউক, যাহারা গবর্ণমেণ্টের মালগুজারদার নহে সেই সকল ব্যক্তির দ্বারা ঐ ভূমির মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহার মূল্য উপরের লিখিত ৩ প্রকরণ মতে ধরা যাইবেক বোম্বাই প্রসিডেন্সির বিশেষ বিধি এ দেশে প্রয়োজনীয় নহে অতএব তাহার আলোচনা করা গেল না।

১৭। নির্দ্দিষ্ট টাকা ভিন্ন অস্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমা হইলে মোকদ্দমা উপস্থিত সময়ে সেই বস্তুর বাজারের বিক্রয়োৎপন্ন মূল্য অনুসারে মূল্য নিরূপণ হইবেক লেখ্য কি হিসাব প্রভৃতি যাহার মূল্য নাই তাহা বাদী নালিশে কি আপিলের আরজিতে যত টাকা মূল্য ধরে তাহাই মূল্য জ্ঞান করা যাইবেক।

১৮। ১৮৬৫ সালের ১৫ আইন অর্থাৎ পারসীদিগের বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কীয় ব্যবস্থা অবধারণের ও সংশোধনের আইন মতে যে মোকদ্দমা হয় তাহা এবং ১৮৬৬ সালের ২১ আইন অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলী এদেশীয় লোকদিগের বিবাহ বন্ধন বিলোপ করণের আইনে যে মোকদ্দমা হয় তাহা ছাড়া অন্য যে সকল মোকদ্দমায় বিবাদীয় বিষয়ের যে মূল্য টাকার হিসাবক্রমে নিরূপণ করা যায় না তাহার উপর ... ১০

১৯। টাকা পাইবার মোকদ্দমার দাওয়া যত টাকা পাওয়ার কারণ মোকদ্দমা হয় সেই টাকা এবং ক্ষতি ও হানি পূরণের মোকদ্দমার যত টাকা ক্ষতি কি হানি পাওয়ার দাবী হয় তাহাই মোকদ্দমার মূল্য হইবে।

২০। বৎসরের উপস্বত্ব ধরিয়া ও বাজার মূল্যানুসারে যে সকল মোকদ্দমার দাওয়া নিরূপণ করণের বিধান উপরে উল্লেখিত হইল সেই সকল মোকদ্দমার মূল্য বিষয়ে কমী বেসীর আপত্তি হইলে কি না হইলেও যদি উচিত বোধ হয় তবে আদালত সেই বিষয় তদন্ত করাইতে সক্ষম হইবেন এবং ঐ বিষয়ে আদালত যে বার্ষিক উপস্বত্ব কি বাজার মূল্য নিরূপণ করিবেন তাহাই প্রকৃত হইবেক যদি সেই তদন্ত না হইয়া দাওয়ার মূল্য কম কি অধিক প্রকার হয় তবে প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করিয়া বাদী অতিরিক্ত দাওয়ার যত ইষ্ট্যাম্পের মূল্য দিয়াছিল তাহা বাদীকে ফেরত দিবেন কিম্বা যদি বিষয় বিশেষে বাদির দাওয়া কম হইয়া থাকে তবে প্রকৃত দাওয়ার অবশিষ্ট দাওয়ার যত ইষ্ট্যাম্প লাগে তাহা বাদির স্থানে তলব করিয়া লইবেন যত কাল অধিক ইষ্ট্যাম্প দাখিল না হয় তত কাল মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত থাকিবেক।

২১। সৈন্য সম্পর্কীয় মোকদ্দমার ১৮৫৯ সালের ৩ আইন ও ১৮৬৪ সালের ২২ আইন মত যাহার বিচার হয় তাহাতে ৮ টাকার অনধিক মূল্যের মোকদ্দমাতে ।০ আনা ও ৮ টাকার অধিক ১৬ টাকার অনধিক ।।০ আনা ও ১৬ টাকার অধিক ৩০ টাকার অনধিক দাওয়া হইলে ১ টাকা মূল্যের ইষ্ট্যাম্প লাগিবেক তদতিরিক্ত হইলে অন্যান্য আদালতের তুল্য মূল্যের ইষ্ট্যাম্প লাগিবেক।

২২। ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১৫ ধারামতে অবিলম্বে অধিকার পাওনের যে মোকদ্দমা হয় তাহাতে উপরের নিয়মমত দাওয়ার মূল্য নিরূপণ করিয়া যত টাকা মূল্যের

ইষ্ট্যাম্প লাগে এইরূপ নালিশে ... তাহার চতুর্থাংশের একাংশ মূল্যের ইষ্ট্যাম্প লাগিবেক।

২৩। নূতন আইনে ওয়াশিলাৎ সংক্রান্ত মোকদ্দমাতে তদন্ত হইয়া বাদী যে দাওয়া নিরূপণ করিয়াছিল তাহার অধিকের ডিক্রী হয় অথবা প্রথম মোকদ্দমাতে যে ওয়াশীলাৎ বাদি দাবী করিয়াছিল তাহা হইতে অধিক টাকা ওয়াশিলাৎ নিরূপণ হয় তবে ঐ অতিরিক্ত টাকার নিমিত্তে যত ইষ্ট্যাম্পের মাসুল লাগে তাহা উপযুক্ত কর্ম্মচারিকে না দেওয়া গেলে সেই ডিক্রী জারি হইবেক না এই রূপে যত টাকা দেওয়া যায় তাহা মোকদ্দমার খরচার মধ্যে ধরা যাইবেক।

২৪। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য বিধানের আইনের কোন কথা ক্রমে যদি মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারের নিমিত্তে প্রথম আদালতে ফিরিয়া পাঠান যায় অথবা নালিশি কি আপিলের আরজি প্রথম আদালতে অগ্রাহ্য হইয়া আপিল আদালত হইতে সেই নালিশ কি আপিল গ্রাহ্য করার আজ্ঞা হয় তবে আপিলান্ট আপিল আদালতে যত টাকা মূল্যের ইষ্ট্যাম্প দিয়াছেন সেই টাকা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়ার নিমিত্তে সেই আদালত কালেক্টর সাহেবের নামে এক সর্টিফিকট দিবেন তদনুসারে ঐ টাকা ফিরিয়া পাওয়া যাইবেক আর যদি মোকদ্দমার সমুদয় বিষয়ের পুনর্ব্বিচারের আজ্ঞা না হইয়া কোন এক অংশের বিচারের নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠান যায় তবে যে অংশের বিচারের নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠান যায় সেই অংশের দাওয়াতে যত টাকার ইষ্ট্যাম্প লাগে উপরোক্ত মতে কেবল সেই টাকা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক।

২৫। নূতন আইনে একটি নূতন বিধান হইয়াছে যে যদি মোকদ্দমার দাওয়ার কোন অংশের উপর আপিল হইলে রেস্পাণ্ডেন্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ৩৪৮ধারামতে সেই আপিলে আপন হিতের জন্যে দাওয়ার কোন অংশের উপর আপত্তি করে তবে যে অংশের উপর আপত্ত করে সেই অংশের দাওয়াতে যত টাকা মূল্যের ইষ্ট্যাম্প লাগে তাহা তাহাকে দিতে হইবেক নতুবা তাহার সেই আপত্তি শুনা যাইবেক না। আর সেই ইষ্ট্যাম্পের মূল্য মোকদ্দমার খরচার মধ্যে ধরা যাইবেক।

সাধারণ বিধি।

কোন নালিশের আরজির কি লিখিত বর্ণনার কি প্রার্থনা পত্রের কিম্বা ডিক্রির কি হুকুমের নকলের সমুদয় কথা যদি এই তফসীলের নির্দ্দিষ্ট মূল্যের একি ইষ্ট্যাম্প কাগজে অনায়াসে না ধরে তবে দরখাস্ত যত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিত হয় অবশিষ্ট কথা তত মূল্যের অন্য এক কি অধিক বর্দ্দ ইষ্ট্যাম্প কাগজ তাহাতে সংযোগ করিয়া লিখিতে হইবেক। যথা—যদি হাইকোর্টের কোন ডিক্রী প্রভৃতির নকল ৪ টাকা মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে না ধরে তবে তাহার নিমিত্তে আর ৪ টাকা মূল্যের এক কিতা কি অধিক যত কিতা ইষ্ট্যাম্প লাগে তাহা দিতে হইবেক। জিলার আদালতে হইলে ঐ রূপ ।৷০ আনা মূল্যের ইষ্ট্যাম্প দিতে হইবেক। কিন্তু নিষ্পত্তির নকলের নিমিত্তে এই বিধান খাটেনা তাহাতে নির্দ্দিষ্ট মূল্যের এক কেতা ইষ্ট্যাম্পে অকুলান হইলে অবশিষ্ট কথা সাদা কাগজ লেখা যাইবেক।

২৬। নূতন আইনের ৭ ধারাতে ফৌজদারীর দরখাস্ত সম্বন্ধে উপরের লিখিত বিধির অতিরিক্ত এই বিধানহইয়াছে যে ফৌজদারীর যেসকল দরখাস্ত ১ টাকা মূল্যের ইষ্ট্যাম্পে

লেখার বিধান হইয়াছে বাদী যদি প্রথমতঃ সেইমত দরখাস্ত না করিয়া থাকে তবে বাদির বাচনিক এজহার ঐ মল্যের কাগজে লিখিতে হইবেক]এবং সেই ইষ্ট্যাম্প বাদি দিবেক আর যদি মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমাতে সেই রূপ এজহার সাদাকাগজে লেখা বিবেচনা করেন তবে তাহা সাদা কাগজে লেখা যাইবেক।

২৭। এই আইন মহামান্য গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপন মত ১৮৬৭ সালের ১ মে তারিখ অবধি চলিবেক।

নালিশের আরজির ও আপিলের দরখাস্তের আরজির ইষ্ট্যাম্প মুল্যের নিরূপণ।

যতটাকা অবধি	যতটাকাপর্য্যন্ত	ইষ্ট্যাম্প মূল্য	যতটাকা অবধি	যতটাকাপর্য্যন্ত	ইষ্ট্যাম্প মূল্য
১	১০	১	২১০	২২০	২২
১০	১৫	১৷৷০	২২০	২৩০	২৩
১৫	২০	২	২৩০	২৪০	২৪
২০	২৫	২৷৷০	২৪০	২৫০	২৫
২৫	৩০	৩	২৫০	২৬০	২৬
৩০	৩৫	৩৷৷০	২৬০	২৭০	২৭
৩৫	৪০	৪	২৭০	২৮০	২৮
৪০	৪৫	৪৷৷০	২৮০	২৯০	২৯
৪৫	৫০	৫	২৯০	৩০০	৩০
৫০	৫৫	৫৷৷০	৩০০	৩১০	৩১
৫৫	৬০	৬	৩১০	৩২০	৩২
৬০	৬৫	৬৷৷০	৩২০	৩৩০	৩৩
৬৫	৭০	৭	৩৩০	৩৪০	৩৪
৭০	৭৫	৭৷৷০	৩৪০	৩৫০	৩৫
৭৫	৮০	৮	৩৫০	৩৬০	৩৬
৮০	৮৫	৮৷৷০	৩৬০	৩৭০	৩৭
৮৫	৯০	৯	৩৭০	৩৮০	৩৮
৯০	৯৫	৯৷৷০	৩৮০	৩৯০	৩৯
৯৫	১০০	১০	৩৯০	৪০০	৪০
১০০	১১০	১১	৪০০	৪১০	৪১
১১০	১২০	১২	৪১০	৪২০	৪২
১২০	১৩০	১৩	৪২০	৪৩০	৪৩
১৩০	১৪০	১৪	৪৩০	৪৪০	৪৪
১৪০	১৫০	১৫	৪৪০	৪৫০	৪৫
১৫০	১৬০	১৬	৪৫০	৪৬০	৪৬
১৬০	১৭০	১৭	৪৬০	৪৭০	৪৭
১৭০	১৮০	১৮	৪৭০	৪৮০	৪৮
১৮০	১৯০	১৯	৪৮০	৪৯০	৪৯
১৯০	২০০	২০	৪৯০	৫০০	৫০
২০০	২১০	২১	৫০০	৫১০	৫১

যতটাকা অবধি	যতটাকাপর্য্যন্ত	ইষ্ট্যাম্প মূল্য	যতটাকা অবধি	যতটাকাপর্য্যন্ত	ইষ্ট্যাম্প মূল্য
৫১০	৫২০	৫২	৯৫০	৯৬০	৯৬
৫২০	৫৩০	৫৩	৯৬০	৯৭০	৯৭
৫৩০	৫৪০	৫৪	৯৭০	৯৮০	৯৮
৫৪০	৫৫০	৫৫	৯৮০	৯৯০	৯৯
৫৫০	৫৬০	৫৬	৯৯০	১০০০	১০০
৫৬০	৫৭০	৫৭	১০০০	১১০০	১০৫
৫৭০	৫৮০	৫৮	১১০০	১২০০	১১০
৫৮০	৫৯০	৫৯	১২০০	১৩০০	১১৫
৫৯৫	৬০০	৬০	১৩০০	১৪০০	১২০
৬০০	৬১০	৬১	১৪০০	১৫০০	১২৫
৬১০	৬২০	৬২	১৫০০	১৬০০	১৩০
৬২০	৬৩০	৬৩	১৬০০	১৭০০	১৩৫
৬৩০	৬৪০	৬৪	১৭০০	১৮০০	১৪০
৬৪০	৬৫০	৬৫	১৮০০	১৯০০	১৪৫
৬৫০	৬৬০	৬৬	১৯০০	২০০০	১৫০
৬৬০	৬৭০	৬৭	২০০০	২১০০	১৫৫
৬৭০	৬৮০	৬৮	২১০০	২২০০	১৬০
৬৮০	৬৯০	৬৯	২২০০	২৩০০	১৬৫
৬৯০	৭০০	৭০	২৩০০	২৪০০	১৭০
৭০০	৭১০	৭১	২৪০০	২৫০০	১৭৫
৭১০	৭২০	৭২	২৫০০	২৬০০	১৮০
৭২০	৭৩০	৭৩	২৬০০	২৭০০	১৮৫
৭৩০	৭৪০	৭৪	২৭০০	২৮০০	১৯০
৭৪০	৭৫০	৭৫	২৮০০	২৯০০	১৯৫
৭৫০	৭৬০	৭৬	২৯০০	৩০০০	২০০
৭৬০	৭৭০	৭৭	৩০০০	৩১০০	২০৫
৭৭০	৭৮০	৭৮	৩১০০	৩২০০	২১০
৭৮০	৭৯০	৭৯	৩২০০	৩৩০০	২১৫
৭৯০	৮০০	৮০	৩৩০০	৩৪০০	২২০
৮০০	৮১০	৮১	৩৪০০	৩৫০০	২২৫
৮১০	৮২০	৮২	৩৫০০	৩৬০০	২৩০
৮২০	৮৩০	৮৩	৩৬০০	৩৭০০	২৩৫
৮৩০	৮৪০	৮৪	৩৭০০	৩৮০০	২৪০
৮৪০	৮৫০	৮৫	৩৮০০	৩৯০০	২৪৫
৮৫০	৮৬০	৮৬	৩৯০০	৪০০০	২৫০
৮৬০	৮৭০	৮৭	৪০০০	৪১০০	২৫৫
৮৭০	৮৮০	৮৮	৪১০০	৪২০০	২৬০
৮৮০	৮৯০	৮৯	৪২০০	৪৩০০	২৬৫
৮৯০	৯০০	৯০	৪৩০০	৪৪০০	২৭০
৯০০	৯১০	৯১	৪৪০০	৪৫০০	২৭৫
৯১০	৯২০	৯২	৪৫০০	৪৬০০	২৮০
৯২০	৯৩০	৯৩	৪৬০০	৪৭০০	২৮৫
৯৩০	৯৪০	৯৪	৪৭০০	৪৮০০	২৯০
৯৪০	৯৫০	৯৫	৪৮০০	৪৯০০	২৯৫

যতটাকা অবধি	যতটাকাপর্য্যন্ত	ইষ্ট্যাম্প মূল্য	যতটাকা অবধি	যতটাকাপর্য্যন্ত	ইষ্ট্যাম্প মূল্য
৪৯০০	৫০০০	৩০০	৯৩০০	৯৪০০	৫২০
৫০০০	৫১০০	৩০৫	৯৪০০	৯৫০০	৫২৫
৫১০০	৫২০০	৩১০	৯৫০০	৯৬০০	৫৩০
৫২০০	৫৩০০	৩১৫	৯৬০০	৯৭০০	৫৩৫
৫৩০০	৫৪০০	৩২০	৯৭০০	৯৮০০	৫৪০
৫৪০০	৫৫০০	৩২৫	৯৮০০	৯৯০০	৫৪৫
৫৫০০	৫৬০০	৩৩০	৯৯০০	১০০০০	৫৫০
৫৬০০	৫৭০০	৩৩৫	১০০০০	১০১০০	৫৫৫
৫৭০০	৫৮০০	৩৪০	১০১০০	১০২০০	৫৬০
৫৮০০	৫৯০০	৩৪৫	১০২০০	১০৩০০	৫৬৫
৫৯০০	৬০০০	৩৫০	১০৩০০	১০৪০০	৫৭০
৬০০০	৬১০০	৩৫৫	১০৪০০	১০৫০০	৫৭৫
৬১০০	৬২০০	৩৬০	১০৫০০	১০৬০০	৫৮০
৬২০০	৬৩০০	৩৬৫	১০৬০০	১০৭০০	৫৮৫
৬৩০০	৬৪০০	৩৭০	১০৭০০	১০৮০০	৫৯০
৬৪০০	৬৫০০	৩৭৫	১০৮০০	১০৯০০	৫৯৫
৬৫০০	৬৬০০	৩৮০	১০৯০০	১১০০০	৬০০
৬৬০০	৬৭০০	৩৮৫	১১০০০	১১১০০	৬০৫
৬৭০০	৬৮০০	৩৯০	১১১০০	১১২০০	৬১০
৬৮০০	৬৯০০	৩৯৫	১১২০০	১১৩০০	৬১৫
৬৯০০	৭০০০	৪০০	১১৩০০	১১৪০০	৬২০
৭০০০	৭১০০	৪০৫	১১৪০০	১১৫০০	৬২৫
৭১০০	৭২০০	৪১০	১১৫০০	১১৬০০	৬৩০
৭২০০	৭৩০০	৪১৫	১১৬০০	১১৭০০	৬৩৫
৭৩০০	৭৪০০	৪২০	১১৭০০	১১৮০০	৬৪০
৭৪০০	৭৫০০	৪২৫	১১৮০০	১১৯০০	৬৪৫
৭৫০০	৭৬০০	৪৩০	১১৯০০	১২০০০	৬৫০
৭৬০০	৭৭০০	৪৩৫	১২০০০	১২১০০	৬৫৫
৭৭০০	৭৮০০	৪৪০	১২১০০	১২২০০	৬৬০
৭৮০০	৭৯০০	৪৪৫	১২২০০	১২৩০০	৬৬৫
৭৯০০	৮০০০	৪৫০	১২৩০০	১২৪০০	৬৭০
৮০০০	৮১০০	৪৫৫	১২৪০০	১২৫০০	৬৭৫
৮১০০	৮২০০	৪৬০	১২৫০০	১২৬০০	৬৮০
৮২০০	৮৩০০	৪৬৫	১২৬০০	১২৭০০	৬৮৫
৮৩০০	৮৪০০	৪৭০	১২৭০০	১২৮০০	৬৯০
৮৪০০	৮৫০০	৪৭৫	১২৮০০	১২৯০০	৬৯৫
৮৫০০	৮৬০০	৪৮০	১২৯০০	১৩০০০	৭০০
৮৬০০	৮৭০০	৪৮৫	১৩০০০	১৩১০০	৭০৫
৮৭০০	৮৮০০	৪৯০	১৩১০০	১৩২০০	৭১০
৮৮০০	৮৯০০	৪৯৫	১৩২০০	১৩৩০০	৭১৫
৮৯০০	৯০০০	৫০০	১৩৩০০	১৩৪০০	৭২০
৯০০০	৯১০০	৫০৫	১৩৪০০	১৩৫০০	৭২৫
৯১০০	৯২০০	৫১০	১৩৫০০	১৩৬০০	৭৩০
৯২০০	৯৩০০	৫১৫	১৩৬০০	১৩৭০০	৭৩৫

যতটাকা অবধি	যতটাকাপর্য্যন্ত	ইষ্ট্যাম্পমূল্য	যতটাকা অবধি	যতটাকাপর্য্যন্ত	ইষ্ট্যাম্প মূল্য
১৩৭০০	১৩৮০০	৭৪০	১৬৯০০	১৭০০০	৯০০
১৩৮০০	১৩৯০০	৭৪৫	১৭০০০	১৭১০০	৯০৫
১৩৯০০	১৪০০০	৭৫০	১৭১০০	১৭২০০	৯১০
১৪০০০	১৪১০০	৭৫৫	১৭২০০	১৭৩০০	৯১৫
১৪১০০	১৪২০০	৭৬০	১৭৩০০	১৭৪০০	৯২০
১৪২০০	১৪৩০০	৭৬৫	১৭৪০০	১৭৫০০	৯২৫
১৪৩০০	১৪৪০০	৭৭০	১৭৫০০	১৭৬০০	৯৩০
১৪৪০০	১৪৫০০	৭৭৫	১৭৬০০	১৭৭০০	৯৩৫
১৪৫০০	১৪৬০০	৭৮০	১৭৭০০	১৭৮০০	৯৪০
১৪৬০০	১৪৭০০	৭৮৫	১৭৮০০	১৭৯০০	৯৪৫
১৪৭০০	১৪৮০০	৭৯০	১৭৯০০	১৮০০০	৯৫০
১৪৮০০	১৪৯০০	৭৯৫	১৮০০০	১৮১০০	৯৫৫
১৪৯০০	১৫০০০	৮০০	১৮১০০	১৮২০০	৯৬০
১৫০০০	১৫১০০	৮০৫	১৮২০০	১৮৩০০	৯৬৫
১৫১০০	১৫২০০	৮১০	১৮৩০০	১৮৪০০	৯৭০
১৫২০০	১৫৩০০	৮১৫	১৮৪০০	১৮৫০০	৯৭৫
১৫৩০০	১৫৪০০	৮২০	১৮৫০০	১৮৬০০	৯৮০
১৫৪০০	১৫৫০০	৮২৫	১৮৬০০	১৮৭০০	৯৮৫
১৫৫০০	১৫৬০০	৮৩০	১৮৭০০	১৮৮০০	৯৯০
১৫৬০০	১৫৭০০	৮৩৫	১৮৮০০	১৮৯০০	৯৯৫
১৫৭০০	১৫৮০০	৮৪০	১৮৯০০	১৯০০০	১০০০
১৫৮০০	১৫৯০০	৮৪৫	১৯০০০	১৯১০০	১০০৫
১৫৯০০	১৬০০০	৮৫০	১৯১০০	১৯২০০	১০১০
১৬০০০	১৬১০০	৮৫৫	১৯২০০	১৯৩০০	১০১৫
১৬১০০	১৬২০০	৮৬০	১৯৩০০	১৯৪০০	১০২০
১৬২০০	১৬৩০০	৮৬৫	১৯৪০০	১৯৫০০	১০২৫
১৬৩০০	১৬৪০০	৮৭০	১৯৫০০	১৯৬০০	১০৩০
১৬৪০০	১৬৫০০	৮৭৫	১৯৬০০	১৯৭০০	১০৩৫
১৬৫০০	১৬৬০০	৮৮০	১৯৭০০	১৯৮০০	১০৪০
১৬৬০০	১৬৭০০	৮৮৫	১৯৮০০	১৯৯০০	১০৪৫
১৬৭০০	১৬৮০০	৮৯০	১৯৯০০	২০০০০	১০৫০
১৬৮০০	১৬৯০০	৮৯৫			

২৮। ২০০০০ টাকার উপর লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত প্রতি শত অথবা তাহার কোন অংশের উপর ১ টাকা। ১০০০০০ এক লক্ষ টাকার উপর যত টাকা দাওয়ার মূল্যে হউক প্রতি শত অথবা তাহার কোন অংশের উপর ।।০ আনা হিসাবে ইষ্ট্যাম্প মূল্য লাগিবেক ইতি।

হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের নিম্ন লিখিত আইন বিষয়ে শ্রীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর ইংরাজী ১৮৬২ সালের ১৭ এপ্রেল তারিখে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করেন।

*১৮৬২ সালের ১০ আইন।+

ইষ্টাম্পের মাসুলের আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন।

হেতুবাদ।

ইষ্ট্যাম্পের মাসুলের আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত। এই কারণে পশ্চাৎ লিখিত বিধান হইতেছে।

[যে যে আইন রদ হইল তাহার কথা।]

১ ধারা।—এই আইন প্রচলিত হইবার কালাবধি বোম্বাই দেশের চলিত ১৮৩০ সালের ১২ আইন (অর্থাৎ দেওয়ানী মোকদ্দমায় ভূমির মূল্য নিরূপণের যে বিধি ১৮২৭ সালের ৪ আইনের ৩ ধারার প্রথমপ্রকরণে নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা মতান্তর করিবার আইন) ও ইষ্ট্যাম্পের (১) মাসুলের আইন সংগ্রহ ও সংশোধনার্থ ১৮৬০ সালের ৩৬ আইন, ও ১৮৬০সালের ৩৬ আইন সংশোধনার্থ ১৮৬০ সালের ৪০আইন ও ১৮৬০ সালের ৩৬ আইন অধিক সংশোধনার্থ ১৮৬০ সালের ৫১আইন রহিত হইল। কিন্তু সেই সেই আইনের যে যে কথা দ্বারা অন্য অন্য আইন কি আক্ট কিম্বা অন্য আইনের কি আক্টের কোন অংশ রহিত হয়, সেই কথা প্রবল

---

* ইষ্ট্যাম্প সম্বন্ধে পূর্ব্বতন যে সকল আইন রহিত হইয়াছে তাহা এস্থলে মুদ্রিত বা উল্লেখ করা হইল না। অদ্যাপি পশ্চাদুক্ত আইন সমূহ প্রচলিত আছে কিন্তু সাধারণের প্রয়োজনীয় না হওয়াতে তাহাদের নামমাত্র উল্লেখ করা হইল যথা।—ইষ্ট্যাম্প মাসুলের সরবরাহ বিষয়ক কর্ত্তব্য কর্ম্ম কোন অচিহ্নিত কর্ম্মচারীর প্রতি অর্পিত হইতে পারে।—১৮৬১ সালের ২৮ আইন দেখ।—কলিকাতায় ইষ্ট্যাম্পের মাসুল বিষয়ে... ১৮৫৬ সালের ১৮ আইন দেখ।—হাইকোর্টে ইষ্ট্যাম্পের ফী এবং মাসুল বিষয়ে...১৮৬২ সালের ১০ এবং ২৪ আইন দেখ।—একাধিক ইষ্ট্যাম্পকাগজে লিখিত দলীলের বিষয়ে... ১৮৫৮ সালের ৪১ আইন দেখ।—প্রসিদ্ধ রাজবিদ্রোহের পূর্ব্বে বহির্গত ইষ্ট্যাম্প প্রামাণ্য হওনের বিষয়ে... ১৮৫৮ সালের ১১ আইন দেখ।—প্রত্যুত ১৮৬২ সালের ১০ এবং ১৮৬২ সালের ১৮ এবং ১৮৬১ সালের ২৬ আইন যথা স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

+ ১৮৬৩ সালের ২৮ আইনের দ্বারা উহা ষ্টেট্‌উমেণ্ডমেণ্টে প্রবল হইয়াছে।

(১) "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দমাত্রেই ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজ ও ইষ্ট্যাম্প করা অন্য যে দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে।

থাকিবে, ও এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যে সকল দলীল কি পত্র কি লিপি করা গিয়াছে কি সিদ্ধ হইয়াছে ও যে সকল কার্য্য কি বিষয় হইয়াছে তৎসম্পর্কে উক্ত আইন প্রবল থাকিবে ও সেই দলীল (১) কি পত্র কি লিপি করা যাইবার কি সিদ্ধ হইবার সময়ে কিম্বা সেই কার্য্য কি বিষয় হইবার সময়ে যে আইন ও ব্যবস্থ চলন ছিল, তাহার বিধান ঐ দলীল কি পত্র কি লিপি সম্পর্কে এই আইন প্রচলিত না হইবার মত খাটিবে।

টীকা।—অন্যান্য আইনে যেমত "অর্থ করিবার ধারা" থাকে ইহার মধ্যে লিখিত তদ্রূপ ৫৩ ধারাতে এবং ইহার অংশস্বরূপ ১৮৬১ সালের ২৬ আইনের ১ ধারাতে যে সকল শব্দের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা এইস্থলে পাঠ করা বিধেয়।

[A চিহ্নিত তফসীল মতের ইষ্ট্যাম্পের মাস্থলের কথা।]

২ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার কালাবধি যে কোন দলীল কি পত্র কি লিপি করা যায় তাহা এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলে ইষ্ট্যাম্পের(২) যোগ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, তাহার ইষ্ট্যাম্পের যত মাস্থল উপযুক্ত বলিয়া ঐ তফসীলে নির্দ্দিষ্ট হয় ঐ দলীলের কি পত্রের কি লিপির উপর তত মাস্থল গবর্ণমেন্টে দিতে হইবেক।

[ইষ্ট্যাম্প বিনা কি অনুপযুক্ত ইষ্ট্যাম্পদিয়া হুণ্ডী প্রভৃতি লিখিবার দণ্ডের কথা।]

৩ ধারা। * এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্ধারিত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প যাহাতে দিতে হয় এমত কোন বিল অফ এক্সচেঞ্জ(৩) অথবা প্রমিসরি নোট অর্থাৎ অঙ্গীকারপত্র। অথবা ড্রাফট † কি চ্যাক ‡ কি তদ্রূপ অন্য পত্র যদি কোন ব্যক্তি ইষ্ট্যাম্প বিনা কি ন্যূন মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে কি অন্য দ্রব্যেতে লেখেন কিম্বা এই আইনের ২৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে ইষ্ট্যাম্প বিনা কি

---

* হুণ্ডীর এজেন্ট প্রভৃতি যাঁহারা কালেক্টরি কাছারিতে নিযুক্ত থাকেন তাঁহার দিগের কর্ত্তব্যকর্ম্মের বিষয়ে রেবিনিউ বোর্ডের বিধি পুস্তকের ২য়, অধ্যায়ে ৮ম, পরিচ্ছেদ দৃষ্টি কর।

† "ড্রাফ্‌ট" এই শব্দ "চ্যাক" শব্দের তুল্যার্থবাচক, কিন্তু ইহাতে দ্রব্য সামগ্রীর মোট ওজন হইতে যাহা বাদ কিম্বা যে টাকা দেওয়া যায় তাহাও বুঝায়।

‡ "চ্যাক" ব্যবসায় সম্বন্ধে ইহার অর্থে খাড়া হুণ্ডী কিম্বা বরাৎ চিঠী অর্থাৎ যে লিপিতে কোন মহাজন প্রভৃতির কিম্বা কোন ব্যাঙ্কের ধনরক্ষকের উপর দৃষ্টিমাত্রে দেয়, (হুণ্ডীদর্শনী) কিম্বা নিয়মিত কালের অবসানে প্রদেয়, (হুণ্ডী মিয়াদী) টাকা প্রদানের আদেশ লিখিত থাকে তাহা ব্যক্ত হয়।

(১) "দলীল" এই শব্দেতে দলীলের ভাবের যে কোন পত্র হয়, তাহাতে মোহর দেওয়া যাউক কি না যাউক সেই পত্র বুঝাইবে।

(২) "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দমাত্রেই ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজ ও ইষ্ট্যাম্প করা অন্য যে দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে।

(৩) "বিল অফ এক্সচেঞ্জ" এই শব্দমাত্রেই হুণ্ডী কি সেই প্রকারের অন্য কোন দলীল বুঝাইবে।

অনুপযুক্তমূল্যের(১)ইষ্ট্যাম্প করা কাগজাদিতে লেখা উক্ত বিলপ্রভৃতি যদি কেহ গ্রহণ করেন কি ইণ্ডার্শ করেন (অর্থাৎ পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করেন) কি বিক্রয়াদি করেন কি তাহার টাকা দেন কি গ্রহণ করেন কিম্বা যাহা এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্ধারিত মুল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হয় এমত কোন দলীল কি পত্র কি লিপি যদি কোন ব্যক্তি ইষ্ট্যাম্প বিনা কি ন্যূন মুল্যের ইষ্ট্যাম্প করা কাগজে কি অন্য দ্রব্যেতে লেখেন কিম্বা তদ্রূপ দলীল* যদি কেহ সিদ্ধ করেন কি তাহাতে স্বাক্ষর করেন কি তাহার এক পক্ষ হন, তবে উক্ত প্রকারের অপরাধী প্রত্যেক ব্যক্তির এক শত টাকার অনধিক দণ্ড হইবে কিম্বা উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্পের ন্যূন যত দেওয়া হইয়াছে তাহার দশ গুণ যদি এক শত টাকার অধিক হয় তবে সেই দশগুণের অর্থদণ্ড হইবে যদি কোন স্থলে এই আইনেতে ততোধিক অর্থ দণ্ড ধার্য্য হয় তবে তাহার সেই অধিক দণ্ড দিতে হইবেক। •

[যে প্রকারের ইষ্ট্যাম্প প্রভৃতি ব্যবহার হইবেক তাহা হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুক্ত গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুরের নির্দ্ধারণ করিবার কথা।]

৪ ধারা।—এই আইনের বিধানমতে যে ইষ্ট্যাম্প(২) ব্যবহার হইবেক তাহার আকার ও পরিমাণ,ও তাহা যে দ্রব্যেতে নির্ম্মিত হইবেক ও প্রত্যেক ইষ্ট্যাম্পের মূল্য যে প্রকারে যে স্থানে মুদ্রাঙ্কিত হইবে কি বসান যাইবে কি চিহ্নিত থাকিবে তাহা হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর নির্দ্ধারিত করিবেন, ও তদ্বিষয়ের যে আজ্ঞা করেন তাহা সময়েং পরিবর্ত্তন ও মতান্তর করিতে পারিবেন এই ধারাক্রমে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে সকল আজ্ঞা করেন তাহা যেং প্রেসীডেন্সীতে কি স্থানে প্রবল হইবে তথাকার সরকারী গেজেটে প্রকাশ হইবে।

[রসীদের ইষ্ট্যাম্প যে রূপ চিহ্নিত থাকিবে তাহার কথা।]

৫ ধারা।—টাকার রসীদের কিম্বা ড্রাফট কি আর্ডর অর্থাৎ আজ্ঞাপত্র যে দিনে দেওয়া যায় সেই দিনের তারিখ যাহাতেলেখা থাকে এমত খাড়া ড্রাফ্‌টর কি আর্ডরের যে মাসুল এই আইনক্রমে নির্দ্ধারিত হয় তাহার চিহ্ন, ঐ দলীল(৩) যে কাগজে (৪) লেখা থাকে সেই কাগজে বসান আটাল ইষ্ট্যাম্প দ্বারা প্রকাশ হইতে পারিবে।

---

(১) "ইষ্ট্যাম্পের মূল্য" এই শব্দমাত্রেই যত টাকা কি আনা অঙ্ক কি অক্ষরদ্বারা উক্ত প্রকারের কাগজে কি অন্য দ্রব্যেতে নিয়মিত রূপে ছাপা থাকে তাহা বুঝাইবে।

(২) "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দমাত্রেই ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজ ও ইষ্ট্যাম্প করা অন্য যে দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে।

(৩) "দলীল" এই শব্দমাত্রেই দলীলের ভাবের যে কোন পত্র হয়, তাহাতে মোহর দেওয়া যাউক কি না যাউক সেই পত্র বুঝাইবে।

(৪) "কাগজ" এই শব্দ মাত্রেই পার্চ্চমেন্ট কি বেলম কি তদ্রূপের অন্য দ্রব্য গণ্য হইবে।

[ব্যাঙ্ক প্রভৃতি চার্টর প্রাপ্ত সমাজের শ্যার হস্তান্তর করণপত্রের আটাল ইষ্ট্যাম্প দিতে পারিবার কথা।]

৬ ধারা।—ব্যাঙ্কের কর্ম্মকারী কোন চার্টর প্রাপ্ত সমাজ কি জাইণ্টষ্টাক কোম্পানী সম্পর্কীয় কোন আইনক্রমে যদি তাহার শ্যার নিদর্শক পত্রের পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করণ দ্বারা তাহা হস্তান্তর করা যাইতে পারে, তবে তাহা হস্তান্তর করণের যে মাসুল লাগে সেই মাসুলের আটাল ইষ্ট্যাম্প বসান যাইতে পারিবে।

[অন্যং দলীল প্রভৃতিতে আটাল ইষ্ট্যাম্প বসাইবার অনুমতি দিতে হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুক্ত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতার কথা।]

৭ ধারা। হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর সরকারী গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ পূর্ব্বক এই অনুমতি দিতে পারিবেন যে ভারতবর্ষে (১) ব্রিটনীয়সমস্ত দেশে কিম্বা ঐ অনুজ্ঞাপত্রের নির্দ্দিষ্ট কোনং দেশে ইহার পূর্ব্বের দুই ধারার লিখিত দলীল (২) ভিন্ন অন্য যে কোন দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে ইষ্টাম্প বসাইতে হইবেক তাহাতে আটাল ইষ্ট্যাম্প বসান যায়।

[আটাল ইষ্ট্যাম্প বসান গেলে তাহার লিখিত অক্ষর কাটিয়া দিবার কথা।]

৮ ধারা। পূর্ব্ব লিখিত যে কোন স্থলে আটাল ইষ্ট্যাম্প বসাইবার অনুমতি হয় সেই স্থলে ঐ আটাল ইষ্ট্যাম্প যাহাতে বসান যায় এমত দলীল কি পত্র কি লিপি যিনি করেন, তিনি ঐ দলীল কি পত্র কি লিপি আপনার হস্ত কি জিম্মা কি ক্ষমতা হইতে হস্তান্তর করিবার পূর্ব্বে, সেই ইষ্ট্যাম্পের উপর আপনার নাম কি আপন নামের আদ্যক্ষর লিখিবেন, কিম্বা ঐ ইষ্ট্যাম্প (৩) ব্যবহার হইয়াছে ইহা দর্শাইবার ও তাহা পুনশ্চ ব্যবহার হইতে না পারিবার উপযুক্ত অন্য কোন প্রকারে ঐ ইষ্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য করিবেন ও কোন ব্যক্তি কোন রসীদ কি ফারখৎ লিখিলে কি দিলে কিম্বা কোন ড্রাফট কি আর্ডর লিখিলে কিম্বা স্বাক্ষর করিলে কিম্বা যাহাতে আটাল ইষ্টাম্প ব্যবহার করিবার অনুমতি হয় এমত অন্য কোন দলীল কি পত্র কি লিপি করিয়া তাহাতে আটাল ইষ্টাম্প দিলে যদি পূর্ব্বোক্ত মতে সেই ইষ্ট্যাম্প প্রকৃতভাবে অকর্ম্মণ্য না করেন, তবে তাঁহার একশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

(১) "ভারতবর্ষের ব্রিটনীয় দেশ" এই কথামাত্রেই ভারত বর্ষের আরো উত্তম রূপে কর্ত্তৃত্ব করিবার আইন নামে মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২১ ও ২২ বৎসরের আইনের ১০৬ অধ্যায়ক্রমে যে সকল দেশ শ্রীশ্রীমতির প্রতি বর্ত্তে সেই সকল দেশ বুঝাইবে।

(২) "দলীল" এই শব্দমাত্রেই দলীলের ভাবের যে কোন পত্র হয়, তাহাতে মোহর দেওয়া যাউক কি না যাউক সেই পত্র বুঝাইবে।

(৩) "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দমাত্রেই ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজ ও ইষ্ট্যাম্প করা অন্য যে দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে।

[বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতির ইষ্ট্যাম্পের কথা।]

৯ ধারা। * বিদেশীয় বিল অফ এক্সচেঞ্জের (১) যে মাসুল এই আইনক্রমে ধার্য্য হইয়াছে সেই মাসুল ভারতবর্ষের ব্রিটনীয় দেশের (২) অন্তর্গত স্থানে লিখিত যে বিলের টাকা ঐদেশের বহির্ভূত স্থানে দেওয়া যাইবে, তাহার উপরও লাগিবে, ও ভারতবর্ষস্থ ব্রিটনীয়দেশের বহির্ভূতস্থানে যে বিল লেখা যায় তাহার টাকা যে কোন স্থানে প্রাপ্য হয় যদি উক্ত দেশের অন্তর্গত স্থানে তাহা স্বীকার ও ইণ্ডার্স হয় কি হস্তান্তর করা যায় কি তাহার টাকা দেওয়া যায় কি প্রকারান্তরে বিক্রয়াদি হয় তবে তাহার উপরও সেই মাসুল লাগিবে। ও ভারতবর্ষস্থ ব্রিটনীয় দেশের বহির্ভূত কোন স্থানে লিখিত বিলের উপর যে মাসুল উক্ত প্রকারে ধার্য্য হয় সেই মাসুলের আটাল ইষ্ট্যাম্প(৩) পশ্চাৎ লিখিত আজ্ঞামতে সেই বিলে বসান যাইতে পারিবে।

[বিদেশের লিখিত বিলের মত যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা এই আইনের কার্য্য হেতুক বিদেশ লিখিত বিল স্বরূপ জ্ঞান হইবার কথা।]

১০ ধারা। যে প্রত্যেক বিল অফ এক্সচেঞ্জের মর্ম্ম দ্বারা বোধ হয় যে তাহা ভারতবর্ষস্থ ব্রিটনীয় দেশের বহির্ভূত কোন স্থানে লেখা হইয়াছে তাহা এই আইনের অভিপ্রায়ার্থ ভারতবর্ষস্থ ব্রিটনীয় দেশেরবহির্ভূত স্থানের লিখিত বিদেশীয় বিল অফ এক্সচেঞ্জ স্বরূপ জ্ঞান হইবে ও যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা উক্ত দেশের মধ্যে লেখা গিয়া থাকে, তথাপি তাহার উপর বিদেশীয় বিলের ইষ্ট্যাম্পের মাসুল লাগিবে।

[ব্রিটনীয় দেশের বহির্ভূত স্থানে লিখিত বিল যাঁহার নিকটে থাকে তাঁহার তাহা বিক্রয়াদি করণের পূর্ব্বে আটাল ইষ্ট্যাম্প বসাইবার কথা ও ইষ্ট্যাম্প না বসাইয়া কিম্বা সেই ইষ্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য না করিয়া ঐ বিল বিক্রয়াদি করণের দণ্ডের কথা।]

১১ ধারা। ভারতবর্ষস্থ ব্রিটনীয় দেশের বহির্ভূত স্থানে লিখিত যে বিল অফ এক্সচেঞ্জে এই আইনের আজ্ঞাক্রমে উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প বসান না থাকে সেই বিল একই হউক কিম্বা দুই কি ততোধিক কেতার মধ্যে এক হউক এমত কোন বিল যে ব্যক্তির নিকটে থাকে তিনি তাহা স্বীকার হইবার জন্যে কি তাহার টাকা

* এই পুস্তকের শেষ ভাগে মুদ্রিত ইষ্ট্যাম্পবিষয়ক রেবিনিউ বোর্ডের নিয়মাবলী দৃষ্টি কর।

(১) "বিল অফ এক্সচেঞ্জ" এই শব্দ মাত্রেই হুণ্ডী কি সেই প্রকারের অন্য কোন দলীল বুঝাইবে।

(২) "ভারতবর্ষের ব্রিটনীয় দেশ" এই কথা মাত্রেই ভারতবর্ষের আরো উত্তমরূপে কর্ত্তৃত্ব করিবার আইন নামে মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২১ ও ২২ বৎসরের আইনের ১০৬ অধ্যায়ক্রমে যে সকল দেশ শ্রীশ্রীমতির প্রতি বর্ত্তে সেই সকল দেশ বুঝাইবে।

(৩) "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দমাত্রেই ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজ ও ইষ্ট্যাম্প করা অন্য যে দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে।

আদায়ের জন্যে উপস্থিত কি ইণ্ডার্শ কি হস্তান্তর কিম্বা কোন প্রকারে বিক্রয়াদি করণের পূর্ব্বে, তাহাতে উপযুক্ত আটাল ইষ্টাম্প বসাইবেন, অর্থাৎ সেই বিলের এক কেতামাত্র হইলে তাহা যত টাকার হয় তত টাকার উপর এই আইনমতে যত মাসুল ধার্য্য হইয়াছে সেই মাসুলের উপযুক্ত ইষ্টাম্প বসাইবে ও যেব্যক্তি সেই বিল স্বীকার হইবার জন্যে কি তাহার টাকা আদায়ের জন্যে উপস্থিত করেন কি ইণ্ডার্শ কি হস্তান্তর কিম্বা কোন প্রকারে বিক্রয়াদি করেন তিনি আপনার হস্ত কি জিম্মা কি ক্ষমতা হইতে ঐ বিল হস্তান্তর করণের পূর্ব্বে, আপনার ইণ্ডার্শের লিখন স্বরূপে ঐ বিলের আড়ে আপন নাম কি আপন কুঠীর নাম লিখিয়া ও যে সালের যে মাসের যে তারিখে তাহা লেখেন,সেই সাল ও মাস (১) ও তারিখ লিখিয়া অথবা যে মোহর কি চিহ্নব্যবহার করিয়া থাকেন তাহা তাহাতে কি তাহার আড়ে ছাপাইয়া, উক্ত আটাল ইষ্টাম্প অকর্ম্মণ্য করিবেন, কিম্বা সেই ইষ্টাম্প ব্যবহার হইয়াছে ইহা যাহাতে দৃষ্ট হয় ও সেই ইষ্ট্যাম্প যাহাতে পুনরায় ব্যবহার হইতে না পারে, এমতে তাহা অকর্ম্মণ্য করিবেন। ও পূর্ব্বোক্তমতের আটাল ইষ্টাম্প যাহাতে বসান না থাকে পূর্ব্বোক্ত এমত কোন বিল যদি কোন ব্যক্তি স্বীকার হইবার কি তাহার টাকা আদায়ের জন্যে উপস্থিত করেন কি স্বীকার করেন কি তাহার টাকা দেন কি ইণ্ডার্শ কি হস্তান্তর কিম্বা কোন প্রকারে বিক্রয়াদি করেন কিম্বা এই আইনের আজ্ঞাক্রমে যে ব্যক্তির পূর্ব্বোক্তমতের ঐ ইষ্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য করা কর্ত্তব্য তিনি যদি তাহা করিতে স্বীকার না করেন কি ত্রুটি করেন, তবে তদ্রূপ কোন স্থলের অপরাধি প্রত্যেক ব্যক্তি এই আইনের ৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের যোগ্য হইবেন। ও যদি কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতের কোন বিল টাকার পরিশোধে কি প্রতিভূস্বরূপে কিম্বা ক্রয় করিয়া কি প্রকারান্তরে অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে লন কি গ্রহণ করেন, ও তাহা গ্রহণের কি লওনের সময়ে যদি তাহাতে পূর্ব্বোক্তমতের ইষ্ট্যাম্প(২) বসান না থাকে ওসেই ইষ্ট্যাম্প পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্টমতে অকর্ম্মণ্য না করা যায় তবে সেই ব্যক্তির ঐ বিলের টাকা প্রাপণের অধিকার থাকিবে না, ও তিনি কোনকার্য্যের নিমিত্তে সেই বিল ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

টীকা।—"৩ ধারামতে নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের যোগ্য হইবে"। অর্থাৎ উক্ত প্রকারের অপরাধি প্রত্যেক ব্যক্তির একশত টাকার অনধিক দণ্ড হইবে কিম্বা উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্পের মূল্য যত দেওয়া হইয়াছে তাহার দশগুণ যদি একশত টাকার অনধিক হয় তবে সেই দশগুণের অর্থদণ্ড হইবে যদি কোন স্থলে এই আইনেতে ততোধিক অর্থদণ্ড ধার্য্য হয় তবে তাহার এই অধিক দণ্ড দিতে হইবে।

(১) "মাস" এই শব্দমাত্র ইংলণ্ডীয় পঞ্জিকামতে মাস বুঝাইবে।

(২) "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দমাত্রেই ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজ ও ইষ্ট্যাম্প করা অন্য যে দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে।

[যে বিলের তিন কেতা লেখা হইবার ভাবোদয় হয় তাহার সেই তিন কেতা লেখা না গেলে তাহার দণ্ডের কথা।]

১২ ধারা।—যে বিল অফ এক্সচেঞ্জের (১) মর্ম্ম দ্বারা বোধ হয় যে তাহার দুই কি ততোধিক কেতা লেখা গেল, এমত কোন বিল যদি ভারতবর্ষস্থ (২) ব্রিটনীয় দেশের অন্তর্গত স্থানে কোন ব্যক্তি লেখেন, কিন্তু ঐ বিলের মর্ম্ম দ্বারা যত কেতা লেখা হওয়া বোধ হয় তত্তই কেতা যদি এই আইনের নির্দ্দিষ্ট উপযুক্ত মূল্যের (৩) ইষ্ট্যাম্প করা কাগজে তৎকালে না লেখেন, তবে তাহার এক হাজার টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবেক।

[বিল অফ এক্সচেঞ্জে যে তারিখে লেখা যায় তাহার পশ্চাৎ দিনের তারিখ দিবার দণ্ডের কথা।]

১৩ ধারা।—যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট মাসুল না দিবার অভিপ্রায়ে, কোন বিল অফ এক্সচেঞ্জ, যে তারিখে করা কি লেখা গিয়াছিল তাহার পশ্চাৎ কোন দিনের তারিখ তাহাতে দেন, কিম্বা ঐ বিলেতে পশ্চাৎ কোন দিনের তারিখ দেওয়া গিয়াছে জানিয়া যদি কোন ব্যক্তি সেই বিল লন কি গ্রহণ করেন, কিম্বা স্বীকার করেন কি তাহার টাকা দেন কি তাহা ইণ্ডোর্স কি হস্তান্তর কি কোনমতে বিক্রয়াদি করেন, তবে তদ্রূপ অপরাধি প্রত্যেক ব্যক্তির পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবেক।

[লিপিতে অনুপযুক্ত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প থাকিলে তাহার ফলের কথা ও বর্জ্জিত কথা।]

১৪ ধারা।—এই আইনেতে প্রকারান্তরের বিধান যে স্থলে হইয়াছে সেই স্থল ভিন্ন এই আইনের ২ ধারাক্রমে যে দলীলের (৪) কি পত্রের কি লিপির উপর ইষ্ট্যাম্প (৫) লাগিতে পারে, সেই দলীলের কি পত্রের কি লিপির যে মূল্যের ইষ্ট্যাম্প এই আইনের পূর্ব্বোক্ত A চিহ্নিত তফসীলে উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার ন্যূনমূল্যের ইষ্ট্যাম্পের কাগজে যদি লেখা যায় কিম্বা তাহাতে আটাল ইষ্ট্যাম্প বসাইবার অনুমতি থাকিলে যদি তাহাতে ন্যূন মূল্যের ইষ্ট্যাম্প বসান যায়, তবে তাহা রাজকীয় চার্টর দ্বারা কি প্রকারান্তরের স্থাপিত কোন আদালতে, কোন দেওয়ানী মোকদ্দমা

(১) "বিল অফ এক্সচেঞ্জ" এই শব্দমাত্রেই হুণ্ডী কি সেই প্রকারের অন্য কোন দলীল বুঝাইবে।

(২) "ভারতবর্ষের ব্রিটনীয় দেশ" এই কথামাত্রেই ভারত বর্ষের আরো উত্তম রূপে কর্ত্তৃত্ব করিবার আইন নামে মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২১ ও ২২ বৎসরের আইনের ১০৬ অধ্যায়ক্রমে যে সকল দেশ শ্রীশ্রীমতির প্রতি বর্ত্তে সেই সকল দেশ বুঝাইবে।

(৩) "ইষ্ট্যাম্পের মূল্য" এই শব্দমাত্রেই যত টাকা কি আনা অঙ্ক কি অক্ষরদ্বারা উক্ত প্রকারের কাগজে কি অন্য দ্রব্যেতে নিয়মিত রূপে ছাপা থাকে তাহা বুঝাইবে।

(৪) "দলীল" এই শব্দমাত্রেই দলীলের ভাবের যে কোন পত্র হয়, তাহাতে মোহর দেওয়া যাউক কি না যাউক সেই পত্র বুঝাইবে।

(৫) "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দমাত্রেই ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজ ও ইষ্ট্যাম্প করা অন্য যে দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে।

ঘটিত কার্য্যেতে কোন অধিকার কি নিবন্ধন সৃষ্ট কি হস্তান্তর কি লোপ করণ পত্রের ন্যায় কিম্বা প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবেক না। ও তদ্রূপ কোন আদালত কিম্বা রাজকীয় কোন কার্য্যকারক ঐ দলীল প্রভৃতির নিয়মানুসারে কার্য্য করাইবেন না, ও তাহা কোন রাজকীয় আফিসে রেজিস্টর হইবে না, ও রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের স্বাক্ষরক্রমে সিদ্ধি করা যাইবে না। কিন্তু যে দলীলের কি পত্রের কি লিপির উপর ইষ্ট্যাম্পের মাসুল ধার্য্য হইয়াছে, তাহাতে এই আইনের আজ্ঞামতের ইষ্ট্যাম্প(১) ছাপা কি বসান না গেলেও, সেই দলীল প্রভৃতি ফৌজদারী মোকদ্দমা ঘটিত কোন কার্য্যেতে প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবেক।*

[কোন দলীলে অবধানতাক্রমে উপযুক্ত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প না দেওয়া গেলে তাহা ছয় সপ্তাহের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে আনা গেলে ও ইষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মূল্য ও অর্থদণ্ড দেওয়া গেলে তাহাতে উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প বসাইবার কথা ও অর্থদণ্ড ক্ষমা হইবার কথা।]

১৫ ধারা। ১ প্রকরণ।—এই আইনের ২ ধারাক্রমে যাহা ইষ্ট্যাম্প কাগজে(২) লিখিত হয়, এমত কোন দলীল (৩) কি পত্র কি লিপি যদি উপযুক্ত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা না যায়, তবে সেই দলীল প্রভৃতি উপযুক্ত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিবার যে ত্রুটি কি চুক হয়, তাহা সেই দলীল কি পত্র কি লিপির উপর এই আইনের নির্দ্ধারিত ইষ্ট্যাম্পের মাসুল না দেওয়ার ইচ্ছাতে কিম্বা প্রকারান্তরে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য হরণ করিবার অভিপ্রায়ে হয় নাই, ইহা যদি জিলার ইষ্ট্যাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেব হৃদ্বোধমতে জানেন, তবে ইষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মূল্যের (৪) টাকা দেওয়া গেলে অথবা সেই দলীল কি পত্র কি লিপি যদি ন্যূন মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা গিয়া থাকে, তবে ইষ্ট্যাম্পেরযত মূল্য দেওয়া গিয়াছে তাহা বাদ দিয়া অবশিষ্ট মূল্য দেওয়া গেলে এবং ঐ মূল্য সম্পূর্ণ করিবার জন্যে যত দিতে হয় তাহার দ্বিগুণ দণ্ড স্বরূপে দেওয়া গেলে, কালেক্টর সাহেব সেই দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প বসাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে সেই দলীল কি পত্র কি লিপি যে তারিখে করা যায় সেই তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প বসাইবার কি ছাপাইবার নিমিত্তে কালেক্টর

* ১৮৬১ সালের ২৫ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ১০ দফার ৩য়, প্রকরণ দেখ, তাহাতে যে সকল অপরাধে পোলীসের কর্ম্মকারকেরা বিনা পরওয়ানায় গ্রেপ্তার করিতে পারেন না সেই অপরাধের নালীশে ১ টাকার ইষ্ট্যাম্প দেওনের বিধান হইয়াছে।

(১) "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দমাত্রেই ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজ ও ইষ্ট্যাম্প করা অন্য যে দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে।

(২) "কাগজ" এই শব্দ মাত্রেই পার্চ্চমেণ্ট কি বেলম কি তদ্রূপের অন্য দ্রব্য গণ্য হইবে।

(৩) "দলীল" এই শব্দমাত্রেই দলীলের ভাবের যে কোন পত্র হয়, তাহাতে মোহর দেওয়া যাউক কি না যাউক সেই পত্র বুঝাইবে।

(৪) "ইষ্ট্যাম্পের মূল্য" এই শব্দ মাত্রেই যত টাকা কি আনা অঙ্ক কি অক্ষর দ্বারা উক্ত প্রকারের কাগজে কি অন্য দ্রব্যেতে নিয়মিত রূপ ছাপা থাকে তাহা বুঝাইবে।

সাহেবের নিকটে উপস্থিত করা যায়। সেই দলীল কি পত্র কি লিপি উপযুক্ত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে (১) লিখিবার যে ত্রুটি কি চুক, তাহা অত্যাবশ্যকস্থলে কি অনিবার্য্য কোন ঘটনা প্রযুক্ত হইয়াছে অন্য কারণে নয়, ইহা যদি কালেক্টর সাহেব স্ববোধমতে জানিতে পান তবে তিনি এই ধারার নির্দ্দিষ্ট অর্থদণ্ড ক্ষমা করিতে পারিবেন। *

[ইষ্ট্যাম্প বিনা কি ন্যূন মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা হইয়া যদি লিখিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের পরে কিন্তু চারি মাসের মধ্যে আনা যায়, কিম্বা চারি মাসের পরে আনা যায়, তবে তাহার দণ্ডের কথা।]

২ প্রকরণ। এই আইনের ২ ধারামতে যাহা ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হয়, এমত কোন দলীল কি পত্র কি লিপি যদি ইষ্ট্যাম্প (২) বিনা কি ন্যূন মূল্যের ইষ্ট্যাম্পকাগজে লেখা যায়, ও যদি তাহা লিখিবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের পরে কিন্তু ঐ তারিখ অবধি চারি মাসের মধ্যে উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প বসাইবার জন্যে উক্ত কালেক্টর সাহেবের নিকটে আনা যায়, তবে ঐ দলীল কি পত্র কি লিপি উপযুক্ত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিবার যেত্রুটি কি চুক হয়, তাহা সেই দলীল কিপত্র কি লিপির উপর এই আইনের নির্দ্ধারিত ইষ্ট্যাম্পের মাসুল না দেওয়ার ইচ্ছাতে, কিম্বা প্রকারান্তরে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য হরণ করিবার অভিপ্রায়ে হয় নাই ইহা যদি কালেক্টরসাহেব স্ববোধমতে জানিতে পান, তবে ইষ্ট্যাম্পের মাসুল পূরণার্থে উপযুক্ত টাকা দেওয়া গেলে, ও সেই মাসুল পূরণার্থ উপযুক্ত টাকার তিন গুণ অর্থদণ্ড স্বরূপে দেওয়া গেলে, ঐ কালেক্টর সাহেব সেই দলীলে (৩) কি পত্রে কি লিপিতে উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প বসাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। সেই দলীল কি পত্র কি লিপি লিখিবার তারিখ অবধি চারি মাস(৪) গত হইলে পর যদি উক্ত কালেক্টর সাহেবের নিকটে আনা যায় তবে ইষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাসুল পূরণার্থে যত টাকা দিতে হয়, তাহা দেওয়া গেলে ও সেই মাসুল পূরণার্থ উপযুক্ত টাকার বিশ গুণ দণ্ড স্বরূপে দেওয়া গেলে, তাহাতে উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প ছাপাইবার আজ্ঞা হইতে পারিবে।

[দণ্ডের টাকা দেওয়া গেলে পর ইষ্ট্যাম্প বিনা কি অনুপযুক্ত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা ঐ দলীল প্রভৃতিতে ইষ্ট্যাম্প দেওয়া কর্ত্তব্য কি না ইহা কালেক্টর সাহেবের নিষ্পন্ন করিবার কথা।]

৩ প্রকরণ। ইহার পূর্ব্বে লিখিত ২ প্রকরণের উল্লিখিত যে দলীল কি পত্র কি লিপি ইষ্ট্যাম্প বিনা কি ন্যূন মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা যায় তাহাতে উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প

* এই পুস্তকের শেষভাগে মুদ্রিত ইষ্ট্যাম্প বিষয়ক রেবিনিউ বোর্ডের বিধির ১ ও ২ নম্বরের বিধি দেখ।

(১) "কাগজ" এই শব্দ মাত্রেই পার্চমেণ্ট কি বেলম কি তদ্রূপের অন্য দ্রব্য গণ্য হইবে।

(২) "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দমাত্রেই ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজ ও ইষ্ট্যাম্প করা অন্য যে দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে।

(৩) "দলীল" এই শব্দমাত্রেই দলীলের ভাবের যে কোন পত্র হয়, তাহাতে মোহর দেওয়া যাউক কি না যাউক সেই পত্র বুঝাইবে।

(৪) "মাস" এই শব্দমাত্রেই ইংলণ্ডীয় পঞ্জিকামতে মাস বুঝাইবে।

বসাইতে হইবেক কি না ইহা নির্দ্ধার্য্য করা জিলার ইষ্ট্যাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

[কোন দলীল প্রভৃতিতে উপযুক্ত বলিয়া কত টাকার ইষ্ট্যাম্প বসাইতে হইবে, তাহা ইহার পূর্ব্বের পূর্ব্বের ধারামতে কালেক্টর সাহেবের নিরূপণ করিবার কথা।]

৪ প্রকরণ। কোন দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে উপযুক্ত বলিয়া যত টাকার ইষ্ট্যাম্প (১) এই ধারামতে বসাইতে হইবেক এই বিষয়ে যদি কোন সন্দেহ থাকে তবে সেই দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে যেমূল্যের(২) ইষ্ট্যাম্পবসাইতে হইবেক তাহা জিলার ইষ্ট্যাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেব নির্দ্ধার্য্য করিবেন।

টীকা।—এই বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের "আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবেক ও তাহার উপর আপীল হইতে পারিবেক না" ইহার অন্যান্য কথার বিষয়ে ৩৫ ধারা দেখ।

[কোন২ স্থলে উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প বসাইবার আজ্ঞা করিতে রেবিনিউ বোর্ড প্রভৃতির ক্ষমতার কথা।]

৫ প্রকরণ। এই ধারার উল্লিখিত কোন স্থলে যদি রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবেরা কিম্বা রাজস্বের তত্ত্বাবধারণকারি প্রধান কার্য্যকারক সাহেব দেখিতে পান যে ইষ্ট্যাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কোন কালেক্টর সাহেব কোন দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে অনুপযুক্ত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প বসাইবার আজ্ঞা করিয়াছেন তবে সেই ইষ্ট্যাম্প তৎকাল পর্য্যন্ত বসান না গেলে ঐ বোর্ড কি উক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে সেই দলীল (৩) কি পত্র কি লিপি যে ব্যক্তির হয় তিনি ইষ্ট্যাম্পের মাসুলের উপযুক্ত টাকা দিলে ও তাহার এই ধারার প্রথম কি দ্বিতীয় প্রকরণমতে যত দণ্ড দিতে হয় তাহা দিলে পর, সেই দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প বসান যায়।

[এই ধারামতে দণ্ড লঘু কি প্রতিদান করিবার কথা।]

৬ প্রকরণ। রেবিনিউ বোর্ডের নিকটে কি রাজস্বের তত্ত্বাবধারক প্রধান অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে দরখাস্ত হইলে তাহারা কি তিনি এই ধারামতের নির্দ্ধারিত কোন দণ্ড লঘু করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন কিম্বা যদি সেই দণ্ড দেওয়া গিয়া থাকে তবে তাহার সমুদয় কি কোন অংশ ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

নজীর।—"...কোন অংশ ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারেন" পরন্তু মোকদ্দমা নন্‌সুট হওনের স্থলে ফেরত দেওয়া যায়না। ......যে মোকদ্দমায় নন্‌সুটের হুকুম হইয়াছে তাহাতে আরজীর ইষ্ট্যাম্পে কেবল অংশ ফেরত দেওন পক্ষে কোন বিধি নাই। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৫৩ সালের ইংরাজী নজীর বহীর ৬৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কাশীকান্ত আচার্য্য দরখাস্তকারীর মোকদ্দমা।

(১) "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দমাত্রেই ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজ ও ইষ্ট্যাম্প করা অন্য যে দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে।

(২) "ইষ্ট্যাম্পের মূল্য" এই শব্দ মাত্রেই যত টাকা কি আনা অঙ্ক কি অক্ষর দ্বারা উক্ত প্রকারের কাগজে কি অন্য দ্রব্যেতে নিয়মিত রূপে ছাপা থাকে তাহা বুঝাইবে।

(৩) "দলীল" এই শব্দমাত্রেই দলীলের ভাবের যে কোন পত্র হয়, তাহাতে মোহর দেওয়া যাউক কি না যাউক সেই পত্র বুঝাইবে।

[ইহার পূর্ব্বের ধারামতে যে ইষ্ট্যাম্প বসান যায়, তাহাই উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প জ্ঞান হইবার কথা।]

১৬ ধারা।—ইহার পূর্ব্বের ধারামতে যে ইষ্ট্যাম্প(১) বসান যায় তাহা সকল আদালতে ঐ২ দলীলের কি পত্রের কি লিপির এই আইনের আজ্ঞামতে উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প বলিয়া জ্ঞান হইবে।

[১৭ ধারার উল্লিখিত স্থলে দেওয়ানী আদালতে ইষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাসুল দণ্ড দেওয়া গেলে ইষ্ট্যাম্প বিনা কি ন্যূন মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা দলীল প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইতে পারিবার কথা।]

১৭ ধারা।—১ প্রকরণ। এই আইনের ১৫ ধারামতে যে স্থলে ইষ্ট্যাম্প বসান যাইতে পারে এমত কোন স্থলে কোন দলীল কি পত্র কি লিপি এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্ধারিত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে(২) না করা গেলেও যদি দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করা যায়, তবে ইষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মাসুল ও অর্থদণ্ড উক্ত ধারানুসারে উক্ত আদালতে দেওয়া গেলে, সেই দলীল (৩) কি পত্র কি লিপি ঐ আদালতে প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক। ইষ্ট্যাম্পের কত মাসুল উপযুক্ত হয় তাহা ঐ আদালত নির্দ্ধার্য্য করিবেন, ও সেই বিষয়ে সেই আদালতে নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক।

[ইহার পূর্ব্বের প্রকরণ মতে টাকা দেওয়া গেলে, যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।]

২ প্রকরণ। উক্ত প্রকারের টাকা যে দেওয়া গেল, ও যত টাকা দেওয়া যায়, এই কথা আদালতে রাখা এক বহিতে লিখিতে হইবে ও সেইকথা সেই দলীলের কি পত্রের কি লিপির পৃষ্ঠেও লেখা যাইবেক, ও তাহাতে আদালত স্বাক্ষর করিবেন। কোন আদালত উক্ত প্রকারের টাকা প্রাপ্ত হইলে প্রতি মাসের (৪) শেষে তাহার রিপোর্ট জিলার ইষ্ট্যাম্পদ্বারা উৎপন্নরাজস্বের কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন ও তাহার মধ্যে যত টাকা দণ্ডস্বরূপ ও যত টাকা মাসুল বলিয়া পান, তাহা বিশেষ করিয়া লিখিবেন ও মোকদ্দমার নম্বর ও খ্যাতি ও যে পক্ষের স্থানে ঐ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, ও সেই দলীলে তারিখ লেখা থাকিলে সেই তারিখ ও সেই দলীল চিনিবার জন্যে তাহার মর্ম্মও লিখিবেন। ও সেই আদালত উক্ত প্রকারের প্রাপ্ত টাকা ঐ কালেক্টর সাহেবকে, কিম্বা সেই টাকা গ্রহণার্থে তিনি অন্য যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তাহাকে দিবেন। পূর্ব্বোক্তমতের পৃষ্ঠে লিখিত কথা সম্বলিত উক্ত দলীল কি পত্র কি লিপি উক্ত কালেক্টর সাহেবের কি উপযুক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে উপস্থিত করা গেলে,

(১) "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দমাত্রেই ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজ ও ইষ্ট্যাম্প করা অন্য যে দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে।

(২) "কাগজ" এই শব্দ মাত্রেই পার্চ্চমেন্ট কি বেলম কি তদ্রূপের অন্য দ্রব্য গণ্য হইবে।

(৩) "দলীল" এই শব্দেতে দলীলের ভাবের যে কোন পত্র হয়, তাহাতে মোহর দেওয়া যাউক কি না যাউক সেই পত্র বুঝাইবে।

(৪) "মাস" এই শব্দ মাত্রেই ইংরাজীয় পঞ্জিকামতে মাস বুঝাইবে।

মাসুলের নিমিত্ত যত টাকা আদালতে দেওয়া গিয়াছে তত টাকার ইষ্ট্যাম্প তিনি সেই দলীল প্রভৃতিতে বসাইবেন। কালেক্টর সাহেবকে যে অর্থদণ্ড দেওয়া যায় তাহার ন্যূন করিবার কি দিবার যেং বিধান এই আইনের ১৫ ধারার ৬ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা এই ধারামতে আদালতে দেওয়া অর্থদণ্ডের বিষয়েতে বর্ত্তিবে।

[ইষ্ট্যাম্প বিনা কি ন্যূন মূল্যের ইষ্ট্যাম্প করা দলীল প্রভৃতিতে কেবল পূর্ব্বোক্তমতে ইষ্ট্যাম্প বসাইবার কথা।]

১৮ ধারা।—কোন দলীল(১) কি পত্র কি লিপি যদি ইষ্ট্যাম্প বিনা কি ন্যূন মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে (২) লেখা যায়, তবে তাহাতে স্বাক্ষর করা গেলে পর কোন সময়ে কেবল ইহার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্টমতে ইষ্ট্যাম্প দেওয়া যাইতে পারিবে।

[১৫ ও ১৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন দলীলে বসাইবার ইষ্ট্যাম্পের উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণের কথা।]

১৯ ধারা।—এই আইনের ১৫ ও ১৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন কোন স্থলে কোন দলীলের কি পত্রের কি লিপির যে মূল্যের(৩) উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প হইবেক, এইবিষয়ে যদি কোন ব্যক্তির কোন সন্দেহ থাকে, তবে তিনি সেই বিষয়ে নিরূপণ হইবার জন্য সেই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ জিলার ইষ্ট্যাম্প(৪) হইতে উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের দ্বারা কিম্বা একেবারে রেবিনিউ বোর্ডের কিম্বা রাজস্বের তত্ত্বাবধারণকারি প্রধান কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে প্রার্থনা করিবেন ও তৎকালে ১০ টাকা রসুমও দিবেন। তাহা হইলে ঐ দলীল কি পত্র কি লিপি যত টাকার ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক, তাহা উক্ত বোর্ড কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব নির্দ্ধারণ করিবেন। ও সেই টাকা দেওয়া গেলে তাহারা কি তিনি সেই দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে উক্ত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প বসাইবেন। ও ইষ্ট্যাম্প নিরূপণার্থ রসুমের টাকা দেওয়া গিয়াছে, ইহার নিদর্শন স্বরূপে অন্য এক ইষ্ট্যাম্প বসাইবেন। উক্ত প্রকারে ইষ্ট্যাম্প করা দলীল কি পত্র কি লিপি উপযুক্তমতে ইষ্ট্যাম্প হইয়াছে বলিয়া সকল আদালতে প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবেক।

[ইষ্ট্যাম্প হইবার জন্যে দলীল প্রভৃতি পাঠাইবার ব্যয় যাহাদের দিতে হইবেক তাহার কথা।]

২০ ধারা। *—এই আইনের ইহার পূর্ব্বে লিখিত কোন ধারাক্রমে যে কোন দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে ইষ্ট্যাম্প বসান প্রয়োজন হয়, তাহা ডাকযোগে প্রেরণ করিবার

---

* এই পুস্তকের শেষভাগে মুদ্রিত ইষ্ট্যাম্প বিষয়ক রেবিনিউ বোর্ডের বিধির ৬ষ্ঠ, পরিচ্ছেদের ৩ নম্বর দেখ।

(১) "দলীল" এই শব্দ মাত্রেই দলীলের ভাবের যে কোন পত্র হয় তাহাতে মোহর দেওয়া যাউক কি না যাউক সেই পত্র বুঝাইবে।

(২) "কাগজ" এই শব্দ মাত্রেই পার্চ্চমেণ্ট কি বেলম কি তদ্রূপের অন্য দ্রব্য গণ্য হইবে।

(৩) "ইষ্ট্যাম্পের মূল্য" এই শব্দ মাত্রেই যত টাকা কি আনা অঙ্ক কি অক্ষর দ্বারা উক্ত প্রকারের কাগজে কি অন্য দ্রব্যেতে নিয়মিতরূপে ছাপা থাকে তাহা বুঝাইবে।

(৪) "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দমাত্রেই ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজ ও ইষ্ট্যাম্প করা অন্য যে দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে।

ব্যয়, ও তাহা প্রেরণার্থ ডাকঘরে রেজিষ্টর করণের ব্যয়, যে ব্যক্তি ঐ দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে ইষ্ট্যাম্প বসাইবার প্রার্থনা করেন তাহারই সর্ব্বদা দিতে হইবেক।

[দলীল প্রভৃতির হানি কি ক্ষতি হইলে গবর্ণমেণ্টের দায়ী না হইবার কথা।]

২১ ধারা।—কোন দলীল(১) কি পত্র কি লিপি ইষ্ট্যাম্প হইবার জন্যে জিলার ইষ্ট্যাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের জিম্মায় অর্পণ হইলে যদি ঐ দলীল প্রভৃতি কিছু হানি কি ক্ষতি হয়, তবে গবর্ণমেণ্ট তাহার নিমিত্তে দায়ী হইবেন না। ও ইষ্ট্যাম্প ডিপার্টমেণ্টে গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কোন কর্ম্মকারকও তদ্রূপ কোন হানির কি ক্ষতির নিমিত্তে দায়ী হইবেন না। কিন্তু যদি সেই কর্ম্মকারক ইচ্ছাপূর্ব্বক কি প্রতারণাক্রমে কিম্বা গুরুতর অবধানতাক্রমে ঐ হানি কি ক্ষতি জন্মান, তবে তিনি দায়ী হইবেন।

[১৫ ও ১৭ ধারার বিধান বিল অফ একস্‌চেঞ্জ প্রভৃতির উপর না বর্ত্তিবার কথা।]

২২ ধারা।*—এই আইনের ১৫ ও ১৭ ধারার বিধান কোন বিল অফ এক্সচেঞ্জের(২) প্রতি কিম্বা টাকা দিবার অন্য প্রকার আর্ডারের প্রতি কি টাকার রসীদের প্রতি খাটিবে না।

[১৫ ও ১৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডে অতিরিক্ত দণ্ড না হওয়ার কথা।]

২৩ ধারা।—কোন ব্যক্তি এই আইনের ১৫ কি ১৭ ধারামতে কোন দণ্ড দিলে পর ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট চুক কি ত্রুটির নিমিত্তে তাহার অধিক কোন দণ্ড হইবে না। ও যদি তদ্রূপ অন্য দণ্ডের আজ্ঞা পূর্ব্বে হইয়া থাকে, তবে যত টাকা দণ্ড হয় তাহা উক্ত ধারামতে কোন দণ্ডের টাকার একাংশ স্বরূপ জ্ঞান হইয়া তাহা হইতে বাদ দেওয়া যাইবেক।

[কোন ব্যক্তি ইষ্ট্যাম্প ভিন্ন কোন ড্রাফট কি আর্ডর পাইলে তাহাতে ইষ্ট্যাম্প বসাইতে পারিবার কথা।]

২৪ ধারা।—যাহার এক আনা মাসুল লাগে টাকা দিবার এমত কোন খাড়া ড্রাফট কি আর্ডর যদি ইষ্ট্যাম্প বিনা কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায়, তবে তিনি তাহাতে উপযুক্ত আটাল ইষ্ট্যাম্প আপনি বসাইয়া এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে তাহা অকর্ম্মণ্য করিতে পারিবেন, ও তাহা করিয়া যে ব্যক্তির ঐ মাসুল দেওয়া উচিত ছিল তাঁহার স্থানে লইতে পারিবেন, কিম্বা ঐ ড্রাফট যত টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তাহা হইতে ঐ মাসুল বাদ দিতে পারিবেন। ও সেই ড্রাফটের (৩) কি আর্ডরের উপর যে ইষ্ট্যাম্প

* এই পুস্তকের শেষভাগে মুদ্রিত ইষ্ট্যাম্প বিষয়ক রেবিনিউ বোর্ডের বিধির ৩ প, ৫ নম্বর দেখ।

(১) "দলীল" এই শব্দ মাত্রেই দলীলের ভাবের যে কোন পত্র হয় তাহাতে মোহর দেওয়া যাউক না যাউক সেই পত্র বুঝাইবে।

(২) "বিল অফ একস্‌চেঞ্জ" এই শব্দ মাত্রেই হুণ্ডী কি সে প্রকারের অন্য কোন দলীল বুঝাইবে।

(৩) "ড্রাফট" এই শব্দ "চ্যাক" শব্দের তুল্যার্থবাচক, কিন্তু ইহাতে দ্রব্য সামগ্রীর মোট ওজন হইতে যাহা বাদ কিম্বা যে টাকা দেওয়া যায় তাহাও বুঝায়।

লাগে তৎসম্পর্কে ঐ ড্রাফট কি আর্ডর উত্তম ও সিদ্ধ হইবেক। কিন্তু ইহাতে ঐ অন্য ব্যক্তির ইষ্ট্যাম্প(১) বিনা উক্ত ড্রাফট কি আর্ডর দেওনেতে যে দণ্ড ঘটে, তাহার দায় হইতে সেই ব্যক্তি মুক্ত নহেন।

[মারিন ইনস্যুরান্সের পালিসীর দুই কেতা লেখা হওয়ার মর্ম্ম প্রকাশ হইলে তাহার কেবল এক কেতা লিখিবার কি গ্রহণ করিবার দণ্ডের কথা।]

২৫ ধারা।—মারীন ইনস্যুরান্সের যে পালিসীর কথা দ্বারা বোধ হয় যে তাহার ২ কেতা লেখা হইয়াছে, এমত কোন পালিসী যদি কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষস্থ ব্রিটনীয় দেশের (২) অন্তর্গত কোন স্থানে করিয়া ঐ পালিসীর যে দুই কেতা লেখা হইবার মর্ম্ম প্রকাশ হয়, সেই দুই কেতা যদি সেই সময়ে এই আইনের আজ্ঞামতে উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প কাগজে(৩) না লেখেন, তবে তদ্রূপ অপরাধি প্রত্যেক ব্যক্তির এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবেক।

[কোন২ স্থলে রফানামা কি রাজিনামা কি সোলেনামা হওয়াতে নালিশের আরজীর যে ইষ্ট্যাম্পের মাসুল লাগে তাহার অর্দ্ধেক ফিরিয়া পাইবার কথা।]

২৬ ধারা।—দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের ৯৮ ধারাতে এই বিধান হইয়াছিল যে " কোন মোকদ্দমা রফানামা কি রাজিনামা কি সোলেনামাক্রমে রফা কি নিষ্পত্তি হইলে, যদি ফরিয়াদী দরখাস্ত লিখিয়া সেই রফানামার কি রাজিনামার কি সোলেনামার মর্ম্ম ব্যক্ত করে ও তাহাতে উভয়পক্ষ প্রবর্ত্ত হইয়াছে কি তাহা করিয়াছে আদালত যদি এই কথা হৃদ্বোধমতে জানিতে পান, তবে ইস্যু নির্ণয় করণের পূর্ব্বে সেই দরখাস্ত দেওয়া গেলে নালিশের আরজির নিমিত্তে যত ইষ্ট্যাম্পের মাসুল দেওয়া গিয়াছিল তাহা সমুদয় কি ইস্যু নির্ণয় হইবার পরে ও কোন সাক্ষিদের সাক্ষ্য লওয়া যাইবার পূর্ব্বে সেই দরখাস্ত দেওয়া গেলে ঐ ইষ্ট্যাম্পের মাসুলের অর্দ্ধেক ফরিয়াদী কালেক্টর সাহেবের স্থানে যে ফিরিয়া পাইতে পারিবে, এই মর্ম্মের সর্টিফিকট আদালত ফরিয়াদীকে দিবেন।" এইক্ষণে সেই মতান্তর হইয়া এই বিধান হইতেছে। ইস্যু নির্ণয় করণের নিমিত্তে মোকদ্দমা তলব হইবার পূর্ব্বে অথবা উক্ত আইনের ৪১ ধারামতে "রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত সুপ্রিমকোর্টের এলাকার সীমারবাহিরে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত সংস্থাপনার্থ ১৮৬০ সালের ৪২ আইনে ৯ ধারাতে * যে মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নিমিত্তে আসামীর নামে শমন জারী হয়, সেই মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য আরম্ভ

* ১৮৬৫ সালের ১১ আইনের ২ ধারামতে রহিত হইয়াছে অতএব উক্ত আইনের ১১ এবং ১৮ ধারা দেখ।

(১) "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দমাত্রেই ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজে ও ইষ্ট্যাম্প করা দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে।

(২) "ভারতবর্ষের ব্রিটনীয় দেশ" এই কথা মাত্রেই ভারতবর্ষের রাজ্য উত্তমরূপে কর্ত্তৃত্ব করিবার আইন নামে মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২১ ও ২২ বৎসরের আইনের ১০৬ অধ্যায়ক্রমে যে সকল দেশ শ্রীশ্রীমতির প্রতি বর্ত্তে সেই সকল দেশ বুঝাইবে।

(৩) "কাগজ" এই শব্দ মাত্রেই পার্চমেণ্ট কি বেলম কি তদ্রূপের অন্য দ্রব্য গণ্য হইবে।

হইবার পূর্ব্বে, যদি সেইরূপ দরখাস্ত দেওয়া যায়, তবে ঐ রফানামাতে কি রাজিনামাতে, কি সোলেনামাতে উভয়পক্ষ প্রকৃতভাবে প্রবর্ত্ত হইয়াছে কি তাহা করিয়াছে আদালত ইহা হৃদ্বোধগতে জানিতে পাইলে, নালিশের আরজির নিমিত্তে ইষ্ট্যাম্পের যে মাসুল দেওয়া গিয়াছে তাহার অর্দ্ধেক ফরিয়াদী কালেক্টর সাহেবের স্থানে ফিরিয়া পাইতে পারিবে এই মর্ম্মের সর্টিফিকট আদালত ফরিয়াদীকে দিবেন। কিন্তু উভয় পক্ষের মধ্যে যে রফা হইয়াছে তাহাতে যদি ডিক্রী হওয়া প্রয়োজন হয় ও ডিক্রীজারীর পরওয়ানা লওয়া যাইতে পারে, তবে কিম্বা আপিলী কোন মোকদ্দমায়, উক্ত প্রকারের কোন সর্টিফিকট দেওয়া যাইবে না।

নজীর।—যদিও প্রতিবাদী ভূমিতে বাদীর স্বত্ব থাকা অস্বীকার করে তথাচ ওয়াসিলাতের মোকদ্দমায় ইষ্টাম্প ওয়াসিলাতের দাবী করা টাকার উপযুক্ত হইলেই আরজির ইষ্ট্যাম্প সম্পূর্ণ হইল। কাদিরবক্স—বং—ওয়াইজ সাহেব। ১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর।

নজীর।—আরজি দাখিল হইলে পর যে দিবসে প্রতিবাদীকে জওয়াব দিবার কারণ হাজির হইতে হইবে সেই দিবসে উভয় পক্ষ আদালতে রাজিনামা সফিনামা দাখিল করে এস্থলে অবধারিত হইল যে ইশু সকল ধার্য্য না হওয়ায় বাদী সম্পূর্ণ ইষ্ট্যাম্প রসুম ফেরৎ পাইতে পারে। বিপ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী—বং—পার্ব্বতী দেবী। ১৮৬৩ সালের ১২ ফিব্রুয়ারি।

[যে লিপিতে স্বেচ্ছামত মূল্যের ইষ্টাম্প বসাইবার অনুমতি হয় সেই লিপিক্রমে যত টাকা আদায় হইতে পারিবে তাহার কথা।]

২৭ ধারা।—কোন২ দলীল কি পত্র কি লিপি স্বেচ্ছামতে যতমূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায়, তাহাই এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলে উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সেই দলীল (১) প্রভৃতির প্রমাণে যত টাকা কোন আদালতে আদায় হইতে পারিবে তাহার বিধি এই। উক্ত অনুমতিক্রমে স্বেচ্ছামতে যত মূল্যের (২) ইষ্টাম্প(৩) কাগজ ব্যবহার হইয়াছে তত মূল্যের কাগজে (৪) লেখা সেই প্রকারের অন্য যে দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে টাকা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত থাকে তাহাতে অত্যধিক যত টাকা নির্দ্দিষ্ট হয় তত টাকা পর্য্যন্ত ঐ দলীল প্রমাণে আদায় হইতে পারিবেক, তাহার অধিক কোন আদালতে আদায় হইতে পারিবে না। ও সেই দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে যত ইষ্ট্যাম্প থাকে সেই ইষ্টাম্প যত টাকার দলীলের উপযুক্ত হয়, তাহার অধিক টাকার নিমিত্তে কোন আদালত ঐ দলীল কি পত্র কি লিপি সিদ্ধ জ্ঞান করিবেন না।

(১) "দলীল" এই শব্দ মাত্রেই দলীলের ভাবের যে কোন পত্র হয় তাহাতে মোহর দেওয়া যাউক না যাউক সেই পত্র বুঝাইবে।

(২) "ইষ্ট্যাম্পের মূল্য" এই শব্দ মাত্রেই যত টাকা কি আনা অঙ্ক কি অক্ষর দ্বারা উক্ত প্রকারের কাগজে কি অন্য দ্রব্যেতে নিয়মিত রূপে ছাপা থাকে তাহা বুঝাইবে।

(৩) "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দমাত্রেই ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজ ও ইষ্ট্যাম্প করা অন্য যে দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে।

(৪) "কাগজ" এই শব্দ মাত্রেই পার্চ্চমেন্ট কি বেলম কি তদ্রূপের অন্য দ্রব্য গণ্য হইবে।

[কোনং আফিডেবিটের উপর ইস্ট্যাম্পের কথা।]

২৮ ধারা।—আদালতে দাখিল কি পাঠ কি ব্যবহার হইবার অব্যবহিত অভিপ্রায়ে যে আফিডেবিট করা যায়, তদ্ভিন্ন যে আফিডেবিট কোন জুষ্টিস অফ দি পীসের কি অন্য কার্য্যকারকের সম্মুখে করা যাইতে পারে, তাহা এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট মূল্যের (১) অন্যূন মূল্যের ইস্ট্যাম্প (২) কাগজে (৩) লেখা না গেলে তিনি তাহা গ্রাহ্য করিবেন না ও তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন না।

[রসীদের ইস্ট্যাম্প প্রভৃতির খরচ যাহার দিতে হইবেক তাহার কথা।]

২৯ ধারা।—কোন ব্যক্তি কোন টাকা প্রাপ্ত হইলে যদি এই আইনমতে ঐ টাকার রসীদে ইস্ট্যাম্প দিবার আজ্ঞা হয় তবে তাঁহাকে আদেশ হইলে তিনি এই আইনের নির্দ্দিষ্ট উপযুক্ত ইস্ট্যাম্প ঐ রসীদে দিবেন, ও সেই ইস্ট্যাম্পের খরচ তাহার দিতে হইবে। যদি দিতে স্বীকার না করেন, তবে তাঁহার এক শত টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে। ভারতবর্ষস্থ ব্রিটনীয় দেশের অন্তর্গত স্থানে কোন ব্যাঙ্কের কি অন্য ব্যক্তির উপর যে কোন বিল অফ এক্সচেঞ্জ (৪) (অর্থাৎ হুণ্ডী) কি লেটর অফ ক্রেডিট (অর্থাৎ বরাৎ চিঠী) কি ড্রাফট (৫) কি চ্যাক (৬) কিম্বা (এক কি ততোধিক সাক্ষির স্বাক্ষরযুক্ত কোন খৎ কি পত্র কি লিপি ভিন্ন) টাকা দিবার যে কোন প্রমিসরি নোট অর্থাৎ অঙ্গীকার পত্র, (কি অন্য আর্ডর) অর্থাৎ আজ্ঞা কি নিবন্ধনকরা যায় কি লেখা যায়, তাহাতে যে ইস্ট্যাম্প দিতে হইবে সেই ইস্ট্যাম্পের খরচ যে ব্যক্তি ঐ দলীল করেন কি লেখেন তাহারই দিতে হইবে।

কলিকাতা হাইকোর্টের দেওয়ানী পক্ষের ১৮৬৫ সালের ২২ নম্বর সরক্যুলর অর্ডর।

যে টাকা আমানৎ করা গিয়াছে তাহার কোন টাকা মোকদ্দমার পক্ষ ব্যক্তিদিগকে ফিরিয়া দিলে তাহাদের স্থানে টিকিট বসান রসীদ গ্রহণ বিষয়ে মফঃসলের দেওয়ানী আদালত সকলের মধ্যে প্রথার বড় অনৈক্য আছে, হাইকোর্ট এমত বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়াছেন, অতএব

(১) "ইস্ট্যাম্পের মূল্য" এই শব্দ মাত্রেই যত টাকা কি আনা অঙ্ক কি অক্ষর দ্বারা উক্ত প্রকারের কাগজে কি অন্য দ্রব্যেতে নিয়মিত রূপে ছাপা থাকে তাহা বুঝাইবে।

(২) "ইস্ট্যাম্প" এই শব্দমাত্রেই ইস্ট্যাম্প করা কোন কাগজ ও ইস্ট্যাম্প করা অন্য যে দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে।

(৩) "কাগজ" এই শব্দ মাত্রেই পার্চমেন্ট কি বেলম কি তদ্রূপের অন্য দ্রব্য গণ্য হইবে।

(৪) "বিল অফ এক্সচেঞ্জ" এই শব্দ মাত্রেই হুণ্ডী কি সেই প্রকারের অন্য কোন দলীল বুঝাইবে।

(৫) "ড্রাফ্‌ট" এই শব্দ "চ্যাক" শব্দের তুল্যার্থবাচক, কিন্তু ইহাতে দ্রব্য সামগ্রীর মোট ওজন হইতে যাহা বাদ কিম্বা যে টাকা দেওয়া যায় তাহাও বুঝায়।

(৬) "চ্যাক" ব্যবসায় সম্বন্ধে ইহার অর্থে খাড়া হুণ্ডী কিম্বা বরাৎ চিঠী অর্থাৎ যে লিপিতে কোন মহাজন প্রভৃতির কিম্বা কোন ব্যাঙ্কের ধনরক্ষকের উপর দৃষ্টিমাত্রে দেয়, (হুণ্ডীদর্শিনী) কিম্বা নিয়মিত কালের অবসানে প্রদেয়, (হুণ্ডী মিয়াদী) টাকা প্রদানের আদেশ লিখিত থাকে তাহা ব্যক্ত হয়।

হাইকোর্ট ১৮৬২ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ৩১ দফার * বিধানের প্রতি বিচারকর্ত্তাদিগকে মনোযোগ করাইতেছেন, কেমনা প্রধান কি অধঃস্থ আদালত হউক, ২০ টাকার অধিক দিলে সর্ব্বদা ঐ বিধান দৃঢ়রূপে পালন করা কর্ত্তব্য।

[এক্ষণে পাঠ্য ১৮৬১ সালের ২৬ আইনের B চিহ্নিত তফসীল মতের ইষ্ট্যাম্পের কথা ও বর্জ্জিত কথা।]

৩০ ধারা।—এই আইনের B চিহ্নিত তফসীলের নির্দ্দিষ্ট ইষ্টাম্প কাগজে যাহা লিখিতে হইবে এমত কোন পত্রের কি লিপির উক্ত B চিহ্নিত তফসীলে উপযুক্ত বলিয়া যে ইষ্ট্যাম্প(১) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অম্লান মূল্যের(২) ইষ্ট্যাম্প কাগজে যদি লেখা না থাকে, তবে সেই পত্র কি লিপি (রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত কোন আদালত কিম্বা তদ্রূপ কোন আদালতের এলাকার সীমার মধ্যে স্থাপিত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার কোন আদালত ভিন্ন) অন্য কোন আদালতে কি গবর্ণমেণ্ট আফিসে দাখিল করা যাইবে না কি প্রমাণরূপে উপস্থিত করা যাইবে না কি রিকার্ড করা হইবে না, কিম্বা রাজকীয় কোন কার্য্যকারকের দ্বারা গ্রাহ্য হইবে না ও দেওয়া যাইবে না। কিন্তু আদালত সম্পর্কীয় কোন কার্য্যে সাদা কি ইষ্ট্যাম্প বিনা কাগজ(৩) ব্যবহার হইবার কোন বিশেষ বিধান যদি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য বিধানের আইনে কিম্বা অন্য কোন আইনে নির্দ্দিষ্ট থাকে, তবে সেই বিধান এই আইনক্রমে স্পষ্টরূপে রহিত না করাগেলে, এই আইনের কোন কথাদ্বারা রহিত হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না।

টীকা।—ইষ্ট্যাম্পের মাসুল বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করনার্থ ১৮৬২ সালের ১০ আইনের ৩০ ধারার আরম্ভে বর্জ্জনসূচক যে বিধি আছে তাহা বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম প্রেসিডেন্সীর উত্তর পশ্চিম প্রদেশের হাইকোর্টের প্রতি বর্ত্তিবে না।

[তফসীলের লিখিত বিধানের কথা।]

৩১ ধারা।—এই আইন সংযুক্ত তফসীলে যে সকল বিধান থাকে তাহা এই আইনের মূলপাঠে লিখিত হওয়ার ন্যায় বলবৎ হইবে।

[দাওয়ার মূল্য নিরূপণের বিবাদ নিষ্পত্তির কথা।]

৩২ ধারা।—†এই আইনের B চিহ্নিত তফসীল অনুসারে কোন নালিশের আরজীকি আপীলের দরখাস্ত যত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিত হইবে ইহা নির্দ্ধার্য্য করণার্থ

---

* টাকা দত্ত হইবার কিম্বা টাকা কি প্রকারান্তরের দ্রব্য দিয়া ঋণ পরিশোধ হইবার রসীদ কি ফারখৎ। যে টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায় কি যাহার রসীদ কি ফারখৎ দেওয়া যায় তাহা বিশ টাকার অধিক হইলে ... ... ✓০

† এইপুস্তকের শেষভাগে মুদ্রিত ইষ্ট্যাম্পবিষয়ক রেবিনিউ বোর্ডের বিধি দৃষ্টি কর।

(১) "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দমাত্রেই ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজে ও ইষ্ট্যাম্প করা দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় এই দ্রব্য বুঝাইবে।

(২) "ইষ্ট্যাম্পের মূল্য" এই শব্দ মাত্রেই কত টাকা কি আনা অঙ্ক কি অক্ষর দ্বারা উক্ত প্রকারের কাগজে কি অন্য দ্রব্যেতে নিয়মিত রূপে ছাপা থাকে তাহা বুঝাইবে।

(৩) "কাগজ" এই শব্দ মাত্রেই পার্চ্চমেণ্ট কি বেলম কি তদ্রূপের অন্য দ্রব্য গণ্য হইবে।

দাওয়ার যে মুল্য ধরিতে হইবেক এই বিষয়ে যদি কোন বিবাদ হয়, তবে সেই নালিশের আরজী কি আপীলের দরখাস্ত যে আদালতে দেওয়া যায়, সেই আদালত ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন। ও সেই আদালতের হুকুমের উপর যে রূপ আপীল হইতে পারে ঐ নিষ্পত্তির উপরও সেইরূপ আপীল হইতে পারিবে।

৩৩ ধারা।—১৮৬৫ সালের ১৮ আইনের ১ ধারামতে রহিত হইয়াছে।

[ইষ্ট্যাম্পের দ্বারা উৎপন্ন রাজস্ব আদায় করণার্থ কার্য্যকারকদিগের নিযুক্ত হইবার কথা।]

৩৪ ধারা।—ইষ্ট্যাম্প দ্বারা যে রাজস্ব উৎপন্ন হয় তাহা আদায় করণার্থে স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মকারকদিগকে নিযুক্ত করিবেন, ও সেই কর্ম্মকারকেরদের যে২ স্থানে কর্ম্ম করিতে হইবেক তাহাও নির্দ্ধার্য্য করিবেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের দেওয়ানী পক্ষের ১৮৬৫ সালের ২ নম্বর সরক্যুলর অর্ডর

আদালত আজ্ঞা করিতেছেন যে ইহাতে সংযুক্ত পাঠের কৈফিয়ৎ সাধ্যমতে ত্বরায় তাঁহাদের নিকটে পাঠাইতে হইবে, এবং এই অবধি তদ্রূপ কৈফিয়ৎ বার্ষিক কৈফিয়ৎ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে।

যত ইষ্টাম্প ও ফী আদায় হয় ও এক এক প্রকারের আদালতের হিসাবে গবর্ণমেণ্টের যত অর্থ ব্যয় হয় তৎসূচক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কথা A ও B চিহ্নিত কৈফিয়তে প্রকাশ করিতে হইবে।

A

১৮৬৪ সালের মধ্যে অমুক জিলার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দেওয়ানী আদালতে ইষ্ট্যাম্প হইতে ও আমীনদিগের ফীর হিসাবে যত টাকা আদায় হয় তৎপ্রকাশক রিটর্ণ।

১	২	৩	৪	৫	৬
আদালতের নাম।	প্রাপ্ত ইষ্ট্যাম্পের মূল্য।	১৮৬২ সালের ১০ আইনের ২৩ ধারামতে যত টাকা ফিরিয়া দেওয়া গেল।	প্রাপ্ত ইষ্ট্যাম্পের মূল্যের শুদ্ধ মোট।	আমীনের ফীর বাবদে প্রাপ্ত টাকা।	৪ ও ৫ ঘরের সঙ্কলিতমোট আয়।

B

১৮৬৪ সালে অমুক জিলার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দেওয়ানী আদালতের হিসাবে গবর্ণমেণ্টের অর্থ ব্যয়।

১	২	৩	৪	৫	৬
আদালতের নাম।	আদালতের কর্ত্তা কার্য্যকারকের বেতন।	আমলা প্রভৃতির বেতন।	দেওয়ানী আদালতের আমীনদের বেতন।	দেওয়ানী আদালত ঘটিত খরচের ২ ও ৩ ও ৪ ও ঘরের সঙ্কলিত মোট।	মন্তব্য।

[ইষ্ট্যাম্প হইতে উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবেরদের আজ্ঞা রেবিনিউবোর্ড প্রভৃতির দ্বারা সংশোধন হইতে পারিবার কথা।]

৩৫ ধারা।—ইষ্ট্যাম্পের দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবেরা যে সকল আজ্ঞা করেন, তাহা রেবিনিউ বোর্ডের সাহেবেরা কিম্বা রাজস্বের তত্ত্বাবধারক অন্য প্রধান কার্য্যকারক সাহেব সংশোধন করিতে পারিবেন। কিন্তু যখন কালেক্টর সাহেব অনুপযুক্ত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে (১) লিখিত কোন দলীলে (২) কি পত্রে কি লিপিতে উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প বসাইবার অনুমতি দেন তখন এই আইনের ১৫ ধারামতে তিনি যে আজ্ঞা করেন, অথবা কোন ইষ্ট্যাম্পের ক্ষতি হইলে কি তাহা মলিন ও কর্ম্মের অনুপযুক্ত হইলে যখন কালেক্টর সাহেব তৎপরিবর্ত্তে নূতন ইষ্ট্যাম্প(৩) দিবার কিম্বা ইষ্ট্যাম্পের

(১) "কাগজ" এই শব্দ মাত্রেই পার্চ্চমেণ্ট কি বেলম কি তদ্রূপের অন্য দ্রব্য গণ্য হইবে।

(২) "দলীল" এই শব্দমাত্রেই দলীলের ভাবের যে কোন পত্র হয়, তাহাতে মোহর দেওয়া যাউক কি না যাউক সেই পত্র বুঝাইবে।

(৩) "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দমাত্রেই ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজ ও ইষ্ট্যাম্প করা অন্য যে দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে।

মূল্য (১)দিবার অনুমতি দিয়া এই আইনের ৫০ ধারামতে আজ্ঞা করেন, তখন তাঁহার সেই আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবেক, ও তাহা সংশোধন হইতে পারিবেক না।

[অনুমতি পত্র প্রাপ্ত ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতারদের কথা।]

৩৬ ধারা।*—স্থান বিশেষের গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তিদিগকে ইষ্ট্যাম্প বিক্রয় করিবার অনুমতিপত্র দিতে কি দেওয়াইতে পারিবেন। ও বিক্রয় হইবার জন্য সেই ইষ্ট্যাম্প (২) যেপ্রকারে ও যে নিয়মমতে ঐ বিক্রেতারদিগকে দেওয়া যাইবেক ও তাঁহারদের সেই ইষ্ট্যাম্পের যে২ হিসাব রাখিতে হইবেক তাহারও আজ্ঞা করিতে পারিবেন। সেই অনুমতিপত্র নিরূপিত কোন সময়ের নিমিত্তে হইতে পারিবে, ও যিনি অনুমতিপত্র দিলেন তাঁহারই আজ্ঞাক্রমে তাহা কোন সময়ে রহিত হইতে পারিবে।

[অনুমতিপত্র ও তফসীল ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতার দোকানে লট্‌কাইয়া রাখিবার কথা।]

৩৭ ধারা।—প্রত্যেক জন ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতা যে ঘরে ইষ্ট্যাম্প বিক্রয় করেন সেই ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে জিলার চলন ভাষাতে আপনার অনুমতিপত্র ও এই আইনের লিখিত তফসীল সর্ব্বদা লট্‌কাইয়া রাখিবেন। না রাখিলে তাঁহার পঞ্চাশ টাকার অনধিক দণ্ড হইতে পারিবে।

[ইষ্ট্যাম্প কাগজের পৃষ্ঠে ঐ বিক্রেতারদের নামাদি লিখিবার কথা।]

৩৮ ধারা।—*প্রত্যেকজন ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতা যে যে ইষ্ট্যাম্প বিক্রয় করেন তাহার প্রত্যেকের পৃষ্ঠে ঐ ইষ্ট্যাম্প যে তারিখে বিক্রয় করেন তাহা ও যে ব্যক্তিকে ঐ ইষ্ট্যাম্প দেওয়া যায়, তাহার নাম, ও আপনার সাধারণ মতের স্বাক্ষর লিখিবেন। না লিখিলে তাঁহার এক শত টাকার অনধিক দণ্ড হইবেক। কিন্তু আটাল ইষ্ট্যাম্পের পৃষ্ঠে কি রসীদের কিম্বা বিল অফ এক্সচেঞ্জের (৩) কি প্রমিসরি নোট কি ড্রাফ্‌ট (৪) কি টাকার অন্য আর্ডরে কিম্বা এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলে ১৩ প্রকরণের লিখিত ঋণ সম্পর্কীয় নিয়মপত্রে কি বিল অফ লেডিঙ্গে যে ইষ্ট্যাম্প বসাইতে হইবে তাহার পৃষ্ঠে লিখিবেন।

---

* এই পুস্তকের শেষভাগে মুদ্রিত ইষ্ট্যাম্পবিষয়ক রেবিনিউ বোর্ডের বিধি দৃষ্টি কর।

(১) "ইষ্ট্যাম্পের মূল্য" এই শব্দমাত্রেই যত টাকা কি আনা অঙ্ক কি অক্ষরদ্বারা উক্ত প্রকারের কাগজে কি অন্য দ্রব্যেতে নিয়মিত রূপে ছাপা থাকে তাহা বুঝাইবে।

(২) "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দমাত্রেই ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজ ও ইষ্ট্যাম্প করা অন্য যে দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে।

(৩) "বিল অফ এক্সচেঞ্জ" এই শব্দমাত্রেই হুণ্ডী কি সেই প্রকারের অন্য কোন দলীল বুঝাইবে।

(৪) "ড্রাফ্‌ট" এই শব্দ "চ্যাক" শব্দের তুল্যার্থবাচক, কিন্তু ইহাতে দ্রব্য সামগ্রীর মোট ওজন হইতে যাহা বাদ কিম্বা যে টাকা দেওয়া যায় তাহাও বুঝায়।

[বিক্রেতা অপ্রকৃত নাম কি তারিখ লিখিলে তাহার দণ্ডের কথা।]

৩৯ ধারা।—ইহার পূর্ব্বের ধারামতে যে ইষ্ট্যাম্পের পৃষ্ঠে বিক্রেতার লিখিতে হই-বেক তাহাতে যদি জ্ঞানপূর্ব্বক অপকৃত নাম কি তারিখ লেখেন, তবে তাঁহার পাঁচ শত টাকার অনধিক দণ্ড, কিম্বা কঠিন পরিশ্রম সহিত কি বিনা পরিশ্রমে তিন মাসের অনধিক কাল কয়েদ, কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইতে পারিবেক।

[ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতার ইষ্ট্যাম্প দিতে বিলম্ব করিলে তাহার কথা।]

৪০ ধারা।—ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতার কাছে বিক্রয় হইবার জন্যে যে ইষ্ট্যাম্প(১) কাগজ থাকে এমতকোন কাগজ (২) যদি কেহ লইতে চাহে, ওসেই ইষ্ট্যাম্পকাগজের নিমিত্তে বিক্রেতার যে প্রকারের মুদ্রা গ্রহণ করিবার অনুমতি আছে এমত কোন চলন মুদ্রাতে যদি তাহার মূল্য দিতে চাহে, তবে ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতা তাহাকে অগৌণে সেই কাগজ দিবেন। না দিলে তাঁহার এক শত টাকার অনধিক দণ্ড হইবেক।

[যে মুদ্রা লইবার অনুমতি হয় তদ্ভিন্ন ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতা অন্য দ্রব্য গ্রহণ করিলে তাহার কথা।]

৪১ ধারা।—ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতা ইষ্ট্যাম্প কাগজের নিমিত্তে যে প্রকারের মুদ্রা গ্রহণ করিবার অনুমতি উপযুক্তমতে পাইয়াছেন, সেই প্রকারের মুদ্রা ভিন্ন ঐ কাগজের মূল্য (৩) স্বরূপ যদি অন্য কোন দ্রব্য চাহেন কি লন, তবে তাহার একশত টাকাপর্য্যন্ত জরী-মানা হইবেক।

[ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতা ইষ্ট্যাম্পের মূল্যের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করিলে তাহার কথা।]

৪২ ধারা।—যদি কোন ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতা কোন ইষ্ট্যাম্পের নিমিত্তে ঐ ইষ্ট্যাম্পের মূল্যের অতিরিক্ত কিছু চাহেন কি গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার ছয় মাসের অনধিক কাল কঠিন পরিশ্রম সহিত কি বিনা পরিশ্রমে কয়েদ হওন দণ্ড কিম্বা যত চাহিয়াছেন, কি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার দশগুণ পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইবেক। ও যে আদালত কি কার্য্যকারক ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করেন, তিনি স্বীয় বিবেচনামতে এই আজ্ঞাও করিতে পারিবেন যে, অতিরিক্ত মূল্য ফিরিয়া দেওয়া যায়।

[পুরাতন ইষ্ট্যাম্পকাগজ বেআইনিমতে বিক্রয় কারবার কথা।]

৪৩ ধারা।—হজুর কৌন্সেলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর নূতন ইষ্ট্যাম্প চলন হইবার কোন সময় নিরূপণ করিলে, যদি তৎপরে কোন বিক্রেতা কি

(১) "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দমাত্রেই ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজ ও ইষ্ট্যাম্প করা অন্য যে দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে।

(২) "কাগজ" এই শব্দ মাত্রেই পার্চ্চমেন্ট কি বেলম কি তদ্রূপের অন্য দ্রব্য গণ্য হইবে।

(৩) "ইষ্ট্যাম্পের মূল্য" এই শব্দ মাত্রেই যত টাকা কি আনা অঙ্ক কি অক্ষর দ্বারা উক্ত প্রকারের কাগজে কি অন্য দ্রব্যেতে নিয়মিতরূপে ছাপা থাকে তাহা বুঝাইবে।

অন্য ব্যক্তি কোন পুরাতন ইষ্ট্যাম্প বিক্রয় করেন, তবে তাঁহার এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবেক।

[ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতা হিসাব না দিলে কি দিতে স্বীকার না করিলে তাহার কথা।]

৪৪ ধারা।—*কোন ইষ্টাম্পবিক্রেতাকে হিসাব দিবার আজ্ঞা হইলে যদি না দেন কি দিতে স্বীকার না করেন, কিম্বা জিলার ইষ্ট্যাম্পদ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের কিম্বা তাঁহার দ্বারা উপযুক্তমতের ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারককে সেই হিসাব দেখিতে না দেন, কিম্বা যে সকল ইষ্টাম্প কাগজ(১) তাঁহার নিকটে থাকে তাহা দেখিতে না দেন, তবে গবর্ণমেণ্ট জমা কি খাজানা যাহাদের নিকটে প্রাপ্য হয় তাহাদের উপর ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবেরা আইনমতে যেরূপ কার্য্য করিতে পারেন উক্ত কালেক্টর সাহেবের খাতায় বিক্রেতার নামে যত ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা আছে তাহার বাকী মূল্য পাইবার নিমিত্তে কিম্বা উক্ত খাতায় ঐ বিক্রেতার নামে বাকী পাওনা যত টাকা লেখা আছে তাহা পাইবার নিমিত্তে, ঐ কালেক্টর সাহেব ঐ বিক্রেতার উপর সেই প্রকারের কার্য্য করিতে পারিবেন।

[বিক্রেতার অনুমতি পত্রের মিয়াদ অতীত হইলে তাহার ইষ্ট্যাম্প কাগজ প্রভৃতি ফিরিয়া দিবার কথা।]

৪৫ ধারা।—কোন বিক্রেতার অনুমতিপত্রের নির্দ্দিষ্টকাল অতীত হইলে, কিম্বা সেই অনুমতিপত্র রহিত হইলে, অথবা তিনি তাহা ত্যাগ করিলে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে বিক্রয়ার্থে যে সকল ইষ্টাম্প (২) তাহার হাতে দেওয়া গিয়াছিল তাহার হিসাব, ও যত ইষ্ট্যাম্প তাহার হাতে বিক্রয়ার্থে থাকে কি থাকা উচিত তাহা, ও সেই ইষ্ট্যাম্পের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকটে তাঁহার যত টাকা দেনা থাকে তাহা, ঐ বিক্রেতা জিলার ইষ্ট্যাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেব উপযুক্ত যে সময় নিরূপণ করেন, সেই সময়ের মধ্যে, ঐ হিসাব ও ইষ্ট্যাম্প প্রভৃতি গ্রহণ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কার্য্যকারককে দিবেন। না দিলে তাহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবেক। কিন্তু উক্ত দণ্ড দিলেও ঐ বিক্রেতা স্থাপ্য হরণের দায়ী হইলে ঐ দোষের যে দণ্ড আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে তিনি মুক্ত হইবেন না ও কোন ইষ্ট্যাম্প কাগজের মূল্য, কিম্বা ঐ বিক্রেতার হাতে থাকা কিম্বা তাহার নামে লেখা যে টাকা প্রাপ্য হয় তাহা আদায় করিবার জন্যে, এই আইনের ৪৪ ধারামতে জিলার ইষ্ট্যাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের যে সকল কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা হইতেও বিক্রেতা মুক্ত হইবেন না।

---

* এই পুস্তকের শেষভাগে মুদ্রিত ইষ্ট্যাম্পবিষয়ক রেবিনিউ বোর্ডের বিধি দৃষ্টি কর।

(১) "কাগজ" এই শব্দ মাত্রেই পার্চ্চমেণ্ট কি বেলম কি তদ্রূপের অন্য দ্রব্য গণ্য হইবে।

(২) "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দমাত্রেই ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজ ও ইষ্ট্যাম্প করা অন্য যে দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে।

[ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতা মরিলে, যত ইষ্ট্যাম্প কাগজ প্রভৃতি বিক্রয় না হইয়া থাকে তাহা উপযুক্তমতের ক্ষমতা প্রাপ্ত কার্য্যকারককে দিবার কথা।]

৪৬ ধারা।—ইষ্টাম্প বিক্রেতার মৃত্যু হইলে, তাহার সম্পত্তি যে ব্যক্তির হস্তগত হয়, তিনি ঐ মৃত বিক্রেতা যে সকল (১) ইষ্ট্যাম্প গবর্ণমেন্টের পক্ষে বিক্রয়ার্থে প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিক্রয় করেন নাই, ও ইষ্টাম্প সম্পর্কীয় যে হিসাব লিখিয়াছিলেন, এমত যে সকল কাগজ ও হিসাব ঐ ব্যক্তি প্রাপ্ত হন কি প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহা তিনি জিলার ইষ্টাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের কিম্বা তাহার দ্বারা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের দাওয়াক্রমে, উপযুক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত কালেক্টর সাহেবকে কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারককে দিবেন। না দিলে তাহার পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

[ইষ্টাম্প বিক্রেতার জামিনেরদের উপর কার্য্য হইবার কথা।]

৪৭ ধারা।—জিলার ইষ্টাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের খাতায় বিক্রেতার নামে যত ইষ্ট্যাম্প কাগজ (২) লেখা থাকে তাহার বাকী কাগজের মূল্য কিম্বা ঐ কালেক্টর সাহেবের খাতায় ঐ বিক্রেতার নামে যত টাকা প্রাপ্য বলিয়া লেখা থাকে তাহা, ঐ কালেক্টর সাহেব ঐ বিক্রেতার জামিনকে আনিয়া দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ও তিনি তাহা না দিলে, গবর্ণমেন্টের জমা কি খাজানা যাহার স্থানে প্রাপ্য হয় তাহার জামিনের উপর ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবেরা আইনমতের যে প্রকারের কার্য্য করিতে পারেন, ঐ বাকী ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের বাকী টাকা আদায় করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত কালেক্টর সাহেব ঐ বিক্রেতার ও জামিনের উপর সেই প্রকারের কার্য্য করিতে পারিবেন।

[অনুমতিপত্র বিনা ইষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের কথা।]

৪৮ ধারা।—অনুমতিপত্র প্রাপ্ত ও নিয়মিত রূপে নিযুক্ত ইষ্টাম্প বিক্রেতা ভিন্ন কোন ব্যক্তি কোন ইষ্ট্যাম্প কাগজ বিক্রয় করিবেন না, করিলে তাহার একশত টাকার অনধিক দণ্ড হইবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি বিক্রয়ার্থে নহে কেবল ব্যবহারার্থে কোন ইষ্টাম্প নিয়মিত রূপে প্রাপ্ত হইয়া পরে তাহা বিক্রয় করিলে, তাহার বাধা নাই। ও আটাল কোন ইষ্টাম্প কিম্বা রসীদের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের (৩) কি প্রমিসরী নোটের কি টাকার অন্য আর্ডরের অর্থাৎ আজ্ঞাপত্রের নিমিত্তে, কিম্বা এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ১৩ প্রকরণের লিখিত প্রকারের ঋণ বিষয়ী নিয়ম পত্রের কি বিল অফ লেডিঙ্গের নিমিত্তে যে কোন ইষ্ট্যাম্প ব্যবহার হয়, তদ্বিষয়ের এই ধারার কোন কথা খাটিবে না।

(১) "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দ মাত্রেই ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজ ও ইষ্ট্যাম্প করা অন্য যে দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে।

(২) "কাগজ" এই শব্দ মাত্রেই পার্চমেন্ট কি বেলম কি তজ্জাতের অন্য দ্রব্য গণ্য হইবে।

(৩) "বিল অফ এক্সচেঞ্জ" এই শব্দ মাত্রেই হুণ্ডী কি সেই প্রকারের অন্য কোন দলীল বুঝাইবে।

[অনুমতি প্রাপ্ত বিক্রেতা মরিলে কি তাহার সেই পত্রের মিয়াদ অতীত হইলে কি তাহা রহিত করা গেলে তাহার কথা।]

৪৯ ধারা।—অনুমতিপত্র প্রাপ্ত কোন বিক্রেতা যখন মরেন, কিম্বা তাহার অনুমতি পত্রের নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হয়, কিম্বা যদি সেই অনুমতিপত্র রহিত হয়, তখন তিনি ডিস্কৌণ্ট কি শতকরা কতকটাকাবাদে যে ইষ্ট্যাম্পের মূল্য গবর্ণমেণ্টকে দিয়াছেন এমত কোন ইষ্ট্যাম্প (১) তাহার নিকট থাকিলে, তাহার মৃত্যুর তারিখ অবধি অথবা বিষয় বিশেষে তাহার অনুমতিপত্রের নির্দ্ধারিত কাল অতীত হইবার কি তাহা রহিত হইবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে, সেই কাগজ (২) জিলার ইষ্ট্যাম্পদ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের নিকটে আনা গেলে, তিনি তাহার টাকা ফিরিয়া দিবেন। কিন্তু এমত স্থলে প্রয়োজন যে ইষ্ট্যাম্প ঐ বিক্রেতার নিকটে বিক্রয় হইবার জন্যে থাকে ও তৎকর্ত্তৃক জিলার ইষ্ট্যাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের স্থানে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

[ইষ্ট্যাম্পের ক্ষতি কি হানি হইলে তাহা নূতন করিবার কথা।]

৫০ ধারা।—*১ প্রকরণ। কোন ব্যক্তি এই আইনের অনুমতিক্রমে ইষ্ট্যাম্প কাগজ প্রাপ্ত হইলে পর যদি কোন ঘটনাক্রমে সেই কাগজের ক্ষতি কি হানি হয় কি তাহা কর্ম্মের অনুপযুক্ত হয়, অথবা সেই কাগজের কোন দলীল (৩) কি পত্র কি লিপি লিখিবার কি নকল করিবার সময়ে যদি কিছু অশুদ্ধ হয়, ও সেই দলীল কি পত্র কি লিপি স্বাক্ষরিত কি সিদ্ধকরা যাইবার পূর্ব্বে সেই অশুদ্ধতা প্রকাশ হওয়াতে যদি তাহার ব্যর্থ হয় কিম্বা সেই দলীল কি পত্র কি লিপিক্রমে যে কার্য্য হইবার অভিপ্রায় থাকে তাহা সিদ্ধ করণার্থে যে ব্যক্তির স্বাক্ষর করা আবশ্যক তাহার মৃত্যু হওয়াতে কি অস্বীকার করাতে যদি সেই দলীল অসিদ্ধ ও ব্যর্থ হইয়া থাকে, অথবা কোন দলীল কি পত্র কি লিপি দ্বারা যে পদ কি ট্রুষ্ট অর্পণ হয়, তাহা অস্বীকার হওয়াতে যদি সেই দলীল প্রভৃতির অভিপ্রায় নিষ্ফল হয়, অথবা কোন দলীল কি পত্র কি লিপি উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা গেলে পর অকস্মাৎ তাহার কোন হানি হওয়াতে কিম্বা তাহার লিখনে কি নকল করণের কোন ভুল প্রকাশ হওয়াতে যদি শেষে স্বাক্ষর না হইয়া সেই দলীল প্রভৃতি নিষ্ফল হইয়া যায়, অথবা কোন দলীল কি পত্র কি লিপি দ্বারা যে কর্ম্ম হইবার মনস্থ ছিল তাহার টাকা প্রাপ্ত না হওয়াতে যদি সেই কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে না পারে, কিম্বা যদি উপযুক্তমতের ইষ্ট্যাম্প করা অন্য কোন দলীল কি পত্র কি লিপিদ্বারা সেই কার্য্য

* এই পুস্তকের শেষভাগে মুদ্রিত রেবিনিউ বোর্ডের ইষ্ট্যাম্প বিষয়ক নিয়মাবলী দৃষ্টি কর।

(১) "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দ মাত্রেই ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজ ও ইষ্ট্যাম্প করা অন্য যে দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে।

(২) "কাগজ" এই শব্দ মাত্রেই পার্চ্চমেণ্ট কি বেলম কি তদ্রূপের অন্য দ্রব্য গণ্য হইবে।

(৩) "দলীল" এই শব্দ মাত্রেই দলীলের ভাবের যে কোন পত্র হয় তাহাতে মোহর দেওয়া যাউক কি না যাউক সেই পত্র বুঝাইবে।

পূর্ব্বে নিষ্পন্ন হইয়াথাকে,–অথবা প্রমিসরী নোট কি বিল অফ এক্সচেঞ্জপ্রভৃতি (১) হইলে, তাহার টাকা যে ব্যক্তির প্রাপ্যহয় তাহাকে, কি তাহার পক্ষের কোন কর্ম্মকারককে ঐ নোট প্রভৃতি না দেওয়াতে, কিম্বা অন্য কোন কারণে, যদি সেই নোটপ্রভৃতির কখন ব্যবহার না হয় অথবা এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে যে বিলের দুই কি তিন কেতা কখন উপস্থিত করা না যায়,–তবে এমত প্রত্যেক স্থলে যে ইষ্ট্যাম্প (২) কাগজের উক্ত প্রকার ক্ষতি কি হানি হইয়াছে কিম্বা কর্ম্মের অনুপযুক্ত হইয়াছে, তাহা জিলার ইষ্ট্যাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের হস্তে সমর্পণ করা গেলে, ও উক্ত প্রকারের হানি কি ক্ষতিগ্রস্ত কি কর্ম্মের অনুপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প কাগজের স্বামি কি তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি নূতন ইষ্ট্যাম্প যাহাতে ছাপা হইবেক সেই কাগজের মূল্য দিলে,কালেক্টর সাহেব সেই প্রকারের ও তত্তুল্য মূল্যের এক কি অধিক ইষ্ট্যাম্প কাগজ (৩) তাঁহাকে দেওয়াইতে পারিবেন। কিন্তু কোন বিল অফ এক্সচেঞ্জের দুই কি তিন কেতা লেখা গেলে তাহার কোন এক কেতা যদি টাকা প্রাপণিয়া ব্যক্তিকে দেওয়া যায়, তবে তাহার বিষয়ে, কিম্বা আটাল ইষ্ট্যাম্প বিষয়ে, এই ধারার বিধান খাটিবে না।

[নূতন কাগজ পাইবার দরখাস্তের কথা।]

২ প্রকরণ। যে ব্যক্তির কোন ইষ্ট্যাম্প কাগজ পূর্ব্বোক্তমতে হানি কি ক্ষতি হয় কি কর্ম্মের অনুপযুক্ত হয়, তিনি যে জিলাতে ঐ ইষ্ট্যাম্প ক্রয় করিয়াছিলেন সেই জিলার ইষ্ট্যাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন। তাহাতে কালেক্টর সাহেব সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করা উপযুক্ত বোধ করিলে, উক্ত যে ইষ্ট্যাম্প ক্ষতি কি হানি হইয়াছে কি কর্ম্মের অনুপযুক্ত হইয়াছে সেই প্রকারের কি তাহার তুল্য মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজ এই আইনের বিধান মান্য করিয়া ঐ দরখাস্তকারিকে কি তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে দেওয়াইবেন। কিন্তু সেই ইষ্ট্যাম্পের হানি কি ক্ষতি কি তাহা কর্ম্মের অনুপযুক্ত যে কালে হইয়াছে, তাহার পর ছয় মাসের মধ্যে ঐ দরখাস্ত দিতে হইবেক।

[নূতন ইষ্ট্যাম্প না দিয়া ঐ ক্ষতি হওয়া ইষ্ট্যাম্পের মূল্য কালেক্টর সাহেবের দিতে পারিবার কথা।]

৩ প্রকরণ। এই ধারামতে কালেক্টর সাহেব যে স্থলে ঐ ক্ষতি কি হানি হওয়া কি কর্ম্মের অনুপযুক্ত ইষ্ট্যাম্পের পরিবর্ত্তে নূতন ইষ্ট্যাম্প দিতে ক্ষমতাপন্ন হন, এমত স্থলে তিনি উপযুক্ত বোধ করিলে ঐ দরখাস্তকারিকে ঐ ইষ্ট্যাম্পের মূল্যের টাকা ফিরিয়া দিতে পারিবেন।

---

(১) "বিল অফ এক্সচেঞ্জ" এই শব্দ মাত্রেই হুণ্ডী কি সেই প্রকারের অন্য কোন দলীল বুঝাইবে।

(২) "ইষ্ট্যাম্প" এই শব্দ মাত্রেই ইষ্ট্যাম্প করা কোন কাগজ ও ইষ্ট্যাম্প করা অন্য যে দ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয় সেই দ্রব্য বুঝাইবে।

(৩) "কাগজ" এই শব্দ মাত্রেই পার্চমেন্ট কি বেলম কি তদ্রূপের অন্য দ্রব্য গণ্য হইবে।

[হস্তান্তরকরণ পত্রে ক্রয়ের যথার্থ মূল্য লিখিবার কথা।]

৫১ ধারা।—১ প্রকরণ। এই আইন প্রচলিত হইবার কালাবধি ব্যাঙ্কের কর্ম্মকারি চার্টর প্রাপ্ত কোন সমাজের কি জাইন্ট ষ্টাক কোম্পানির যে স্থার কেবল পৃষ্ঠে লিখন দ্বারা হস্তান্তর করা যায় সেই স্থার ভিন্ন, ভূমি কি বার্ষিক বৃত্তি কিম্বা স্থাবর কি অস্থাবর অন্য সম্পত্তি কি পাট্টা প্রভৃতি কি বিষয় কিম্বা তদ্রূপ সম্পত্তিতে কোন অধিকার স্বত্ব কি সম্পর্ক কি দাওয়া বিক্রয় হইলে, যদি এই আইনক্রমে তাহার হস্তান্তর করণপত্রে ইষ্ট্যাম্প ধার্য্যহয়, তবে মুখ্য যে দলীল(১) কি পত্র কি লিপিক্রমে সেই বিক্রীতভূম্যাদি ক্রেতার কি অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি অর্পিত হয় কি বর্ত্তে, তাহাতে ঐ ভূম্যাদি ক্রয় করণার্থে কি তাহার বিনিয়মে যত টাকা স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে দেওয়া গেল কি দিবার নিয়ম চুক্তি হইল, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইবে ও অক্ষরে লিখিয়া ব্যক্ত হইবেক। কিন্তু যদি সেই দলীল কি পত্র কি লিপি কোন প্রচলিত আইনের নির্দ্দিষ্ট পাঠে লেখা যায়, ও তাহা যত টাকাতে কি যে মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়াদি হয় তাহা যদি নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তবে সেই বিক্রয়ের কি বিনিময়ের টাকা ঐ দলীলের কি পত্রের কি লিপির নিম্ন-ভাগে যথার্থরূপে অক্ষরক্রমে ব্যক্ত ও প্রকাশ করিতে হইবে। সেই ভূম্যাদির মূল্য কি তাহার বিনিময়ে যত টাকা দেওয়া যায় তাহা যদি পূর্ব্বোক্তমতে সম্পূর্ণ ও যথার্থরূপে প্রকাশ ও ব্যক্ত না হয়, তবে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের পাঁচ২ শতটাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইবে, ও উক্ত দলীল কি পত্র কি লিপি যত টাকার ইষ্ট্যাম্প কাগজে (২) লেখা হইয়াছে, এবং ঐ ভূম্যাদির মূল্য কি তাহার বিনিময়ে যে টাকা দেওয়া যায়, তাহা সম্পূর্ণমতে ঐ দলীলে ব্যক্ত থাকিলে তাহা যত টাকার ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা উচিত, ঐ উভয়ের মধ্যে যত টাকার ইষ্ট্যাম্প বিশেষে হয়, তাহার পাঁচগুণ ঐ প্রত্যেকজনের দিতে হইবে।

[যে ব্যক্তি ঐ হস্তান্তরকরণ পত্র লিখিতে নিযুক্ত হন, তিনি যথার্থ মূল্যের ন্যূন লিখিলে তাঁহার দণ্ডের কথা।]

২ প্রকরণ। উক্ত ভূম্যাদির যত মূল্য কি তাহার বিনিময়ে যত টাকা স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে দেওয়া গিয়াছে, কি দিবার নির্দ্ধারিত নিয়ম কি চুক্তি হইয়াছে, তাহার ন্যূন মূল্য যদি কোন ব্যক্তি জানিয়াও ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে লেখেন কি ব্যক্ত করেন, তবে তাঁহার এই ধারার প্রথম প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট দণ্ড হই-বেক।

[ইষ্ট্যাম্পদ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেব প্রভৃতি ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা নালিশ না হইবার কথা।]

৫২ ধারা।—এই আইনমতে রাজস্বের ক্ষতিকর কোন অপরাধ হেতুক, জিলার ইষ্ট্যাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেব কিম্বা তৎকর্ম্মের নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট

(১) "দলীল" এই শব্দেতে দলীলের ভাবের যে কোন পত্র হয়, তাহাতে মোহর দেওয়া যাউক কি না যাউক সেই পত্র বুঝাইবে।

(২) "কাগজ" এই শব্দ মাত্রেই পার্চ্চমেণ্ট কি বেলম কি তদ্রূপের অন্য দ্রব্য গণ্য হইবে।

হইতে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক ভিন্ন, কেহ কোন ব্যক্তির নামে নালিশ কি মোকদ্দমা করিতে পারিবেন না।

[অপরাধ মাজিস্ট্রেট কি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেবের বিচার্য্য হইবার কথা।]

৫৩ ধারা।—এই আইনমতে যে কোন অপরাধের দণ্ড হইতে পারে, তাহার বিচার ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের নির্দ্দিষ্টমতে মাজিস্ট্রেটের কিম্বা অপর প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকারি কোন কার্য্যকারকের কিম্বা জুষ্টিস অফ দি পীসের দ্বারা হইতে পারিবেক।

[অর্থদণ্ড না দেওয়া গেলে কারাবদ্ধ হইবার কথা।]

৫৪ ধারা।—এই আইনের বিধানমতে যাহার অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হয়, তিনি যদি ঐ আজ্ঞামতের দণ্ড না দেন, তবে যে মাজিস্ট্রেট কি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব ঐদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তিনি ঐ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তির মাল ও দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম করণদ্বারা ঐ দণ্ডের টাকা আদায় হইবার পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন। অথবা সেই দণ্ডের টাকা না দেওন পর্য্যন্ত কিম্বা তিন মাসের অনধিক কোন নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত অপরাধির কারাবদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিবেন। কিন্তু ঐ কালের মধ্যে অর্থদণ্ড দেওয়া গেলে অপরাধী মুক্ত হইবে।

[গোয়েন্দারদের পুরস্কারের কথা।]

৫৫ ধারা।—যে মাজিস্ট্রেট কি জুষ্টিস অফ দি পীস সাহেব এই আইনমতে অর্থ দণ্ডের আজ্ঞা করেন, তিনি সেই প্রত্যেক দণ্ডের যত টাকা আদায় হয়, তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক অংশ গোয়েন্দাকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

[ইষ্ট্যাম্প ও মূল্য ও বিল অফ একস্‌চেঞ্জ দলীল ও কাগজ ও কর্দ্দ ও মাস ও ভারতবর্ষস্থ ব্রিটনীয় দেশ এই সকল শব্দের অর্থ, ও বচন ও লিঙ্গ বিষয়ক কথা।]

৫৬ ধারা।—এই আইনের সকল ধারাতে ও তৎসংযুক্ত তফসীলে, পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা অর্থান্তর বোধ না হইলে, "ইষ্টাম্প" এই শব্দেতে ইষ্টাম্প করা কোন কাগজ ও ইষ্টাম্প করা অন্য যেদ্রব্য লিখনার্থে উপযুক্ত হয়, সেই দ্রব্য বুঝাইবে। ইষ্টাম্পের "মূল্য" এই শব্দেতে যত টাকা কি আনা অঙ্ক কি অক্ষরদ্বারা উক্ত প্রকারের কাগজে কি অন্য দ্রব্যেতে নিয়মিতরূপে ছাপা থাকে তাহা বুঝাইবে। "বিল অফ এক্সচেঞ্জ" এই কথার মধ্যে হুণ্ডী কি সেই প্রকারের অন্য কোন দলীল বুঝাইবে। "দলীল" এই শব্দেতে দলীলের ভাবের যে কোন পত্র হয়, তাহাতে মোহর দেওয়া যাউক কি না যাউক সেই পত্র বুঝাইবে। "কাগজ" এই শব্দের মধ্যে পার্চ্চমেন্ট কি বেলম কি তদ্রূপের অন্যদ্রব্য গণ্য হইবে। "কর্দ্দ" এই শব্দেতে হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর ৪ ধারামতে যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করেন সেই পরিমাণের কোন ইষ্ট্যাম্প কাগজ কি অন্য দ্রব্য বুঝাইবে। একবচনের শব্দের মধ্যে বহুবচনান্ত সেই শব্দ ও বহুবচনান্ত শব্দের মধ্যে এক বচনের সেই শব্দও বুঝাইবে। পুংলিঙ্গবোধক

শব্দের মধ্যে স্ত্রীগণও গণ্য হইবে। "মাস" এই শব্দেতে ইংলণ্ডীয় পঞ্জিকামতের মাস বুঝাইবে। "ভারতবর্ষস্থ ব্রিটনীয় দেশ" এই কথাতে ভারতবর্ষের আরো উত্তমরূপে কর্তৃত্ব করিবার আইন নামে মহারাণী বিক্টরিয়ার ২১ ও ২২ বৎসরের আইনের ১০৬ অধ্যায় ক্রমে যে সকল দেশ শ্রীশ্রীমতীর প্রতি বর্ত্তে সেই সকল দেশ বুঝাইবে।

[এই আইন প্রচলিত হইবার আরম্ভের কথা।]

৫৭ ধারা।—এই আইন ১৮৬২ সালের জুন মাসের ২ তারিখ অবধি প্রচলিত হইবেক।

A চিহ্নিত তফসীল।

যে দলীলে ও পত্রে ও লিপিতে এই আইনমতে ইষ্টাম্প দিতে হইবেক, তাহা ও সেই দলীলে ও পত্রে ও লিপিতে যত ইষ্টাম্প উপযুক্ত হয়, তাহা এই তফসীলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
নিয়ম পত্র। ১। এগ্রীমেণ্ট অর্থাৎ নিয়মপত্র কিম্বা নিয়মপত্রের কোন চুম্বুক কি স্মারক পত্র, যদি টাকা দিবার খতের নিবন্ধন পত্রের ন্যায় কিম্বা হস্তান্তর করণ পত্রের কি বন্ধকীপত্রের কি দানপত্রের কি যৌতুক ধন নিরূপণ পত্রের ন্যায় না হয়, ও যদি এই তফসীলে তাহার অন্য বিধান না থাকে, তবে তাহা চুক্তির প্রমাণ মাত্র হউক কিম্বা তাহাতে উভয়পক্ষ বদ্ধ হউক সেই নিয়মপত্রের	১৲ টাকা।
মন্তব্য। উভয় পক্ষের কৃত নিয়মপত্রের প্রমাণার্থে যদি তাঁহাদের লিখিত দুই কি ততোধিক পত্র উপস্থিত করা যায়, তবে তাহার মধ্যে কোন এক পত্রেতে নিয়মপত্রের উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প থাকিলেই যথাযোগ্য হয়।	
যদি সেই নিয়মপত্র চুম্বুক কি স্মারকপত্র খতের কি টাকা দিবার অন্য নিবন্ধন পত্রের কিম্বা হস্তান্তর করণ পত্রের কি বন্ধকী পত্রের কি দানপত্রের কি যৌতুক ধন নিরূপণ পত্রের ন্যায় হয় তবে	এইতফসীলে ঐ ২পত্রের যে ইষ্টাম্প নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই ইষ্টাম্প।
২। নিয়মপত্র অর্থাৎ বৎসরে বৎসরে কি নিরূপিত অন্য সময়ে সময়ে টাকা দিবার যে নিয়মপত্রের অন্য ইষ্ট্যাম্প এই তফসীলে ধার্য্য হয় নাই তাহাতে	১০বৎসর পর্য্যন্ত দাতব্য ঐ টাকার খতের কিম্বা ঐ টাকা মোটে ন্যুন হইলে মোট টাকার খতের যত ইষ্টাম্প তত।
৩। পাট্টার কিম্বা কোন ভূমি কি ঘর কি স্থাবর অন্য সম্পত্তি যে নিয়ম কি শর্ত্তমতে ভাড়া দেওয়া যায়, কি অধিকার কি দখল করা যায়, তাহার নিয়মপত্রের কি চুম্বুকের কি স্মারক পত্রের।	সেই নিয়ম ও স্বত্বমতে সম্পত্তির পাট্টার যত ইষ্টাম্প লাগে তত।
পরন্তু সেই নিয়মপত্র কি চুম্বুক কি স্মারক পত্রক্রমে সেই ভূমির কি ঘরের কি অন্য স্থাবর সম্পত্তি কোন পাট্টা পরে করা গেলে তাহার উপর কেবল ॥০ আট আনার ইষ্টাম্প লাগিবে।	

উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।

জিলার ইষ্ট্যাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিত সেই নিয়মপত্র কি চুম্বুক কি স্মারক পত্র উপস্থিত করা গেলে তিনি সেই পাট্টার ঐ ইষ্ট্যাম্প বসাইবেন, নতুবা বসাইবেন না।

৪। টাকা আগাম প্রাপ্ত হইয়া কোন দ্রব্য চাষ কি প্রস্তুত কি উৎপন্ন করিবার কি যোগাইবার কি সমর্পণ করিবার নিয়মপত্র।

৫০ টাকার অনধিক আগাম দেওয়া গেলে	৴০
৫০ টাকার অধিক ১০০ টাকার অনধিক ঐ	৵০
১০০ ঐ ২০০ ঐ	৷০
২০০ ঐ ৫০০ ঐ	॥০
৫০০ টাকার অধিক দেওয়া গেলে	১৲ টাকা।

নজীর।—নীলবৃক্ষের আবাদ এবং সমর্পণের চুক্তি ভঙ্গ হইলে ঐ চুক্তির লিখিত পরিমাণ টাকা আদায় করণের জন্য মোকদ্দমায় অবধারিত হইল (১) যে, ঐ কার্য্যের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট টাকার উপর ইষ্ট্যাম্পের মাশুল নির্ভর করে; এবং (২) যে, যতকাল পর্য্যন্ত ইহা স্পষ্ট না হয় যে ঐ চুক্তিপত্রের সম্পর্ক বিশিষ্ট লোকদিগের অভিপ্রায়ে উল্লিখিত টাকা ক্ষতিশোধের বিষয় পরিশোধ করণের ন্যায় হইয়াছিল, সেই কাল পর্য্যন্ত এই কথার অতিরিক্ত ঐ আদালতের পক্ষে অন্য কোন বিষয়ের তদন্ত করা প্রয়োজনীয় হইবেক না, উক্ত আদালত যত টাকা প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার অধিক কোন পরিমাণ টাকার ফয়সলা দিতে পা রন না।—মেষ্টর জনডাইল্—বনাম—মান্দারি মণ্ডল। ৯ মার্চ্চ ১৮৬৬। ৴০

৫। ১০০ কি ততোধিক টাকার ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কোন নিদর্শন পত্র কি রেলওয়ে স্কূপ কিম্বা কোন জাইণ্টষ্টাক কোম্পানীর শ্যার কি বিল অফ এক্সচেঞ্জ ক্রয় কি বিক্রয় করণার্থে কি তৎসম্পর্কে যে নিয়মপত্র কি চুক্তিপত্র কিম্বা নিয়মপত্রের যে চুম্বুক কি স্মারক পত্র হয় তাহার ৴০

বর্জ্জিত বিষয়।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের কোন নিদর্শন পত্রের কি রেলওয়ের স্কূপের কি কোন জাইণ্টষ্টাক কোম্পানীর শ্যারের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জে ১০০ টাকার ন্যূন মূল্য হইলে, তাহা ক্রয় কি বিক্রয় করণার্থ কি তৎসম্পর্কে যে নিয়ম কি চুক্তিপত্র হয় কি তাহার যে চুম্বুক কি স্মারক পত্র হয়, তাহার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

কোন মাল কি বাণিজ্য দ্রব্য বিক্রয় করণার্থে কি তৎসম্পর্কে যে নিয়ম কি চুক্তিপত্র কিম্বা তাহার যে চুম্বুক কি স্মারক পত্র হয় তাহার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
৬। জাহাজ টানিবার জন্যে বাষ্পীয় জাহাজ ভাড়া করিবার নিয়মপত্র। যদি বন্দরের সীমার মধ্যে একিবার গমনের নিমিত্তে হয় তবে	॥•
বন্দরের সীমার বাহিরে যাইবার নিমিত্তে হইলে	১৲ টাকা।
৭। মাসে মাসে কি অধিক কোন কাল পর্য্যন্ত চাকরী করিবার কি স্বয়ং কর্ম্ম করিবার নিয়মপত্র।	
সেই নিয়মপত্রে যে মাসিক বেতন নির্দ্ধার্য্য হয় তাহা ৫ টাকার অধিক না হইলে	৴•
৫ টাকার অধিক কিন্তু ২০ টাকার অনধিক হইলে	।•
২০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০ টাকার অনধিক হইলে	।৹•
অন্য কোন স্থলে	১৲ টাকা।

বর্জ্জিত বিষয়।

এক মাসের ন্যূন কোন কাল পর্য্যন্ত চাকরী কি স্বয়ং কর্ম্ম করিবার নিয়মপত্রের ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

আফিডেবিট।

৮। আফিডেবিট কি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা কোন আদালতে অর্পণ কি পাঠ কি ব্যবহার করণের অব্যবহিত অভিপ্রায়ে না করা গেলে তাহার ফর্দ্দ প্রতি	১৲ টাকা।

অর্পণ পত্র।

৯। আসৈনমেণ্ট এতাবতা অর্পণ পত্র যদি হস্তান্তর করণ পত্র কি নিরূপণ পত্র নামে নির্দ্দিষ্ট পত্রের ন্যায় না হয় ও যদি বিশেষমতে বর্জ্জিত না হয় তবে—	
আট আনার ন্যূন মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিত মুখ্য দলীলে কি পত্রে কি লিপিতে যে সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হয় এমত সম্পর্কের অর্পণ পত্র হইলে	মুখ্য দলীলের যে ইষ্ট্যাম্প সেই।
অন্য কোন স্থলে।	৮৲ টাকা।

বর্জ্জিত বিষয়।

বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি প্রমিসরী নোট কি ক্রয় বিক্রয়ের যোগ্য অন্য দলীল কি বিল অফ লেডিং কেবল পৃষ্ঠে লিখন দ্বারা হস্তান্তর হইলে ও ইনস্যুরান্সের পালিসীর আসৈনমেণ্ট ক্রমে হস্তান্তর হইলে তাহার অর্পণ পত্রের ইষ্টাম্প লাগিবে না।

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।		
বিল অফ এক্সচেঞ্জ প্রভৃতি।			
১০। বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি বরাৎ চিঠী কি ড্রাফট কি চাক কি প্রমিসরি নোট কি হুণ্ডী, কিম্বা (এক কি অধিক জন সাক্ষির স্বাক্ষরিত খত কি পত্র কি লিপি ভিন্ন) টাকা দিবার জন্য আর্ডর অর্থাৎ আজ্ঞা কি নিবন্ধন পত্র হইলে—			
যদি বিশ টাকার অধিকের হয় ও অনডিমাণ্ড অর্থাৎ দাওয়া মাত্রে টাকা দিতে হয়, ও যে তারিখে দেওয়া যায় তাহা লেখা থাকে তবে তাহার	/০		
	এক কেতা মাত্র হইলে।	দুই কেতা হইলে প্রত্যেক কেতার এই ইষ্ট্যাম্প লাগিবে।	তিন কেতা হইলে প্রত্যেক কে-তার এই ইষ্ট্যাম্প লাগিবে।
এক সাইট অর্থাৎ বেমিয়াদী, অথবা তারিখ অবধি কি দর্শাইবার কালাবধি এক বৎসরের অনধিক মিয়াদের হুণ্ডীপ্রভৃতি			
১০০ টাকার অনধিকের হইলে	/০	/০	/০
১০০ টাকার অধিক ও ২৫০ টাকার অনধিক	৵০	৴/০	/০
২৫০ ঐ ৫০০ ঐ	।৵০	৵০	৵০
৫০০ ঐ ১০০০ ঐ	৸০	।৵০	।০
১০০০ ঐ ২৫০০ ঐ	১৷৷০	৸০	৷৷০
২৫০০ ঐ ৫০০০ ঐ	৩৲	১৷৷০	১৲
৫০০০ ঐ ১০০০০ ঐ	৬৲	৩৲	২৲
১০০০০ ঐ ২০০০০ ঐ	১২৲	৬৲	৪৲
২০০০০ ঐ ৩০০০০ ঐ	১৮৲	৯৲	৬৲

তাহার ঊর্দ্ধ ১০০০০ টাকার দশ সহস্রের কোন অংশের যদি কেবল এক কেতা হয় তবে উক্ত ইষ্ট্যাম্পের অতিরিক্ত ৬ টাকা কিম্বা যদি দুই কেতা হয়, তবে প্রত্যেক কেতার ঐ ইষ্ট্যাম্পের অধিক ৩ টাকা কিম্বা যদি তিন কেতা হয়, তবে প্রত্যেক কেতার ঐ ইষ্ট্যাম্পের অতিরিক্ত ২ টাকা।

যদি তাহাতে তারিখ না থাকে তবে দর্শাইবার কালে অর্থাৎ বেমিয়াদী হুণ্ডীর ইষ্ট্যাম্পের তুল্য ইষ্ট্যাম্প লাগিবে, কিন্তু যদি তারিখ কি টাকা দিবার মিয়াদ নিরূপণ থাকে তবে তত্তুল্য টাকার খতের যত ইষ্ট্যাম্প ১২প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট আছে তত ইষ্ট্যাম্প লাগিবে।

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
যদি তিন কেতার অধিক হয়, তবে তিন কেতা হইলে প্রত্যেকের যত ইষ্ট্যাম্প লাগে ঐতিনের অধিক প্রত্যেক কেতার ততই লাগিবে।	
যদি কেবল এক কেতা না হয়, তবে তাহার দুই কি তিন কেতা হইয়াছে এই কথা প্রত্যেক কেতায় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে ও তাহা ঐ তিন কেতার প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় কেতা ইহা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।	
যদি তারিখের পর কি দর্শাইবার পর এক বৎসরের অধিক কালে টাকা দিতে হয় তবে।	তত টাকার খতের যত ইষ্ট্যাম্প ১২ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তত।
বিল অফ লেডিং।	
১১। বিদেশে প্রেরণীয় মালের কি তজ্জনা বিল অফ লেডিঙ্গের	একি বিলের কি স্বীকার পত্রের কি দলীলের কিম্বা তাহার প্রত্যেক কেতার প্রত্যেক অংশের।০ আনা।
বিল অফ সেল অর্থাৎ বিক্রয় পত্র। হস্তান্তর করণপত্র ও রক্ষকীপত্র দেখ।	
খৎ।	
১২। বাও এতাবতা খৎ কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কি বিশেষ কতক টাকা নিয়ম বিনা কি বিনিয়মক্রমে দিবার অন্য নিবন্ধনপত্র যদি এই তফসীলে তাহার অন্য প্রকারের ইষ্ট্যাম্প নির্দ্ধারিত না হইয়া থাকে কিম্বা ইষ্ট্যাম্প হইতে মুক্ত না হয় তবে—	
২৫ টাকার অনধিকের হইলে	৵০
২৫ টাকার অধিক ও ৫০ টাকার অনধিক	।০
৫০ ঐ ১০০ ঐ	॥০
১০০ ঐ ২০০ ঐ	১৲ টাকা।
২০০ ঐ ৩০০ ঐ	২৲ টাকা।
৩০০ ঐ ৫০০ ঐ	৪৲ টাকা।
৫০০ ঐ ৭০০ ঐ	৫৲ টাকা।
৭০০ ঐ ১০০০ ঐ	৮৲ টাকা।
১০০০ ঐ ২০০০ ঐ	১০৲ টাকা।
২০০০ ঐ ৩০০০ ঐ	১৫৲ টাকা।
৩০০০ ঐ ৫০০০ ঐ	২৫৲ টাকা।
৫০০০ ঐ ১০০০০ ঐ	৩৫৲ টাকা।
১০০০০ ঐ ২০০০০ ঐ	৬০৲ টাকা।
২০০০০ ঐ ৪০০০০ ঐ	১০০৲ টাকা।
৪০০০০ ঐ ৬০০০০ ঐ	১২৫৲ টাকা।

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
৬০০০০ অধিক ৮০০০০ অনধিক হইলে	১৫০৲ টাকা।
৮০০০০ ঐ ১০০০০০ ঐ	২০০৲ টাকা।
লক্ষটাকার উর্দ্ধের প্রত্যেক অংশের	১০০৲ টাকা।
তাহার উর্দ্ধ প্রতি লক্ষ টাকার	২০০৲ টাকা।

নজীর।—নীলবৃক্ষের আবাদ এবং সমর্পণের চুক্তিভঙ্গ হইলে ঐ চুক্তির লিখিত পরিমাণ টাকা আদায় করণের জন্য মোকদ্দমাতে অবধারিত হইল (১) যে, ঐ কার্য্যের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্টটাকার উপর ইষ্ট্যাম্পের মাসুল নির্ভর করে; এবং (২) যে, যতকাল পর্য্যন্ত ইহা স্পষ্ট না হয় যে ঐ চুক্তিপত্রের সম্পর্ক বিশিষ্ট লোকদিগের অভিপ্রায়ে উল্লিখিত টাকা ক্ষতিশোধের বিষয় পরিশোধ করণের ন্যায় হইয়াছিল, সেইকাল পর্য্যন্ত এই কথার অতিরিক্ত ঐ আদালতের পক্ষে অন্য কোন বিষয়ের তদন্ত করা প্রয়োজনীয় হইবেক না। উক্ত আদালত যত টাকা প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার অধিক কোন পরিমাণ টাকার ফয়সালা দিতে পারেন না।—মেষ্টর জন্ ডাইল্—বনাম—মান্দারি মণ্ডল। ৯ মার্চ্চ ১৮৬৬।

নজীর।—প্রিবি কৌন্সেলে আপীলের খরচার নিমিত্ত জামিনীনামা সকল ১৮৬২ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের অন্তর্গত হইয়া থাকে এবং তাহার মধ্যের লিখিত কোন মূল্যের ইষ্ট্যাম্পের উপর লিপি বদ্ধ হওয়া উচিত।—সুনঝারি কোঙার—বনাম রামেশ্বর পাঁড়ে। ১৩ মার্চ্চ ১৮৬৬।

১৩। খাতকের স্বীকার পত্র কি প্রমিসরি নোট সহিত কি তদ্ভিন্ন তাহার কোন অধিকারপত্র কিম্বা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের নোট কি অন্য দিনর্শনপত্র কিম্বা কোন রেলওয়ের কি জাইণ্ট-ষ্টাক কোম্পানির শ্যার কি ডিবেনচুর অর্থাৎ টাকা প্রাপ্য হইবার পত্র কি বিল অফ লেডিং কিম্বা বাণ্ডহৌসে কি অন্য গুদামে গচ্ছিত মালের ওয়ারেণ্ট কিম্বা কোন প্রকারের মালের অর্পণপত্র গচ্ছিত করিয়া যে ঋণ দেওয়া যায় তাহার খৎ কি নিয়মপত্র। যদি সেই নিয়মপত্র খতের কিম্বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি প্রমিসরি নোটের ন্যায়, অথবা যাহাতে পৃষ্ঠে লিখন দ্বারা ক্রয় বিক্রয়ের যোগ্য দলীল হইতে পারে এমন ভাবে না লেখা যায়, তবে যত টাকার হউক ঐ ঋণ এক মাসের অনধিক কালের নিমিত্তে হইলে	১৲ টাকা।
এক মাসের অধিক ও দুই মাসের অনধিক কালের নিমিত্তে হইলে	২৲ টাকা।
দুই মাসের অধিক ও তিন মাসের অনধিক কালের নিমিত্তে হইলে	৪৲ টাকা।

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
তিন মাসের অধিক কালের হইলে	তত মূল্য টাকার খতের যত ইষ্ট্যাম্প ১২ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তত।
১৪। জাহাজের বোঝাই দ্রব্যের ও জাহাজের জামিনীতে ঋণ বিষয়ি খৎ অন্য নিবন্ধন পত্রের	তত টাকার খতের যত ইষ্ট্যাম্প ১২ প্রকরণে নির্দ্দিষ্টহইয়াছে তত।
১৫। গবর্ণমেণ্টের কোন নিদর্শনপত্র কিম্বা সাধারণ কোন কোম্পানির ষ্টাক হস্তান্তর করণের, কিম্বা যাহার মূল্য নিরূপণ হইতে পারে এমত কোন বিষয় কি দ্রব্য সমর্পণ করণে কি তাঁহার হিসাব দেওনের জামিনীস্বরূপ যে খৎ কি অন্য নিবন্ধন পত্র দেওয়া যায়	যত টাকা কি যত টাকার হিসাব দিবার নিয়ম হয় তাহা কিম্বা যে দ্রব্য সমর্পণ কি হস্তান্তর করিতে হইবেক তাহার মূল্য দিবার খতের যত ইষ্ট্যাম্প ১২ প্রকরণে নির্দ্দি হইয়াছে তত।
১৬। খৎ কি অন্য নিবন্ধনপত্র দ্বারা যে মূল টাকা নির্দ্ধারিত হয় তাহার সুদ ভিন্ন, নির্দ্দিষ্ট কি অনির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্তে যে টাকা বৎসরে২ কি নিরূপিত অন্য অন্য সময়ে দিতে হইবেক তাহার খৎ কি নিবন্ধন পত্রের	বৎসরের দেনা টাকার দশগুণ টাকা কিম্বা মোটে ন্যূন হইলে সেই মোটে টাকা দিবার খতের যত ইষ্ট্যাম্প ১২ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তত
১৭। খৎ কি অন্য নিবন্ধনপত্র যত টাকার হয় তাহা নির্দ্দিষ্ট না হইলে সেই খতের কি নিবন্ধন পত্রের	স্বেচ্ছামতের ইষ্ট্যাম্প লাগিবে-আইনের ২৭ ধারা দেখ।
যদি তাহাতে টাকার নির্দ্দিষ্ট থাকে, তবে	ঐ নির্দ্দিষ্ট টাকার খতের যত ইষ্ট্যাম্প ১২ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তত।
১৮। কোন পদের কর্ম্ম কি কোন কার্য্য উপযুক্ত মতে নিষ্পন্ন করিবার খৎ কি অন্য নিবন্ধন পত্রের ও অন্য যে কোন খতের এই তফসীলে স্পষ্ট বিধান হয় নাই কি ইষ্ট্যাম্প হইতে মুক্ত হয় নাই তাহার খৎ হইলে	স্বেচ্ছামতের ইষ্ট্যাম্প আইনের২৭ ধারা দেখ।

উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প

১৯। হস্তান্তর করণ পত্রের কি টাকার খতের যে ইষ্ট্যাম্প নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তত্তুল্য ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা কোন দলীলের কি পত্রের সহিত প্রতিপোষক জামিনী স্বরূপে, অথবা (টাকা দেওনের কি সম্পত্তি হস্তান্তর করণের কিম্বা কোন টাকার দাওয়া পরিশোধের চুক্তি কি প্রতিজ্ঞা কি নিয়মপত্র ভিন্ন) অন্য কোন চুক্তিপত্র কি প্রতিজ্ঞা কি নিয়মপত্রমতে কর্ম্ম সমাধার জামিনীস্বরূপে, যে খৎ কি অন্য নিবন্ধন পত্র লওয়া যায় ....

সেই দলীল কি পত্র কি চুক্তিপত্র কি প্রতিজ্ঞাপত্র কি নিয়মপত্র যদি আট টাকার অনধিক মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা যায় তবে তত্তুল্য ইষ্ট্যাম্প নতুবা আট টাকার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে।

নজীর।—নীলবৃক্ষের আবাদ এবং সমর্পণের চুক্তিভঙ্গ হইলে ঐ চুক্তির লিখিত পরিমাণ টাকা আদায় করণের জন্য মোকদ্দমায় অবধারিত হইল (১) যে, ঐ কার্য্যের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট টাকার উপর ইষ্ট্যাম্পের মাসুল নির্ভর করে; এবং (২) যে, যতকাল পর্য্যন্ত ইহা প্রতীত না হয় যে ঐ চুক্তিপত্রের সম্পর্ক বিশিষ্ট লোকদিগের অভিপ্রায়ে উল্লিখিত টাকা ক্ষতিশোধের বিষয় পরিশোধ করণের ন্যায় হইয়াছিল, সেইকাল পর্য্যন্ত এই কথার অতিরিক্ত ঐ আদালতের পক্ষে অন্য কোন বিষয়ের তদন্ত করা প্রয়োজনীয় হইবেক না, উক্ত আদালত, যত টাকা প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহার অধিক কোন পরিমাণ টাকার ফয়সালা দিতে পারেন না।—মেষ্টর জন্ ডাইল্—বনাম—মান্দারি মণ্ডল। ১ মার্চ্চ ১৮৬৬।

সর্টিফিকট।

২০। সর্টিফিকট অর্থাৎ কোন জাইণ্টষ্টাক কি অন্য কোম্পানীর কি প্রস্তাবিত কি অনুকল্পিত কোম্পানীর কোন এক কি অধিক শ্যারেতে কি স্কৃপেতে ঐ সর্টিফিকটধারি কিম্বা অন্য ব্যক্তির স্বত্ব কি অধিকার প্রকাশক কি প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ার্থক দলীল, অথবা সর্টিফিকটধারি কিম্বা অন্য ব্যক্তির এইক্ষণে কি ভাবিকালে তদ্রূপ কোন কোম্পানীর এক কি অধিক শ্যারের কি স্কৃপের স্বামী হওয়ার প্রকাশক কি স্বত্বদায়ক সর্টিফিকটের .. ।০

চার্টর পার্টি।

২১। চার্টর পার্টি অর্থাৎ সমুদ্রগামী কোন জাহাজের চার্টর করিবার কি ভাড়া লইবার কোন নিয়মপত্রের কি চুক্তি পত্রের .. ২ টাকা।

রফানামা।

২২। রফানামা অথবা মহাজন ও খাতকের মধ্যে প্রতিজ্ঞা পত্র .... ৮ টাকা।

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।

হস্তান্তর করণ পত্র।

২৩। হস্তান্তর করণ পত্র অথবা টাকার বিনিময়ে কোন ভূমি কি বসত স্থান কি খাজানা কি বার্ষিক বৃত্তি কিম্বা স্থাবর কি অস্থাবর অন্য সম্পত্তি কি পাট্টা ইত্যাদি কি বিষয়, কিম্বা কোন ভূমিতে কি বাটীতে কি খাজানাতে কি বার্ষিক বৃত্তিতে কি অন্য সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব কি অধিকার কি দাওয়া কি সম্পর্ক বিক্রয় কি হস্তান্তর করণার্থে, এতাবতা মুখ্য কি অদ্বিতীয় যে দলীল কি পত্র কি লিপিদ্বারা বিক্রীত সম্পত্তি ক্রেতার কিম্বা তাঁহার আদেশ মতে অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি হস্তান্তর করা যাইবে কি প্রকারান্তরে অর্পিত হইবে, তজ্জন্যে কি তৎসম্পর্কে যে কোন রূপে কি প্রকারের দলীল কি পত্র করা যায়।

তাহার যে মূল্য কি তাহার বিনিময়ে দত্ত যে টাকা তাহাতে ব্যক্ত কি অঙ্কিত থাকে, তাহা এক শত টাকার অনধিক হইলে ..				১ টাকা।
১০০ টাকার অধিক ও ২০০ টাকার অনধিক হইলে				২ টাকা।
২০০	ঐ	৪০০	ঐ	৪ টাকা।
৪০০	ঐ	৮০০	ঐ	৮ টাকা।
৮০০	ঐ	১২০০	ঐ	১২ টাকা।
১২০০	ঐ	২০০০	ঐ	২০ টাকা।
২০০০	ঐ	৩০০০	ঐ	৩০ টাকা।
৩০০০	ঐ	৪০০০	ঐ	৪০ টাকা।
৪০০০	ঐ	৫০০০	ঐ	৫০ টাকা।
৫০০০	ঐ	৭৫০০	ঐ	৭৫ টাকা।
৭৫০০	ঐ	১০০০০	ঐ	১০০ টাকা।
১০০০০	ঐ	২০০০০	ঐ	১৫০ টাকা।
২০০০০	ঐ	৪০০০০	ঐ	২০০ টাকা।
৪০০০০	ঐ	৬০০০০	ঐ	৩০০ টাকা।
৬০০০০	ঐ	৮০০০০	ঐ	৪০০ টাকা।
৮০০০০	ঐ	১০০০০০	ঐ	৫০০ টাকা।
ও তদূর্দ্ধ প্রত্যেক ৫০০০০ টাকার				২০০৲ টাকা।
ও তাহার কোন অংশের				১০০৲ টাকা।

২৪। সম্পত্তির বিনিময়ে বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া গেলে তাহার হস্তান্তর করণ পত্র .... — ক্রয়ের মূল্য ঐ বার্ষিক বৃত্তির দশগুণের সমান হইলে হস্তান্তর করণ পত্রের মত ইষ্ট্যাম্প শুল্ক।

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
২৫। যাহার অন্য ইষ্টাম্প নির্দ্ধারিত নাই এমত অন্য কোন প্রকারের হস্তান্তর করণপত্র। এতাবতা হস্তান্তরিত সম্পত্তির মূল্য কিম্বা যাহার বিনিময়ে হস্তান্তর করণ হয় তাহার মূল্য সেই হস্তান্তর করণ পত্রে ব্যক্ত কি দৃষ্ট হইলে	হস্তান্তরকরণের বিনিময়ে ঐ মূল্যের সমান টাকা পত্রে ব্যক্ত থাকিলে তাহার যত ইষ্টাম্প লাগিত তত।
হস্তান্তর করণপত্রে মূল্য দৃষ্ট না হইলে ৫	৫০ টাকা।
২৬। ব্যাঙ্কের কর্ম্মকারি সমাজের কি জাইন্টষ্টাক কোম্পানীর শ্যার দলীল দ্বারা কি পৃষ্ঠে লিখন দ্বারা হস্তান্তর করণপত্র। যে শ্যার হস্তান্তর করা যায় তাহার মূল্য যদি বাজারে ১০০ টাকার অনধিক হয় তবে শ্যার প্রতি	।০
১০০ টাকার অধিক ও ২০০ টাকার অনধিক হইলে	।।০
২০০ ঐ ৩০০ ঐ	৸০
৩০০ ঐ ৪০০ ঐ	১ টাকা।
ও তদুর্দ্ধ শত টাকা প্রতি অধিক ।০ আনার ইষ্টাম্প ও তদ্রূপ কোন শ্যারের অর্দ্ধ কি চতুর্থাংশ হস্তান্তর করণপত্রের উক্ত নিয়মানুযায়ি ইষ্ট্যাম্প লাগিবে।	

বর্জ্জিত বিষয়।

গবর্ণমেণ্টের কোন লোন কি কোম্পানীর কাগজ হস্তান্তর করণপত্রের ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

২৭। সংসৃষ্টি পত্রের কি দলীলের	৮ টাকা।

অনুলিপি অর্থাৎ নকল

২৮। অনুলিপি এতাবতা কোন দলীলের কি পত্রের কি লিপির যথার্থ অনুলিপি কি তাহা হইতে যথার্থরূপে গৃহিত কথা বলিয়া যাহাতে স্বাক্ষর হয় কি সর্টিফিকট দেওয়া যায় ও দেওয়ানী কি রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন মোকদ্দমায় যাহা প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করণার্থ দেওয়া যায়, কিম্বা ঐ দলীলের কি পত্রের কি লিপির কোন পক্ষকে কিম্বা তদ্দারা কোন লভ্য কি সম্পর্ক অব্যবহিত রূপে প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লাভ রক্ষণার্থে কি ব্যবহারার্থ করা যায়, এমত অনুলিপি কি গৃহীত কথার	মুখ্য দলীলের কি পত্রের লিপির ইষ্ট্যাম্প আট আনার, অধিক না হইলে তত্তুল্য ইষ্ট্যাম্প।
যদি মুখ্য দলীলের আট আনার অধিক কিন্তু দশ টাকার অনধিক ইষ্ট্যাম্প লাগে তবে	১ টাকা।

উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।

যদি মুখ্য দলীলের দশ টাকার অধিক কিন্তু পঞ্চাশ টাকার অনধিক ইষ্ট্যাম্প লাগে তবে .... ২ টাকা।

যদি মুখ্য দলীলের ৫০ টাকার অধিক ইষ্ট্যাম্প লাগে তবে ... ৫ টাকা।

মন্তব্য। উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিত যে কোন অনুলিপি কোন সময়ে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করা যায়, সেই নকল সেই অভিপ্রায়ে করা গিয়াছে, এমন জ্ঞান হইবেক।

নজীর।—যে আসল দলীল মোকদ্দমার নির্ভর করণের হেতু হয় তাহার প্রতিলিপি ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখনের ত্রুটি প্রযুক্ত ঐ মোকদ্দমা ডিসমিস করিলে আইন সঙ্গত কার্য্য হয় না।......রাজনারায়ণ সিংহ—বনাম—কোস্তার দৌলত সিংহ। ২৭ জুন ১৮৬৬।

২৯। যে ব্যক্তি দলীল কি পত্র কি লিপির এক পক্ষ নহেন কিম্বা তৎক্রমে যাহার অব্যবহিত রূপে কোন লাভ কি সম্পর্ক প্রাপ্তি না হয়, এমত ব্যক্তির লাভ রক্ষণার্থে কি ব্যবহারার্থে ঐ অনুলিপি করা গেলে তাহার ফর্দ্দ* প্রতি .... ।।০ আনা।

৩০। অনুলিপি, এতাবতা কোন উইল কি টেষ্টামেণ্ট (অর্থাৎ কোন ব্যক্তির মরণোত্তরে তাঁহার স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক তাঁহার ইষ্টজ্ঞাপক পত্রের) কি তাঁহার ক্রোড় পত্রের কিম্বা কোন উইলের কি ক্রোড়পত্রের প্রোবেট (অর্থাৎ প্রমাণ পত্রের) কি প্রোবেটের অনুলিপি কি কোন লেটর অফ আডমিনিষ্ট্রেসন (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির অধ্যক্ষতা করিবার ক্ষমতাপত্রের) কিম্বা তদ্রূপ ইষ্টজ্ঞাপক উইলের কি দানপত্রের স্থিরীকরণ পত্রের কি তাহার কোন অংশের যথার্থ অনুলিপি বলিয়া, কিম্বা দেওয়ানী রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন মোকদ্দমায় প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করণাভিপ্রায়ে কৃত বলিয়া, যে অনুলিপিতে স্বাক্ষর হয় কি সর্টিফিকট দেওয়া যায় সেই অনুলিপির .... ১ টাকা।

৩১। কোন দলীল কি পত্র কি লিপি সংযুক্ত কোন দলীলের কি পত্রের লিপির অনুলিপি কি গৃহিত কথা .... যে দলীলের কি লিপির কি পত্রের নকল করাযায় কি যাহাহইতে কথা গৃহীত হয় তাহা যদি ।।০ আনার অনধিক মূল্যের কাগজে লেখা থাকে তবে তত্তুল্য মূল্যের নতুবা ফর্দ্দ প্রতি ।।০ আনার ইষ্ট্যাম্প।

* "ফর্দ্দ" এই শব্দেতে হজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর ৪ ধারামতে যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করেন সেই পরিমাণের কোন ইষ্ট্যাম্প কাগজ কি অন্য দ্রব্য বুঝাইবে।

উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।

৩২। কোন গবর্ণমেণ্ট আফিস হইতে কোন রিকার্ডের কি পত্রের কি হিসাবের কি বর্ণনাপত্রের কি রিপোর্টের কি অন্য লিপির স্বাক্ষরিত কি সর্টিফিকট যুক্ত যে অনুলিপি কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তাহার ফর্দ্দ প্রতি .... ।• আনা।

কোন আদালত কি রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কাছারী প্রভৃতি হইতে আদালত কি রাজস্ব সংক্রান্ত পত্রের যে অনুলিপি দেওয়া যায় তদ্বিষয়ে .... B চিহ্নিত তফসীল দেখ।

বর্জ্জিত বিষয়।

যে কাগজপত্রে এই তফসীলে কোন ইষ্ট্যাম্প নির্দ্দিষ্ট নাই তাহার যে অনুলিপি কোন রাজকীয় কার্য্যকারকের করিতে কি দিতে হয়, সেই অনুলিপির ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

প্রতিলিপি।

৩৩। পাট্টার প্রতিলিপির .... পাট্টার যত টাকার ইষ্ট্যাম্প তত।

বর্জ্জিত বিষয়।

কোন রাইয়ৎ কি ভূমির প্রকৃত কৃষক পাট্টার প্রতিলিপি করিলে, যদি সেই ব্যাপারের এক অংশ স্বরূপে কোন পণ দিতে না হয়, তবে তাহার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

(মান্দ্রাজের।)

মান্দ্রাজ প্রেসীডেন্সীর অন্তর্গত, গবর্ণমেণ্টের মালগুজারী জমী বিষয়ে ভূম্যধিকারির ও রাইয়তের মধ্যে যে পাট্টা হয় তাহার প্রতিলিপির ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

পাট্টার প্রতিলিপি এই শব্দের মধ্যে কবুলিয়ত প্রভৃতি ধরিতে হইবেক।

প্রতিজ্ঞাপত্র।

৩৪। প্রতিজ্ঞাপত্র, এতাবতা কোন স্থাবর সম্পত্তি কি তাহাতে কোন স্বত্ব কি সম্পর্ক বিক্রয় করণ কি বন্ধক দেওন কালে, ঐ সম্পত্তি কি স্বত্ব কি সম্পর্ক হস্তান্তর কি অর্পণ কি সমর্পণ কি মুক্ত করণার্থে, অথবা সেই সম্পত্তির কি স্বত্বের কি সম্পর্কের অধিকার কি নিষ্কণ্টকে ভোগ কি দায় হইতে মুক্ত করণার্থে, কিম্বা আরো দৃঢ় করণার্থে, কি প্রকারান্তরে তদ্বিষয়ে ক্ষতি নিবারণার্থে কিম্বা অধিকারপত্র কি তৎসম্পর্কীয় অধিকার পোষকপত্র উপস্থিত করণার্থে, কিম্বা তন্মধ্যে সমস্ত কি কোন অভিপ্রায়ে কোন

* এই তফসীল ১৮৬৭ সালের ২৩ আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে অতএব এই পুস্তকে উক্ত আইনের B চিহ্নিত তফসীল দেখ।

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
স্বতন্ত্র প্রতিজ্ঞাপত্র, (এই তফসীলে হস্তান্তর করণপত্র বলিয়া যাহার মূল্যানুসারে ইষ্ট্যাম্প ধার্য্য হয় এমত প্রতিজ্ঞাপত্র না হইলে.) তাহার	১০ টাকা।
৩৫। দানপত্র কি যৌতুক ধন নিরূপণ পত্র অর্থাৎ বর্ত্তমানে কি ভাবীকালে যাহা সফল হইবেক, তাহার সময় নির্দ্ধারিত হইলে কি না হইলেও	হস্তান্তরকরণপত্রের তুল্য ইষ্ট্যাম্প লাগিবে।
৩৬। যে কোন প্রকারের দলীলের এই তফসীলে প্রকারান্তরের ইষ্ট্যাম্প ধার্য্য হয় নাই কি ইষ্ট্যাম্পের মাসুল হইতে মুক্ত হয় নাই তাহার	১ টাকা।
৩৭। যে কোন প্রকার দলীলের কি পত্রের কি লিপির এই আইনমতে ইষ্ট্যাম্প ধার্য্য হইয়াছে তাহার ডুপ্লিকেটের কি প্রতিলিপির যদি এই তফসীলে প্রকারান্তরের ইষ্ট্যাম্প ধার্য্য না হয়, কিম্বা ইষ্ট্যাম্প হইতে বিশেষমতে মুক্ত না হয়, তবে	মুখ্যদলীলের ইষ্ট্যাম্প ।০ আনার অনধিক হইলে তত্তুল্য ইষ্ট্যাম্প।
মুখ্য দলীলের ইষ্ট্যাম্প ।০ আনার অধিক কিন্তু ১০ টাকার অনধিক হইলে	১৲ টাকা।
মুখ্য দলীলের ইষ্ট্যাম্প ১০ টাকার অধিক কিন্তু ৫০ টাকার অনধিক হইলে	২৲ টাকা।
মুখ্য দলীলের ইষ্ট্যাম্প ৫০ টাকার অধিক হইলে	৫৲ টাকা।
কিন্তু উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্পকাগজে লেখা ঐ মুখ্য দলীল জিলার ইষ্ট্যাম্প দ্বারা উৎপন্ন রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত না করা গেলে তিনি সেই ডুপ্লিকেট কি প্রতিলিপির ইষ্ট্যাম্প বসাইবেন না।	

বিনিময়-পত্র।

৩৮। বিনিময় পত্র এতাবতা যে কোন দলীল কি পত্র কি লিপিক্রমে কোন স্থাবর সম্পত্তি অন্য সম্পত্তির বিনিময়ে হস্তান্তর কি সমর্পণ করা যায় তাহার	হস্তান্তর করণপত্রের তুল্য ইষ্ট্যাম্প।

পাট্টা।

৩৯। পাট্টা এতাবতা খাজনা কি ভাড়া বিনা পণ প্রভৃতি স্বরূপে কোন টাকা দিয়া চিরকালীন কিম্বা কতক বৎসর মিয়াদি কিম্বা এক কি অধিক জনের জীবনান্তে যাহা স্থগিত হইবেক কিম্বা প্রকারান্তরের ঘটনার বশে যে পাট্টা দেওয়া যায়	ঐ পণ প্রভৃতি তুল্য মূল্যের হস্তান্তরকরণ পত্রের কি বিক্রয় পত্রের যত ইষ্ট্যাম্প লাগে তত।

	উপযুক্ত ইষ্টাম্প।	
	এক বৎসরের অনধিক মিয়াদের হইলে।	এক বৎসরের অধিক মিয়াদের হইলে
৪০। পণ প্রভৃতি বিনা যে ভূমি কি বাটী কি স্থাবর অন্য সম্পত্তি ভাড়া কি খাজানা করিয়া দেওয়া যায় তাহার কোন পাট্টা		
এক বৎসরের খাজনা কি ভাড়া ২৪ টাকার অনধিক হইলে ...	।০	।।০
২৪ টাকার অধিক কিন্তু ৫০ টাকার অনধিক হইলে	।।০	৸০
৫০ ঐ ১০০ ঐ	৸০	১৲
১০০ ঐ ২৫০ ঐ	১৲	২৲
২৫০ ঐ ৫০০ ঐ	২৲	৪৲
৫০০ ঐ ১০০০ ঐ	৪৲	৮৲
১০০০ ঐ ২০০০ ঐ	৮৲	১৬৲
২০০০ ঐ ৪০০০ ঐ	১৬৲	৩২৲
৪০০০ ঐ ৬০০০ ঐ	২৪৲	৪৮৲
৬০০০ ঐ ১০০০০ ঐ	৪০৲	৮০৲
১০০০০ ঐ ২৫০০০ ঐ	১০০৲	২০০৲
২৫০০০ ঐ ৫০০০০ ঐ	২০০৲	৪০০৲
ও তদূর্দ্ধ প্রত্যেক ২৫০০০ টাকার ও তাহার কোন অংশের ..	১০০৲	২০০৲
৪১। পণ প্রভৃতি স্বরূপে কিছু টাকা না দিয়া যে ভূমি কি বাটী কি স্থাবর অন্য সম্পত্তি অনিরূপিত মিয়াদের নিমিত্তে ভাড়া কি খাজানা করিয়া দেওয়া যায় তাহার কোন পাট্টা	একবৎসরের অধিক কালের পাট্টার তুল্য ইষ্টাম্প।	
৪২। পণপ্রভৃতিক্রমে ভাড়ার কি খাজানার নিয়ম করত যে ভূমির কি বাটীর কি স্থাবর অন্য সম্পত্তির কোন পাট্টা দেওয়া যায় তাহার	পণের বিনিময়ে হস্তান্তর করণপত্র ও ভাড়ার কি খাজানার পাট্টা এই দুইয়ের যত ইষ্ট্যাম্প লাগে সেই উভয়ের তুল্য ইষ্টাম্প।	

বর্জ্জিত বিষয়।

রাইয়তকে কি প্রকৃত অন্য কৃষককে যে কোন পাট্টা দেওয়া যায় তাহার ইষ্টাম্প লাগিবে না। কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে ঐ কার্য্যের অংশ স্বরূপে কোন পণ না দেওয়া যায়।

(মান্দ্রাজের।)

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে গবর্ণমেণ্টের মালগুজারী জমীর বিষয়ে ভূম্যধিকারী ও রাইয়তের মধ্যে যে পাট্টা কি অন্য বন্দোবস্ত করা যায় তাহার ইষ্টাম্প লাগিবে না।

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
মোক্তারনামা।	
৪৩। মোক্তারনামা। B চিহ্নিত তফসীলের* নির্দ্দিষ্ট মোক্তার নামা ভিন্ন	৪৲ টাকা।
সেই মোক্তার নামা যদি কেবল একি কার্য্যের উপলক্ষে হয় ও যে সম্পত্তির বিষয়ে ঐ কার্য্য হয় তাহার মূল্য যদি নির্দ্দিষ্ট থাকে ও ৫০০ টাকার অনধিক হয় তবে	১৲ টাকা।
৪৪। নিষ্পত্তি কি নালিশী বিষয়, স্বীকার করিবার মোক্তার-নামা, কিন্তু অন্য যে দলীল এই আইনক্রমে মূল্যানুসারে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায়, সেই দলীলের নির্দ্দিষ্ট কোন টাকা পরিশোধ করিবার প্রতিপোষক জামীন স্বরূপে না দেওয়া গেলে	খতের যে ইষ্টাম্প লাগে সেই।
ঐ মোক্তার নামা পাঁচ শতের অধিক টাকা রক্ষা করণার্থে দেওয়াগেলে ও যে ব্যক্তি মোক্তার নামা দেন তিনি সেই টাকার নিমিত্তে মোকদ্দমা চলনকালীন হুকুমমতে কি হুকুম জারী ক্রমে কয়েদ থাকিলে	৪৲ টাকা।
যদি পূর্ব্বোক্তমতে প্রতিপোষক জামিনী স্বরূপে দেওয়া যায় তবে	৫৲ টাকা।
মন্তব্য। কোন আদালতে কিম্বা রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্য্যকারকেরদের সম্মুখে উপস্থিত থাকা মোকদ্দমা কি কোন প্রকারের কার্য্য চালাইবার জন্যে যাহা প্রয়োজন হয়, এমত ওকালৎনামা কি মোক্তারনামা প্রভৃতির বিষয়ে	B চিহ্নিত তফসীল* দেখ।
অনুমতি পত্র।	
৪৫। অনুমতিপত্র এতাবতা খাতক ঋণ শোধ করিতে না পারিলে মহাজন যে অনুমতিপত্রক্রমে তাহার অধিক কাল নিরূপণ করেন তাহার	৮৲ টাকা।
বন্ধকীপত্র।	
৪৬। বন্ধকীপত্র, এতাবতা কোন স্থাবর সম্পত্তির অধিকার দিয়া কি না দিয়া, কিম্বা অস্থাবর কোন সম্পত্তির অধিকার না না দিয়া, তাহার কি তদ্বিষয়ের যে কোন বন্ধকীপত্র কি কটকওয়ালা অর্থাৎ নিয়মে বদ্ধ বিক্রয়পত্র কি অর্পণপত্র কি পণপত্র কিম্বা বন্ধকী খৎক্রমে কি বন্ধকীপত্রের কি নিয়মবদ্ধ বিক্রয়পত্রের কি পণপত্রের কি বন্ধকীখতের তুল্য প্রকারের কোন স্বীকারপত্র ক্রমে যে টাকা প্রাপ্য হয় কি ঋণ দেওয়া যায়, তাহার প্রতিভূ	

* B চিহ্নিত তফসীল ১৮৬১ সালের ২৩ আইনদ্বারা রহিত হইয়াছে অতএব তৎপরিবর্ত্তে উক্ত ২৩ আইন দেখ।

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
স্বরূপ হইলে সেই পত্রের, এবং প্রাপ্য কি ঋণ দেওয়া টাকা পরিশোধ হইবার প্রতিভূস্বরূপে যদি কোন সম্পত্তির অধিকার পত্র অর্পণ হয়, তবে তাহার সহিত যে কোন দলীল কি যুক্তিপত্র দেওয়া যায় তাহার	সেই প্রাপ্য কি ঋণ দেওয়া টাকার খতের যে ইষ্ট্যাম্প লাগে তত্তুল্য ইষ্ট্যাম্প।
৪৭। কোন অস্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ পূর্ব্বক যে টাকা ঋণ স্বরূপে কি অগ্রিম দেওয়া যায়, তাহার বন্ধকীপত্র কি নিয়মবদ্ধ বিক্রয়পত্র কি অর্পণপত্র কি পণপত্র কি বন্ধকী খৎ কিম্বা বন্ধকী পত্রের কি নিয়মবদ্ধ বিক্রয় পত্রের কি অর্পণ পত্রে কি পণপত্রের কি বন্ধকী খতের তুল্য প্রকারে কোন স্বীকারপত্র হইলে	অঙ্গীকার পত্রের তুল্য ইষ্টাম্প।
৪৮। কোম্পানির কাগজ হস্তান্তর করিবার কিম্বা নিরূপিত কালের নিমিত্তে বার্ষিক টাকা দিবার কিম্বা যেবিষয়ের কি দ্রব্যের নিরূপণ হইতে পারে তাহা ভবিষ্যৎ কোন কালে দিবার প্রতিভূস্বরূপে কোন স্থাবর সম্পত্তির কি তাহার কোন স্বত্ব কি অধিকার কি সম্পর্কের অধিকার দিয়া কি না দিয়া, যে বন্ধকীপত্র কি অর্পণ পত্র কি বন্ধকী খৎ দেওয়া যায় তাহার	যত টাকা নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা কি ঐ দ্রব্যের প্রকৃত মূল্যের টাকা দিবার খতের যে ইষ্টাম্প লাগে তত্তুল্য ইষ্টাম্প।
৪৯। জীবনপর্য্যন্ত কিম্বা অন্য অনিরূপিত কালের নিমিত্তে বার্ষিক টাকা দিবার প্রতিভূস্বরূপে কোন স্থাবর সম্পত্তির কিম্বা তাহাতে কোন স্বত্ব কি অধিকার কি সম্পর্কের অধিকার দিয়া যে বন্ধকী পত্র কি নিয়মবদ্ধ বিক্রয়পত্র কি অর্পণ পত্র কি পণপত্র কি বন্ধকী খৎ দেওয়া যায় তাহার	বার্ষিক যত টাকা দিতে হয় তাহার দশগুণ টাকার যত ইষ্ট্যাম্প লাগে তত্তুল্য ইষ্ট্যাম্প।
ঐ বন্ধকীপত্র যত টাকার প্রতিভূস্বরূপে হয় তাহা নিরূপিত কতক টাকায় অধিক না হইবার নিয়ম থাকিলে ...	ঐ নিরূপিত টাকার বন্ধকীপত্রের যত ইষ্টাম্প লাগে তত ইষ্টাম্প।
বন্ধকীপত্র যে টাকার প্রতিভূস্বরূপ হয়, তাহার সীমা নিরূপণ না হইলে	স্বেচ্ছামতের ইষ্ট্যাম্প আইনের ২৭ধারা দেখ।
৫০। বন্ধকীপত্র যে টাকার প্রতিভূস্বরূপ হয় সেই টাকার খৎ যদি পূর্ব্বে হইয়া থাকে, কিম্বা অন্য কোন কারণবশতঃ অন্য যে কার্য্যের দলীল ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হয়, তদ্রূপ দলীল হওয়াতে যদি ঐ বন্ধকীপত্র ঐ কার্য্যের কেবল প্রতিপোষক প্রতিভূস্বরূপ হয়, এমত স্থলে	ঐ খত কি অন্য দলীল আট টাকার অনধিক মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা থাকিলে তাহার তুল্য ইষ্ট্যাম্প নতুবা আট টাকার ইষ্ট্যাম্প।

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
মন্তব্য। উভয়পক্ষ ঐ বন্ধকের কার্য্য যে প্রকারে সিদ্ধ করিতে চাহে, তদর্থে যদি এক দলীলের অধিকের প্রয়োজন হয়, তবে মুখ্য দলীল উপযুক্ত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে করা গেলে, সেই মুখ্য দলীল ভিন্ন প্রত্যেক দলীলের	মুখ্য দলীল ৮টাকার অনধিক মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা গেলে তত্তুল্য ইষ্ট্যাম্প নতুবা ৮ টাকার ইষ্ট্যাম্প।
বৰ্জ্জিত বিষয়।	
বিল অফ এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ হুণ্ডী সম্বলিত যে বন্ধকী খৎ থাকে তাহার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।	
বন্ধকী সম্পত্তি।	
৫১। বন্ধকী সম্পত্তির প্রত্যর্পণ পত্র	অর্পণপত্রের তুল্য ইষ্ট্যাম্প।
৫২। বন্ধকী সম্পত্তি মুক্ত করণের স্বত্বক্রমে মুক্তি করণ-পত্র	হস্তান্তরকরণপত্রের তুল্য ইষ্টাম্প।
উকীল দ্বারা লিখিত কথা।	
৫৩। নোটেরিয়ল আক্ট, এতাবতা উকীল দ্বারা লিখিত যে পত্রের প্রকারান্তরের ইষ্টাম্প এই তফসীলে নির্দ্ধারিত নাই তাহার	২৲ টাকা।
সম্পত্তি বিভাগ পত্র।	
৫৪। মহাল কিম্বা স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা হিন্দুরদের মধ্যে যেমন হইয়া থাকে, তেমনি সাধারণ ভ্রাতৃ ভোগ পৃথক করণ ভাবে, উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে কি রাজকীয় কার্য্যকারক কর্ত্তৃক যে বিভাগ করা যায়, সেই বিভাগপত্রের যে অনুলিপি প্রত্যেক অংশী লন, তাহার সেই অংশির অংশের মূল্য এক শত টাকার অধিক না হইলে	৷৷০ আনা।
১০০ টাকার অধিক ও ২০০ টাকার অনধিক হইলে	১৲ টাকা।
২০০ ঐ ৪০০ ঐ	২৲ টাকা।
৪০০ ঐ ৬০০ ঐ	৪৲ টাকা।
৬০০ ঐ ৮০০ ঐ	৬৲ টাকা।
৮০০ ঐ ১০০০ ঐ	৮৲ টাকা।
ততোধিক চারিশত টাকার কি তাহার কোন অংশের	২৲ টাকা।

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
যে সম্পত্তি বিভাগ হয়, তাহার সমুদয় কি একাংশ যদি নগদ টাকা ভিন্ন অন্য সম্পত্তি হয়, ও যদি সেই সম্পত্তির কোন ভাগের ন্যূনতা পূরণার্থে ঐ সম্পত্তির টাকা ভিন্ন অন্য টাকা দেওয়া যায় কি দিবার নিয়ম হয়, তবে	বিভাজ্য সম্পত্তি সমানাংশে বিভক্ত হইলে তাহার যে মূল্যের ইষ্ট্যাম্প এবং ঐ অংশের ন্যূনতা পূরণার্থে যত টাকা দেওয়াযায় কিদিবার নিয়ম হয় তত টাকার হস্তান্তর করণপত্রের কিবিক্রয় পত্রের যে মূল্যের ইষ্ট্যাম্প হয় সেই উভয় মূল্যের ইষ্ট্যাম্প লাগিবে।

টীকা।—ইহাতে "১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ১৯ ধারার ২ প্রকরণেরমতে কালেক্টর সাহেব বিভাগের কাগজপত্রের নকল শাদা কাগজে দিতে পারেন। ঐ সকল কাগজ বাঁটওয়ারার দলীল কিম্বা তাহার পক্ষে চূড়ান্ত নহে, কমিস্যনর সাহেব তাহাতে লিখিত বন্দোবস্ত সকল অন্যরূপ করিতে পারেন। ১৮৩২ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ৫৪ দফায় প্রয়োজন হইয়াছে যে "প্রত্যেক অংশীদারের বিভাগপত্রের নকল" ইষ্ট্যাম্প কাগজে হইবে, ইহা বাঁটওয়ারা কাগজের সেই সকল নকল অর্থাৎ অনুলিপির প্রতিশোটে, যাহা প্রত্যেক অংশীদারেরা কমিস্যনর সাহেবের চূড়ান্ত সম্মতি ঐ বাঁটওয়ারাতে হইলে পর, লইতে পারে, এবং যাহা তজ্জন্য, মহালের বাঁটওয়ারাবিষয়ক আইনমতে প্রত্যেক অংশীদারকে দেওয়া ভূমির প্রমাণস্বরূপ হইবে। যে মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে তদ্রূপ নকল করিতে হইবে তাহা নিশ্চয়করণের অভিপ্রায়ে ১৮৬৭ সালের ২৩ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ১১ প্রকরণের (a) মন্তব্য কথার মতে.........মূল্য হিসাব করিতে হইবে"।

বিমাপত্র।

৫৫। ইনস্যুরান্স পালিসী অর্থাৎ বিমাপত্র অথবা কোন নামান্তরে খ্যাত যে পত্রক্রমে কোন ব্যক্তির জীবনান্তে কিম্বা জীবৎমানে কোন গতিক বিশেষে অথবা ৫৩ প্রকরণের লিখিত সম্পত্তি ভিন্ন অন্য সম্পত্তি কি গৃহাদি দগ্ধ হইলে কতক টাকা দিবার নির্দ্ধারণ হয়	
একং সহস্র টাকার ও সহস্র টাকার প্রত্যেক ক্ষুদ্রাংশের ..	।৷০ আনা।

৫৬। বিমাপত্র এতাবতা কোন জাহাজের কি স্লুপের ভড় প্রভৃতির কিম্বা তাহাতে কোন দ্রব্যের সম্পত্তির কিম্বা কোন জাহাজের কি স্লুপের কি ভড় প্রভৃতির বোঝাই দ্রব্যের উপর, কিম্বা তৎসম্পর্কীয় অন্য কোন সম্পর্কের উপর, কিম্বা কোন যাত্রাকালীন বিমাপত্র। যেস্থলে ঐ বিমা পত্রদ্বারা নির্দ্ধারিত টাকার উপর শতকরা ২ টাকার অনধিক প্রীমিয়ম লাগে সেই স্থলে

	বিমাপত্রের এক কেতা মাত্র হইলে	দুইকেতাহইলে প্রত্যেক ইষ্ট্যাম্প।
নির্দ্ধারিত টাকা এক সহস্রের অধিক না হইল	।•	।০
যদি নির্দ্ধারিত টাকা এক সহস্রের অধিক হয়, তবে এক কেতা মাত্র করা গেলে প্রত্যেক সহস্র টাকায় আটআনা ও দুই কেতা করা গেলে প্রত্যেক কেতার চারিআনা		

	বিমাপত্রের এক কেতা মাত্র হইলে	দুইকেতাহইলে প্রত্যেক ইষ্ট্যাম্প।
নির্দ্ধারিত টাকার উপর শতকরা ২ টাকার অধিক না হয় হইলে যদি সমুদয় টাকা এক সহস্রের অধিক না হয় তবে	১৲	।৷০

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
যদি এক সহস্র টাকার অধিকের বিমা হয়, তবে বিমাপত্রের এক কেতামাত্র করা গেলে তাহার প্রত্যেক সহস্র টাকার ও সহস্রের কোন ক্ষুদ্রাংশের ১ টাকা। যদি দুই কেতা হয় তবে প্রত্যেক কেতার আট আনা।	
যদি দুই কেতার অধিক করা যায়, তবে দুই কেতা হইলে প্রত্যেকের যত ইষ্ট্যাম্প লাগে, ঊর্দ্ধ প্রত্যেকের ততই লাগিবে।	
দ্রষ্টব্য। আবরকপত্রে অথবা বিমাপত্র দিবার কোন করার পত্রে ইষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নাই। কিন্তু সেই পত্রে বিমাপত্রের নির্দ্দিষ্ট ইষ্ট্যাম্প না থাকিলে সেই পত্রক্রমে কোন টাকা দেওয়া যাইবে না কি দাতব্য হইবেক না। ও নির্দ্দিষ্ট ইষ্ট্যাম্পের বিমাপত্র দেওয়াইবার অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য কোন কারণে ঐ পত্র ভারতবর্ষের কোন আদালতে অর্পণ হইবে না কি প্রমাণস্বরূপে দেওয়া যাইবে না কি রিকার্ড হইবে না।	
প্রমিসরি নোট অর্থাৎ অঙ্গীকারপত্র। কি বিল অফ এক্সচেঞ্জ দেখ।	
৫৭। প্রমিসরি নোট অর্থাৎ অঙ্গীকার পত্র। এতাবতা কিস্তিবন্দী করিয়া, কিম্বা ভিন্ন২ তারিখে, কতক টাকা দিবার অঙ্গীকার পত্রক্রমে সর্ব্বশুদ্ধ যত টাকা দিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারিত ও নিশ্চিত হইলে	সেই সমুদয় টাকা দিবার খতের ইষ্ট্যাম্প লাগে তত।
প্রোটেষ্ট অর্থাৎ অস্বীকার পত্র।	
৫৮। প্রোটেষ্ট এতাবতা কোন বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি অঙ্গীকার পত্রের টাকা দিবার অস্বীকার পত্রের	২৲ টাকা।
৫৯। জাহাজের কোন কাপ্তেন সাহেবের কি অধ্যক্ষের প্রোটেষ্ট	২ টাকা।
৬০। জাহাজের কোন কাপ্তেন সাহেবের কি অধ্যক্ষের প্রোটেষ্ট করিবার মনস্থের সম্বাদ পত্রের	।।০
রসীদ।	
৬১। টাকা দত্ত হইবার কিম্বা টাকা কি প্রকারান্তরের দ্রব্য দিয়া ঋণ পরিশোধ হইবার রসীদ কি ফারখৎ। যে টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায় কি যাহার রসীদ কি ফারখৎ দেওয়া যায় তাহা বিশ টাকার অধিক হইলে	/০
সাধারণ বর্জ্জিত বিষয়।	
মুদ্রা স্বরূপ কোন নোট কি প্রমিসরিনোট কি বিল অফ এক্সচেঞ্জ কিম্বা টাকার কোন নিদর্শন পত্র পৌঁছিবার যে স্বীকার পত্র ডাকে পাঠান যায় তাহার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।	

উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।

গবর্ণমেন্টের মালগুজারি ভূমির কোন রাইয়ৎকে কিম্বা অন্য প্রকৃত কৃষককে, তাহার কৃষিকরা ভূমির খাজানার যে রসীদ অর্থাৎ কবজ কি ফারখৎ দেওয়া যায় তাহাতে ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

উপযুক্তমতের ইষ্ট্যাম্প করা কোন অঙ্গীকার পত্রের কি বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি ড্রাফটের কি টাকা দিবার আর্ডরের উপর যে রসিদ কি ফারখৎ লেখা যায় তাহাতে ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

উপযুক্তমতের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা কোন বন্ধকীপত্রের কি প্রতিভূস্বরূপ অন্য পত্রের কি হস্তান্তরকরণ পত্রের কি নিরূপণপত্রের কি খতের কি অন্য পত্রের লিখিত টাকা প্রাপ্ত হইবার, কিম্বা তাহাতে যে মূল টাকা কি সুদ কি বার্ষিক বৃত্তি দিবার নিয়ম হয়, তাহা প্রাপ্ত হইবার যে রসিদ কি ফারখৎ ঐ বন্ধকীপত্র প্রভৃতির উপর কি তাহার মধ্যে লেখা যায় তাহাতে ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

কোন ব্যাঙ্কে কি বণিকের নিকটে গচ্ছিত যে টাকার হিসাব সুদ সহিত সুদ বিনা গচ্ছিতকারি ব্যক্তিকে দিতে হইবে, ও তদ্ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে কি দ্বারা ঐ টাকা প্রাপ্ত হইবার কথা ঐ হিসাবে লেখা না থাকে এমত স্থলে ঐ ব্যাঙ্ক কি বণিকের হাতে যে টাকা গচ্ছিত হয়, তাহার রসীদে ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না। কিন্তু কোন জাইণ্টষ্টাক কি অন্য কোম্পানির কি প্রস্তাবিত কি কল্পিত কোম্পানির কোন স্টক কি শ্যারের উপর টাকা দিবার আদেশ সম্পর্কে, ঐ শ্যারের নিমিত্তে কি তাহার পত্র সম্পর্কে যে টাকা দেওয়া যায় কি গচ্ছিত হয়, তাহা প্রাপণের রসীদ কি স্বীকার পত্র বিষয়ে এই বর্জ্জিত বিধি খাটিবে না। ঐ শেষোক্ত রসীদ কি স্বীকার পত্র যাঁহারই দ্বারা দেওয়া যাউক তাহার উপর রসীদের তুল্য ইষ্ট্যাম্প লাগিবে।

মুক্তকরণ পত্র।

৬২। অছিব কি ট্রষ্টির প্রতি অর্পিত ভার হইতে তাঁহার মুক্তকরণ পত্রের .... ১০৲ টাকা।

৬৩। কোন নিয়মপত্রের কি পাট্টার কি খতে কি দলীলে কি অন্য পত্রে যে তফসীল সংযুক্ত থাকে কি যাহার উল্লেখ হয় তাহার ফর্দ্দপ্রতি .... ॥০

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
নিরূপণ পত্র।	
৬৪। নিরূপণ-পত্র ও স্ত্রীধন নিরূপণ পত্র প্রভৃতি। এতাবতা যে কোন দলীল কি পত্রক্রমে কোন টাকা কি কোম্পানির কাগজ কিম্বা স্থাবর কি অস্থাবর অন্য সম্পত্তি কোন প্রকারে কোন ব্যক্তির প্রতি কি তাঁহার উপকারার্থে নিরূপিত হয় কি নিরূপিত হইবার নিয়ম হয় তাহার	যত টাকা কি যত মূল্যের দ্রব্য নিরূপণ হয়, কি নিরূপিত হইবার নিয়ম হয়তত টাকা দিবারখতের যে ইষ্টাম্প ১২ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই। অথবা যেস্থলে মূল্য নিশ্চিত নাই সেইস্থলে স্বেচ্ছাপত্রের ইষ্টাম্প। আইনের ২৭ ধারা দেখ।
শিপিং আর্ডর।	
৬৫। শিপিং আর্ডর এতাবতা কোন জাহাজে কোন মাল লইয়া যাইবার বিষয়ী কি তৎসম্পর্কীয় আজ্ঞাপত্রের	৵০
৬৬। ওয়ারেন্ট বাণ্ড হৌসের	||০

সাধারণ বর্জ্জিত বিধি।

যে কোন প্রকারের দলীল কি পত্র কি লিপি গবর্ণমেণ্টের দ্বারা কি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোন গবর্ণমেণ্টের কি বোর্ডের কি কমিস্যনের কি আদালতের কি কার্য্যকারকের কি এজেণ্টের দ্বারা করা যায় তাহার ইষ্টাম্প লাগিবে না।

মন্তব্য কথা। কোর্ট ওয়ার্ডসের কি স্থান বিশেষের এজেণ্ট সাহেবের কিম্বা তদ্রূপ কোন কোর্টের কি এজেণ্ট সাহেবের আজ্ঞাধীনে কোন কার্য্যকারকের দ্বারা কিম্বা মুনিসিপল কমিস্যনরের দ্বারা কিম্বা কোন আদালতের নিযুক্ত কোন আডমিনিষ্ট্রেটর্ জেনরল কি রিসীবরের দ্বারা যে দলীল কি পত্র কি লিপি করা যায় তদ্বিষয়ে উক্ত বর্জ্জিত কথা খাটে না। ও বাকী মালগুজারী কি খাজানা আদায়ের জন্যে, কিম্বা আদালতের ডিক্রী কি হুকুম জারীক্রমে যে নীলাম হয়, তদ্বিষয়েও ঐ বর্জ্জিত কথা খাটে না। উক্ত কোন স্থলে ক্রেতা যে সময়ে ক্রয়ের টাকা দেন সেই সময়ে তৎসঙ্গে ঐ টাকার উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্পের মূল্য কিম্বা

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
ইষ্ট্যাম্প কাগজ দিতে হইবে। ও যে কার্য্যকারক নীলাম করেন তিনি তাঁহাকে উপযুক্ত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিত বিক্রয় পত্র দিবেন।	
রাইয়ৎ কি প্রকৃত অন্য কৃষক ভূম্যধিকারির নিকটে ভূমি ত্যাগকরণের যে পত্র দেন তাহাতে ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।	
পূর্ব্বকৃত কোন নিরূপণপত্র কি দলীল কি উইল অনুসারে কিম্বা তৎক্রমে দত্ত ক্ষমতামতে কার্য্য করতঃ কোন ট্রষ্ট কি নিয়োগ প্রকাশ কি প্রকারান্তরের দলীল সহিত যে উইল কি সেষ্টমেণ্ট প্রভৃতি দেওয়া যায়, তাহাতে ইষ্টাম্প লাগিবে না।	
মন্তব্য কথা।	
(ক) উক্ত তফসীল অনুসারে যে কোন দলীল কি পত্র কি লিপি ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিবার আজ্ঞা হয়, তাহা এক ইষ্ট্যাম্প কাগজে না ধরিলে অধিক কাগজে লেখা যাইতে পারিবে। কিন্তু ঐ ইষ্ট্যাম্প কাগজের যত মূল্য তফসীলে নির্দ্দিষ্ট হয়, ঐ সমুদয় কাগজের তত্তুল্য মূল্য হওয়া আবশ্যক।	
(খ) অনেক দলীল কি পত্র কি লিপি থাকিলে তাহার মধ্যে কোনটা প্রধান এই বিষয়ে কোন সংশয় হইলে, ঐ দলীল সম্পর্কীয় ব্যক্তিরা আপনাদের মধ্যে তাহা নির্দ্ধার্য্য করিবেন কিন্তু যে স্থলে একের অধিক দলীল থাকে সেই স্থলে মুখ্য দলীল আট টাকার অনধিক মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা হইলে, অন্য প্রত্যেক দলীল সেই দলীলের তুল্য ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক, (প্রতিপোষক দলীলের অতি উচ্চ ইষ্ট্যাম্পের আট টাকা মূল্য) ও মুখ্য যে দলীলক্রমে হস্তান্তর কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তাহা অন্য সকল দলীলের মূল পাঠে নির্দ্ধারিত থাকিবেক ও তাহা উপযুক্ত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা হইয়াছে এই কথা ও নির্দ্দিষ্ট হইবে।	

B চিহ্নিত তফসীল।

এই তফসীল ১৮৬৭ সালের ২৬ আইনের দ্বারা রহিত হইয়াছে।

মন্ত্রিসভাগত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের পশ্চাৎ লিখিত আইন প্রচলিত হওন বিষয়ে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ১৮৬৫ সালের ১০ এপ্রেল তারিখে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

১৮৬৫ সালের ১৮ আইন।

১৮৬২ সালের ১০ আইন (অর্থাৎ ইষ্ট্যাম্পের মাস্থলের আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন) সংশোধনার্থ আইন।

হেতুবাদ।

১৮৬২ সালের ১০ আইন (অর্থাৎ ইষ্ট্যাম্পের মাস্থলের আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইন) সংশোধন করা বিহিত, এই হেতুক পশ্চাৎ লিখিত বিধান প্রচার করা গেল।

[১৮৬২ সালের ১০ আইনের ৩৩ ধারা রহিত হইবার কথা।]

১ ধারা।—উক্ত ১৮৬২ সালের ১০ আইনের ৩৩ ধারা ইহাতে রহিত হইল, এবং তৎপরিবর্ত্তে পশ্চাৎ লিখিত ধারা পাঠ করিতে হইবে।

[মন্ত্রিসভাগত শ্রীযুত গবর্ নর্ জেনরল সাহেব তফসীলে উল্লিখিত কোনং নিদর্শন পত্রাদির উপর কিম্বা তদ্রূপ নিদর্শন পত্রাদির কোনং শ্রেণীর উপর ইষ্ট্যাম্পের মাস্থল ন্যূন করিতে পারিবেন ইহার কথা।]

২ ধারা।—মন্ত্রিসভাগত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ নর্ জেনরল সাহেবের এই ক্ষমতা থাকিবে, যে ১৮৬২ সালের উক্ত ১০ আইনের তফসীলে নির্দ্দিষ্ট সমুদয় কি কোনং দলীল কি পত্র কি লিপির উপর, কিম্বা তদ্রূপ দলীলের কি লিপির বিশেষ কোন শ্রেণীর উপর, কিম্বা তদ্রূপ কোন শ্রেণীতে পরিগৃহীত বিশেষ কোন দলীলের কি পত্রের কি লিপির উপর, কি বিশেষ জন শ্রেণীদ্বারা কি তাহার পক্ষে কি এমত শ্রেণী-ভুক্ত কোন ব্যক্তিদের দ্বারা কি তাহাদের পক্ষে স্বাক্ষরীকৃত কি প্রদত্ত উক্ত প্রকারের কোন দলীলের কি পত্রের কি লিপির উপর উক্ত আইনের বিধানমতে যে ইষ্ট্যাম্পের মাস্থল দিতে হয়, তাহা তিনি রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ্য আজ্ঞা দ্বারা উক্ত আইনের প্রবলতার অধীন সমুদয় দেশে কি সেই দেশের কোনং অংশে ন্যূন করিতে কি ক্ষমা করিতে পারিবেন। তদ্রূপ তিনি ইহাতে প্রদত্ত ক্ষমতার সীমার মধ্যে ঐ আজ্ঞা রহিত কি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। রহিত কি পরিবর্ত্তন করিলে তাহারও সংবাদ রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে।

[১৮৬২ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ১১ প্রকরণে কিছু যোগ করিবার কথা।]

৩ ধারা।—*উক্ত ১৮৬২ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ১১ দফা পাঠ করিতে হইলে "মাজিষ্ট্রেটের আদালতে" এই কথার পরে, "কিম্বা ১৮৬৩ সালের ২২

* এই ধারা ১৮৬৭ সালের ২৩ আইন দ্বারা অকর্ম্মণ্য হইয়াছে অতএব উক্ত আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ১১ প্রকরণ দেখ।

আইনমতে (অর্থাৎ সৈনিক ছাউনী স্থানের কার্য্য নির্ব্বাহের বিধান করণের আইন-মতে স্থাপিত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে” এই কথা যোগ করা গিয়াছে বলিয়া সেই দফা পাঠ করিতে হইবে ইতি।

[এই আইন ১৮৬২ সালের ১০ আইনের অংশ স্বরূপ জ্ঞান হইবার কথা।]

৪ ধারা।—এই আইন উক্ত ১৮৬২ সালের ১০ আইনের অংশস্বরূপ পাঠ ও জ্ঞান করিতে হইবে।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের নিম্নলিখিত আইন বিষয়ে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ১৮৬৭ সালের মার্চ মাসের ২২ তারিখে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

১৮৬৭ সালের ২৬ আইন।*

ইষ্ট্যাম্পের মাসুল বিষয়ক আইন সংশোধন করিবার আইন।

(হেতুবাদ।)

ইষ্ট্যাম্পের মাসুল বিষয়ক আইন সংশোধন করা বিহিত, এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

[অর্থ করিবার ধারা।]

১ ধারা।—এই আইনেতে বিষয় বুঝিয়া কি পূর্ব্বাপর কথার বিপক্ষ ভাব না হইলে।

* রাজস্ব সংক্রান্ত অভিপ্রায়ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কাগজের উপর করা চিহ্ন বা ছাপা বিশেষকে ইষ্ট্যাম্প কহা যায়; এবং এই সকল চিহ্ন সততঃ বিশেষ ইষ্ট্যাম্পের মূল্য প্রকাশ করে অর্থাৎ ইষ্ট্যাম্প হওয়া বিশেষ দলীলের উপর যত টাক্স আদায় হয় তাহা লিখিত থাকে। ভারতবর্ষে ইষ্ট্যাম্প সম্পর্কীয় টাক্স সম্পূর্ণ রূপে ইউরোপীয় লোকদিগের আবিষ্ক্রিয়াব দ্বারা (নূতন সৃষ্ট) হইয়াছে, এবং এই দেশে ইংরাজদিগের অধিকার হইবার পূর্ব্বে উহা অবিদিত ছিল। ইহার অবিচার বিরুদ্ধে বিস্তর বিষয় লিখিত হইয়াছে; বিশেষতঃ প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক মেষ্টর মিল্ সাহেব এই বিষয়ে একটি অধ্যায় লিখিয়া তাহাতে তিনি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে মহানুভব ইংরাজদিগের বিচারালয়ে প্রয়োজনীয় নালিশের রসুম বিচারের উপর এক টাক্স স্বরূপ হওয়াতে তাহা অবিচারের উপর এক প্রেমিয়ম্ অর্থাৎ ধরাট বা পুরস্কার স্বরূপ হইতেছে।

তাঁহার পুত্র ঐ বিষয়ের অনুগমন করিয়া আপন অধিকতর অভিনব পলিটিকাল্ ইকনমি অর্থাৎ রাজকীয় কৌশলনামক গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন “যে দুই ঘটনাতে বিচার প্রার্থনা হয়; “ তাহার যে স্থলে ইহা সন্দেহের বিষয় হয় যে এক বস্তুতে দুই জনের স্বত্ব থাকাতে কিম্বা কোন “ ব্যক্তির স্বত্ব উল্লঙ্ঘন করাতে তাহার উপায় প্রয়োজনীয় হইতেছে অথবা কোন বিষয়ে এক “ ব্যক্তির স্বত্ব আছে দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা বিবাদগ্রস্ত হইয়াছে; এই কারণে তাহাকে টাক্স “ দেওনের দায়ী করণে কোন বিশেষ ন্যায়পরতা (দৃষ্ট) হয় না; কিন্তু কোন ব্যক্তি অবিচারের “ হেতু প্রাপ্ত হইয়াছে এই কারণে তাহাকে টাক্স দেওনের দায়ী করণে সমুদয় অযৌক্তিকতার “ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবিচার হইয়া থাকে। অপিচ ইহা অতিশয় প্রামাণ্য আছে যে ঐ প্রকার সকল “ টাক্স ক্ষতির প্রতীকার পাইবার পথের নিবারক (কণ্টক স্বরূপ) হইয়া থাকে; এবং যত দুর “ পর্য্যন্ত অনিষ্টজনক ব্যাপারের প্রতীকার প্রাপ্তির বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয় তত দূর “ অবিচারের উন্নতি হইতে থাকে।

[" হাইকোর্ট।"]

এই আইন ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের যে প্রত্যেক প্রদেশে প্রচলিত হয় "হাইকোর্ট" শব্দে সেই প্রদেশগত আপীলের উচ্চতম আদালতকে বুঝায়।

[" স্থাবর সম্পত্তি।"]

ভূমি ও ভূমিহইতে উৎপাদনীয় প্রত্যেক লাভ এবং মৃত্তিকাসংযুক্ত দ্রব্য ও মৃত্তিক সংযুক্ত দ্রব্যেতে চিরন্তনরূপে নিবদ্ধ দ্রব্য, "স্থাবর সম্পত্তি" শব্দের মধ্যে গণ্য।

[অস্থাবর সম্পত্তি।]

অস্থাবর সম্পত্তি শব্দে স্থাবর ভিন্ন প্রত্যেক প্রকারের সম্পত্তি বুঝায়।

[১৮৬২ সালের ১০ আইনের ৩০ ধারার বর্জ্জনীয় কথা উত্তর পশ্চিম দেশের হাইকোর্টের প্রতি না বর্ত্তিবার, এবং ১৮৬২ সালের ২০ আইনের ২ ধারা ঐ কোর্টের প্রতি বর্ত্তাইবার কথা।]

২ ধারা।—ইষ্ট্যাম্পের মাসুল বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ ১৮৬২ সালের ১০ আইনের ৩০ ধারার আরম্ভে বর্জ্জন সুচক যে বিধি আছে তাহা বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম প্রেসীডেন্সীর উত্তর পশ্চিম প্রদেশের হাইকোর্টের প্রতি বর্ত্তিবে না। এবং ১৮৬৩ সালের ৩২ আইনক্রমে ১৮৬২ সালের যে ২০ আইন প্রবলভাবে রাখা গেল তাহার ২ ধারার কথা প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিয়া সেই ধারা উক্ত কোর্টের প্রতি বর্ত্তিবে।

[এই আইনের ২ ধারার কথা ভূতকালাবধি প্রবল হইবার কথা।]

৩ ধারা।—ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব ১৮৬৬ সালের জুন মাসের ১৩ দিবসে যেন কোন আইন প্রচার করিয়া অনুমোদন করিলেন এবং এই আইনের ২ ধারা যেন সেই আইনের একাংশ ছিল ইহা ভাবিয়া উক্ত ২ ধারা তৎকালাবধি প্রচলিত আছে এমত জ্ঞান হইবে।

[১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৩৩ ও ১৫০ ধারা এবং ১১৮ ধারার একাংশ রহিত হইবার কথা।]

৪ ধারা।—দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ১৩৩ ও ১৫০ ধারা রহিত করা গেল এবং ঐ আইনের ১১৮ ধারার "ঐ প্রার্থনাপত্র বাচনিক কিম্বা শাদাকাগজে লিখিন দ্বারা করা যাইতে পারিবে" এই কথা রহিত করা গেল।

[১৮৬২ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ৪৩ প্রকরণের অধিক কথা।]

৫ ধারা।—১৮৬২ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ৪৩ প্রকরণের শেষভাগে এই ধারা সংযোগ করিয়া পাঠ করিতে হইবে অর্থ।৫—

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
যদি কোন জ্বাইন্ট ষ্টাক কোম্পানির কি অন্য কোম্পানির কিম্বা যে সোসাইটীর মূল ধনের ষ্টাক অংশাংশে বিভক্ত ও হস্তান্তর করণীয় হয় এমত সোসাইটীর অধিকারিদের কি অংশিদের কোন একি সভাতে মত জানাইবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত কি মনোনীত করণের একি অভিপ্রায় মাত্রে ঐ মোক্তারনামা করা যায় তবে	।০

[১৮৭২ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের পরিবর্ত্তে নূতন তফসীল ।]

৬ ধারা।—সেই আইনের B চিহ্নিত তফসীলের পরিবর্ত্তে এই তফসীল দেওয়া যাইবে।

B চিহ্নিত তফসীল।

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
আপীল।—দরখাস্ত দেখ।	
প্রার্থনাপত্র।—দরখাস্ত দেখ।	
১। খৎ এতাবতা কোন আদালতের কি রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কার্য্যকারকের আজ্ঞাক্রমে যে খৎ কি অন্য নিবন্ধনপত্র দেওয়া যায় তাহাতে যে টাকা রক্ষিত কি পরিণামে আদেয় হয় তাহা নির্দ্দিষ্ট কি অনির্দ্দিষ্ট হইলেও তাহার	॥০
বর্জ্জিত বিষয়।	
ফৌজদারী মোকদ্দমায় হাজিরজামিনীপত্রের ও মোকদ্দমা চালাইবার কি প্রমাণ দিবার প্রতিজ্ঞাপত্রের ও স্বয়ং উপস্থিত হইবার কি প্রকারান্তরের প্রতিজ্ঞাপত্রের ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।	
নজীর।—প্রিবি কৌন্সেলে আপীলের খরচার নিমিত্ত জামিনীনামা সকল ১৮৭২ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের অন্তর্গত হইয়া থাকে এবং তাহার মধ্যের লিখিত কোন মূল্যের ইষ্ট্যাম্পের উপর লিপি বদ্ধ হওয়া উচিত।—মুন্‌ঝারি কোঙার—বনাম রামেশ্বর পাঁড়ে। ১৩ মার্চ্চ ১৮৭৩।	

উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প

২। ১৮৬০ সালের ২৭ আইন অর্থাৎ উত্তরাধিকারিত্বের গতিকে পাওনা টাকা আদায় করা সুগম করণের ও যাহারা মৃত ব্যক্তিদের স্থলাভিষিক্ত লোকদিগকে আপনং কর্জ্জা টাকা পরিশোধ করিয়া দেয় তাহারদের বেখুঁকী হওনের আইনমতে কিম্বা বোম্বাই দেশের চলিত ১৮২৭ সালের ৮ আইন অর্থাৎ উত্তরাধিকারিদের ও উইলের নিরূপিত কর্ম্ম সম্পাদকদের ও দ্রব্য নিরূপণাধিকারিদের নিয়মিত-রূপে গ্রাহ্য হইবার এবং আদালত কর্ত্তৃক দ্রব্য নিরূপণাধিকারিদের ও সম্পত্তির অধ্যক্ষদের নিযুক্ত হইবার বিধান করণের আইনমতে অথবা ১৮৫৮ সালের ৪০ আইন অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর অধীন বাঙ্গালাদেশে নাবালগদের ও তাহাদের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করিবার আরো উত্তম বিধি করিবার আইনমতে যে প্রাপ্য টাকা কি অন্য সম্পত্তি সম্পর্কে সর্টিফিকট দেওয়া যায়, তাহা কি তাহার মূল্য শপথক্রমে ৫০০৲ টাকার অনধিক হইলে .... ৫৲

শপথক্রমে ৫০০৲ টাকার অধিক কিন্তু ১,০০০৲ টাকার অনধিক হইলে .... ১০৲

ও তদধিক প্রত্যেক সহস্র টাকার কিম্বা সহস্রের কোন অংশের ৫৲।

১৮৬০ সালের উক্ত২৭ আইনমতে উক্ত প্রকারের সর্টিফিকট যে ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তিনি কি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি ঐ সর্টি-ফিকটক্রমে যে টাকা প্রাপ্ত হন কি আদায় করেন, ঐ সর্টিফিকটের তারিখ অবধি বারো মাস গত হইলে এবং ঐ সর্টিফিকটদাতা আদা-লত তাঁহাকে তৎপশ্চাৎ যে সময় আজ্ঞা করেন সেই সময়ে তিনি ঐ সকল টাকার বিবরণ অর্পণ করিবেন। ও সেই সর্টিফিকট যাঁহাকে দেওয়া যায় তিনি যত প্রাপ্য টাকার কি অন্য সম্পত্তির বিষয়ে শপথ করিয়াছেন, যদি তদ্রূপে তদধিক টাকা আদায় করেন কি প্রাপ্ত হন, তবে আদালত ঐ সর্টিফিকট রহিত করিয়া ঐ টাকার নিমিত্তে এই প্রকরণক্রমে যত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঐ ব্যক্তিকে তত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে নূতন সর্টিফিকট লইতে আজ্ঞা করিবেন। নিরূপিত কালের মধ্যে ঐ বিবরণ অর্পণ না করা গেলে,আদালত ঐ সর্টিফিকট রহিত করিতে পারিবেন।

টীকা।—এই স্থলে ইহা ব্যক্ত করা অবৈধ নহে যে রাজস্বের অর্থাৎ মালগুজারীর বাকীর নিমিত্ত নীলামের সর্টিফিকট দেওয়া গেল সেই সর্টি-ফিকটের শেষ খরিদের মূল্য স্পষ্টরূপে লিখিতে হইবে এবং ক্রেতার খরচে তদনুযায়ি উপযুক্ত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে ঐ সর্টিফিকট লিখিত হইবে। সেই মূল্যে যে হিসাবে গণনা করিতে হইবে তদ্বিষয়ে এই আইনের ১১ প্রকরণ দৃষ্টিকরা অসঙ্গত বোধ হইতেছে না।

উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।

৩। ডিক্রী কিম্বা ডিক্রীর তুল্য বলবৎ আজ্ঞা যদি হাইকোর্ট কর্ত্তৃক করা যায় তবে তাহার প্রতিলিপি .... ৪৲

যদি হাইকোর্ট ভিন্ন কোন দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক কিম্বা রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন আদালত কর্ত্তৃক করা যায়, তবে

ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞাক্রমে ৫০৲ টাকার কিম্বা তাহার মূল্যের বিবাদীয় বিষয়ের দাওয়া নির্ণয় হইলে .... ||০

৫০৲ টাকার অধিক মূল্যের হইলে .... ১৲

নজীর।—১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৯২ ধারামতে প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে ঐ ডেপুটী কালেক্টর নির্দ্ধারণ করেন যে ডিক্রী প্রবল করণে যে ইষ্ট্যাম্প লাগিয়াছে তাহার মূল্য ধরিয়া ঐ মোকদ্দমার রায়ের পরিমাণ পাঁচ নাং ৫০০ টাকার অধিক সংখ্যা বিশিষ্ট হইল। ইহাতে জজ সাহেবের নিকট আপীল হইলে তিনি নির্দ্ধারণ করেন যে ঐ ইষ্ট্যাম্পের মূল্য হিসাবের মধ্যে পরিগণিত হইবেক না এবং সেই হেতুতে ডেপুটী কালেক্টরের হুকুম অন্যথা করেন। অতঃপর ঐ ডিক্রীজারী করণে প্রচারিত ডেপুটী কালেক্টরের কোন হুকুম হইতে আপীল গ্রাহ্য করিবার বিষয়ে জজ সাহেবের কোন ক্ষমতা নাই ; এবং ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ৩৪ ধারা এবং ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৮৭ ধারা এবং ১৮৮ ধারার (যে মূল নিয়মানুসারে কোন ডিক্রী প্রবল করণে ব্যবহৃত ইষ্ট্যাম্পের মূল্য জজমেন্ট অর্থাৎ মোকদ্দমার রায়ের অন্তর্গত হওয়া প্রয়োজনীয় হয় তাহার) পশ্চাদ্বর্ত্তী নিয়মানুসারে হাইকোর্টের বিচারক সাহেবেরা ডেপুটী কালেক্টরের হুকুম বাহাল রাখিয়াছেন।—মে, আর, সি, চেল ক্যাম্পবেল—বনাম—কাজি আবদুল হকী। ২৫ জুন ১৮৬৬।

৪। প্রতিলিপি কি অনুবাদ। যে বিচার কি আজ্ঞা ডিক্রী নহে ও ডিক্রীর তুল্য বলবৎ নয়, তাহা হাইকোর্টের হইলে তাহার প্রতিলিপির কি অনুবাদের ... . ১৲

যদি সেই বিচার কি আজ্ঞা হাইকোর্ট ভিন্ন কোন দেওয়ানী আদালতে কিম্বা রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন আদালতে কি রেবিনিউ বোর্ডে করা যায় কিম্বা প্রধান কমিস্যনর সাহেব কি রাজস্বসম্পর্কীয় কি কর্ত্তৃত্ব কর্ম্মসম্পাদক অন্য প্রধান কার্য্যকারক সাহেব কর্ত্তৃক কিম্বা দাওরার কোন কমিস্যনর সাহেব কর্ত্তৃক কিম্বা খণ্ডের রাজকীয় কর্ম্ম সম্পাদনের ভারপ্রাপ্ত কোন প্রধান কার্য্যকারক কর্ত্তৃক করা যায়, তবে—

বিচার কি আজ্ঞা যে বিষয়ের হয় তাহা কি তাহার মূল্য ৫০টাকা কি ৫০ টাকার ন্যূন হইলে .... |০

৫০ টাকার অধিক কি ৫০ টাকার অধিক মূল্যের হইলে ..... ||০

৫। ৩ ও ৪ প্রকরণের মধ্যে রাজস্ব কি আদালতসম্পর্কীয় কোন রুবকারির কি আজ্ঞার যে প্রতিলিপির বিধান [illegible] আইসে সেই প্রতিলিপির কিম্বা কোন হিসাব কি কৈফিয়ৎ কি রিপোর্ট প্রভৃতির যে

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
প্রতিলিপি কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত কি কাছারী হইতে কিম্বা দাওরার কোন কমিস্যনর সাহেবের কিম্বা খণ্ডের রাজকীয় কার্য্যসম্পাদনের ভারপ্রাপ্ত কোন প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যালয় হইতে লওয়া যায়, তাহার ফর্দ্দ প্রতি	॥০
৬। মোকদ্দমার কোন পক্ষ এই আইনের A চিহ্নিত তফসীল অনুযায়ি ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিত আসল লেখা কি পত্র কি লিপি লইয়া যদি আসলের পরিবর্ত্তে তাহার প্রতিলিপি নথীতে রাখেন, তবে সেই নকলের	ঐ মূল দলীল ॥০ আনার অনধিক ইষ্ট্যাম্প কাগজে লেখা গেলে তদ্মূল্য ইষ্ট্যাম্প, নতুবা ফর্দ্দপ্রতি ॥০ আনা ইষ্ট্যাম্প। কিন্তু নকলের জন্যে যে ইষ্ট্যাম্প লাগে তাহা কখন আসলের ইষ্ট্যাম্পের অধিক হইবে না।
বর্জ্জিত বিষয়।	
যদি উক্ত A চিহ্নিত তফসীলমতে মূল লেখা কি পত্র কি লিপি ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে না হয়, তবে প্রতিলিপির ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।	
৭। মোক্তারনামা ও ওকালৎনামা ও অন্য যে ক্ষমতাপত্র কোন আদালতে কি রাজস্বসম্পর্কীয় কি রাজকীয় কর্ম্মসম্পাদনের ভারপ্রাপ্ত কোন কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে একি মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্তে অর্পিত কি উপস্থিত করা যায়	
যদি হাই কোর্টের কি রেবিনিউ বোর্ডের কিম্বা প্রধান কমিস্যনরের কিম্বা রাজস্বের কি রাজকীয় কর্ম্ম সম্পাদনের ভারপ্রাপ্ত অন্য প্রধান কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে অর্পিত হয়, তবে তাহার	২৲
যদি রাজস্বের কি রাজকীয় কর্ম্মসম্পাদনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ ভিন্ন রাজস্বের কি দাওরার কমিস্যনর সাহেবের কিম্বা খণ্ডের রাজকীয় কর্ম্মসম্পাদনের ভারপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কোন কার্য্যকারকের কি কষ্টমের কমিস্যনর সাহেবের সম্মুখে অর্পণ করিতে হয়, তবে . ..	১৲
যদি হাই কোর্ট ভিন্ন দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে কি রাজস্বের কোন আদালতে কিম্বা কোন কালেক্টর কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি রাজস্বসম্পর্কীয় কিম্বা এই প্রকরণে যাঁহার বিধান হয়	

	উপযুক্তইষ্ট্যাম্প।
নাই কার্য্যসম্পাদনের ভারপ্রাপ্ত এমত অন্য কার্য্যকারকের নিকট অর্পিত হয় তবে	॥০

বর্জ্জিত বিষয়।

পল্টনের কোন সুদ্দাদার কি সিপাহী যে মোক্তারনামা দেয় তাহাতে ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

হাই কোর্টের কোন আডবোকেটের মোক্তারনামা কি ওকালৎনামা কিম্বা কার্য্যসম্পাদন করিবার অন্য ক্ষমতাপত্র অর্পণ কি উপস্থিত করিবার আবশ্যক নাই।

৮। আপীলের দরখাস্ত এতাবতা নালিশের আরজী অগ্রাহ্য করিবার কোন আজ্ঞার কিম্বা ডিক্রীর উপর কি যে আজ্ঞা ডিক্রীর তুল্য বলবৎ হয় তাহার উপর না হইয়া, অন্য আপীলের দরখাস্ত ..

হাই কোর্টে অর্পণ করা গেলে .... ২৲

নজীর।—খাস আপীল হইবার কেবল এই মাত্র হেতু যে স্পেসিয়ল্ রেস্পাণ্ডেণ্ট অনুপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প কাগজে নিম্ন আদালতে আপীল করিয়াছিল, তাহাতে ইহা ধার্য্য হয় যে ঐ প্রকার কোন আপত্তি (অর্থাৎ মোকদ্দমার দোষগুণ সম্পর্কীয় কোন আপত্তি না হওয়াতে) ঐ আদালতে গ্রাহ্য হওয়া উচিত ছিল, এবং ঐ খাস আপীল ন্যূন মূল্যের ইষ্ট্যাম্পে দেওনের নিয়মে ডিসমিস করা হইয়াছে। পিজিরুদ্দীন মহম্মদ এবং অন্যেরা।—বনাম—হরিহর মুখোপাধ্যায়। ২১ জুলাই ১৮৬৬।

হাই কোর্ট ভিন্ন কোন দেওয়ানী আদালতে কিম্বা রেবিনিউ বোর্ড ভিন্ন রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন আদালতে অর্পণ করা গেলে ..... ॥০

নজীর।—জমী জরীপ করিয়া লইবার কোন দরখাস্তের উপর কোন কালেক্টর সাহেবের নিষ্পত্তি হইতে আপীল করিতে হইলে তাহার প্রার্থনাপত্র (মিসলেনিয়স্ অর্থাৎ মুৎফরক্কা কিম্বা বিবিধ মোকদ্দমার আপীলের আরজীতে যে ইষ্ট্যাম্প লাগে) সেই ইষ্ট্যাম্পে লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক।—মেষ্টর জে স্মিথ—বনাম—বাবু নন্দলাল। ২৮ জুন ১৮৬৬।

৯। রেবিনিউ বোর্ডের কিম্বা প্রধান কমিস্যনরের কিম্বা রাজস্বের অন্য প্রধান কার্য্যকারকের কিম্বা রাজকীয় কার্য্যসম্পাদনের ভার প্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আপীলের যে দরখাস্ত দেওয়া যায় তাহার ... ২৲

১০। অন্য কোন দরখাস্ত কি কোন প্রার্থনাপত্র যখন হাই কোর্টে অর্পণ করা যায় ২৲

যখন রেবিনিউ বোর্ডের কিম্বা প্রধানকমিস্যনরের কি রাজস্বের অন্য প্রধান কার্য্যকারকের কি রাজকীয় কর্ম্ম সম্পাদনের ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষের কিম্বা রাজস্বের কি দাওরার কমিস্যনর সাহেবের নিকটে কিম্বা খণ্ডের রাজকীয় কর্ম্মনিরূপণ করিবার ভারপ্রাপ্ত কোন প্রধান কার্য্যকারকের নিকটে অর্পণ করা যায় .... ১৲

উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।

দরখাস্তের কি প্রার্থনাপত্রের মধ্যে যদি অন্যায়মতে কয়েদ কি অন্যায়মতে অবরোধ করণ অপরাধে, কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারকেরা ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের তফসীলের ৩ ঘরের নির্দ্দিষ্ট যে অপরাধহেতুক পরওয়ানা বিনা ধৃত করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন কোন অপরাধের নালিশ হইয়া কোন ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত করা যায় তবে .... ১৲

টীকা।—"তদ্ভিন্ন কোন অপরাধের নালিশ" অর্থাৎ দণ্ডবিধি আইনের পশ্চাদুক্ত ধারামতের নালিশে ১ টাকার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে এবং অপরাপর কথা তফসীলের মধ্যে দেখ।

দণ্ডবিধি আইনের ধারা যথা।—

১২১। ১২২। ১২৩। ১[illegible]। ১২৫। ১২৬। ১২৭। ১২৮। ১২৯। ১৩০। ১৩১। ১৫৪। ১৬০। ১৬১। ১৬২। ১৬৩। ১৬৪। ১৬৫। ১৬৬। ১৬৭। ১৬৮। ১৬৯। ১৭২। ১৭৩। ১৭৪। ১৭৫। ১৭৬। ১৭৭। ১৭৮। ১৭৯। ১৮০। ১৮২। ১৮৩। ১৮৪। ১৮৫। ১৮৬। ১৮৭। ১৮৮। ১৮৯। ১৯০। ১৯৩। ১৯৪। ১৯৫। ১৯৬। ১৯৭। ১৯৮। ১৯৯। ২০০। ২০১। ২০২। ২০৩। ২০৪। ২০৫। ২০৬। ২০৭। ২০৮। ২০৯। ২১০। ২১১। ২১৩। ২১৪। ২১৫। ২১৬। ২১৭। ২১৮। ২১৯। ২২০। ২২১। ২২২। ২২৩। ২২৭। ২২৮। ২২৯। ২৬০। ২৬১। ২৬২। ২৬৩। ২৬৪। ২৬৫। ২৬৬। ২৬৭। ২৭২। ২৭৩। ২৭৪। ২৭৫। ২৭৮। ২৮৩। ২৮৭। ২৯০। ২৯৮। ৩১২। ৩১৩। ৩১৪। ৩১৫। ৩১৬। ৩৪৫। ৩৫২। ৩৫৫। ৩৫৮। ৩৭০। ৩৭৪। ৩৮৫। ৩৮৬। ৩৮৭। ৩৮৮। ৩৮৯। ৪০৩। ৪০৪। ৪০৫। ৪০৬। ৪০৭। ৪০৮। ৪০৯। ৪১৭। ৪১৮। ৪১৯। ৪২০। ৪২১। ৪২২। ৪২৩। ৪২৪। ৪২৫। ৪২৬। ৪২৭। ৪২৮। ৪২৯। ৪৩৪। ৪৩৫। ৪৩৬। ৪৬৭। ৪৬৮। ৪৬৯। ৪৭০। ৪৭১। ৪৭২। ৪৭৩। ৪৭৪। ৪৭৫। ৪৭৬। ৪৭৭। ৪৭৮। ৪৭৯। ৪৮০। ৪৮১। ৪৮২। ৪৮৩। ৪৮৪। ৪৮৫। ৪৮৬। ৪৮৭। ৪৮৮। ৪৮৯। ৪৯০। ৪৯১। ৪৯২। ৪৯৩। ৪৯৪। ৪৯৫। ৪৯৬। ৪৯৭। ৪৯৮। ৪৯৯। ৫০০। ৫০১। ৫০২। ৫০৩। ৫০৪। ৫০৫। ৫০৬। ৫০৭। ৫০৮। ৫০৯। ৫১০।

৫০ টাকার ন্যূন টাকার কিম্বা ৫০ টাকার ন্যূন মূল্যের বিবাদীয় বিষয়ের কোন মোকদ্দমা সম্পর্কীয় দরখাস্ত যদি মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাপন্ন প্রধান আদালত ভিন্ন কোন দেওয়ানী আদালতে, কিম্বা "সৈন্যেরদের ছাউনী স্থানের জাইন্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগকে কোন২ স্থলে দেওয়ানী কার্য্য করিবার ক্ষমতা দেওনের ও তাঁহাদিগকে দলীল দস্তাবেজের রেজিষ্টর করণের আইন" নামে ১৮৫৯ সালের ৩ আইন অনুসারে যে কানটনমেণ্ট জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব দেওয়ানী মোকদ্দমা বিচার করিবার আদালতস্বরূপে উপবিষ্ট হন, তাঁহার নিকটে, কিম্বা "ধর্ম্মাধিকরণ নির্ব্বাহক হাইকোর্টের সাধারণ প্রথমস্থলীয় দেওয়ানী বিচারাধিপত্যের স্থানীয় সীমার বহির্ভূত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালত বিষয়ক ব্যবস্থা সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ" ১৮৬৫ সালের ১১ আইনমতে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার

	উপযুক্তইষ্ট্যাম্প।
যে আদালত সংস্থাপিত হয় সেই আদালতে, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের কি রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কার্য্যাকারকের নিকটে উপস্থিত করা যায় .... যদি কোন রাজধানীতে কষ্টমের কালেক্টর সাহেবের নিকটে কিম্বা ১৮৫৬ সালের ১৪ আইনমতে কিম্বা কোন রাজধানীর পারিপাট্য ও সৌষ্ঠবের নিমিত্তে যে সময়ে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে কোন মুনিসিপল কমিস্যনরদের কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেটের বা শান্তি-রক্ষার্থ জুষ্টিসের প্রতি দরখাস্ত অর্পণ করা যায় .... যদি কোন বিচার কি ডিক্রী কি আজ্ঞা কিম্বা রিকার্ডের মধ্যে রাখা অন্য দলীলের প্রতিলিপি কি অনুবাদ পাইবার জন্যে দেওয়ানী কি ফৌজদারী কিম্বা রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন আদালতে কিম্বা কোন রেবিনিউ বোর্ডে অথবা রাজস্বের কি দাওরার কোন কমিস্যনর সাহেবের নিকটে কিম্বা খণ্ডের রাজকীয় কার্য্য নিরূপণের ভারপ্রাপ্ত কোন প্রধান কার্য্যাকারক সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করা যায়	।৹
যে দরখাস্ত কি প্রার্থনাপত্র এই তফসীলের অন্য কোন বিধানের কিম্বা বর্জ্জিত কথার মধ্যে ধরা যায় নাই এমত কোন দরখাস্ত দেওয়ানী কি ফৌজদারী রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন আদালতে কিম্বা কোন কালেক্টর সাহেবের কি রাজস্বসম্পর্কীয় অন্য কর্ত্তৃপক্ষের কি রাজকীয় কর্ম্ম সম্পাদনের ভারোপলক্ষে কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে অর্পণ করা গেলে	।৹

সাধারণ বর্জ্জিত বিষয়।

প্রমাণ দিবার কি দলীল উপস্থিত করিবার জন্যে কোন সাক্ষিকে কি অন্য ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার আহ্বানপত্রের নিমিত্তে, কিম্বা কোন দস্তাবেজ উপস্থিত কি অর্পণ করণ বিষয়ে, যে প্রথম প্রার্থনাপত্র হয় তাহার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

চৌকীদারী টাক্সের বিরুদ্ধে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে আপীলের যে দরখাস্ত দেওয়া যায় তাহার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

যে কালেক্টর সাহেব কি অন্য যে কার্য্যকারক বন্দোবস্তের কার্য্য করিতেছেন তাঁহার নিকট ভূমির কর ধার্য্য করণ কি স্বত্ব নিরূপণ-সম্পর্কীয় কোন বিষয়ের, কিম্বা ভূমির উপর গবর্ণমেন্টের রাজস্বের বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন বিষয়ের দরখাস্ত ঐ বন্দোবস্ত করিবার পুর্ব্বে করা গেলে তাহার ইষ্ট্যাম্প নাই।

তদ্বিষয়ে বোর্ডের কি রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে প্রার্থনাপত্রের ইষ্ট্যাম্প নাই।

উপযুক্তইষ্ট্যাম্প।

গবর্ণমেন্টের বনে গুঁড়িকাষ্ঠের বৃক্ষ ছেদন করিবার অনুমতি পাইবার জন্যে কিম্বা বনসম্পর্কীয় কোন প্রার্থনাপত্রের ইষ্ট্যাম্প নাই।

পোলীসের কোন কর্ম্মচারির নিকটে কিম্বা ফোর্ট সেন্ট জর্জ প্রসীডেন্সীতে গ্রামের মণ্ডলের নিকটে কিম্বা বোম্বাই প্রসীডেন্সীতে গ্রাম্য পোলীসের কর্ম্মচারিদের নিকটে কোন অপরাধের যে দরখাস্ত কি প্রার্থনাপত্র কি অভিযোগ কি আবেদনপত্র করা যায় কি অর্পণ করা যায়, তাহার ইষ্ট্যাম্প নাই।

সেই প্রকারের কোন দরখাস্ত কি প্রার্থনাপত্র কি অভিযোগ কি আবেদনপত্র ফৌজদারী আদালতের নিকট করা কি অর্পণ করা গেলে, ঐ আদালত যদি বোধ করেন যে তাহাতে ইষ্ট্যাম্প দেওয়া উচিত নয় তবে ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না।

কারাবদ্ধ ব্যক্তির কি বন্দুয়ানের কি অন্য যে ব্যক্তি আসিদ্ধ হয় কিম্বা কোন আদালত কর্ত্তৃক কি আদালতের কর্ম্মচারি কর্ত্তৃক আবদ্ধ হয় তাহার দরখাস্তের ইষ্ট্যাম্প নাই।

১১। নালিশের আরজী কি আপীলের দরখাস্ত। টাকা আদায়ের জন্যে কিম্বা কোন সম্পর্ক কি বিষয় কি দ্রব্য প্রাপণার্থে রাজকীয় চার্টরদ্বারা স্থাপিত আদালতের আদৌ বিবাদ শুনিবার সাধারণ ক্ষমতার বহির্ভূত স্থানে কোন দেওয়ানী কি রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালতে যে কোন মোকদ্দমা কি আপীল উপস্থিত করা যায়, যদি তাহার অন্যরূপ বিধান না হইয়া থাকে, তবে নালিশের আরজীর কি আপীলের দরখাস্তের ইষ্ট্যাম্প এই—

যে টাকার কি যে বিষয়ের দাওয়া হয় তাহা কি তাহার মূল্য

১০৲ টাকার অধিক হইলে	১৲
১০৲ টাকার অধিক ও ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে	১৲ টাকা, ও তদূর্দ্ধ ১০ টাকা অবধি মোকদ্দমার মূল্য যত টাকা হয় সেই পর্য্যন্ত ৫ টাকা প্রতি কি তাহার কোন অংশের প্রতি ৷৹ উদাহরণ। মোকদ্দমার মূল্য ৩২৷৹ হইলে ৩৷৷৹ টাকার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে।
১০০৲ টাকার অধিক ১০০০৲ টাকার অনধিক হইলে	১০ টাকা প্রতি ও ১০ টাকার কোন অংশ প্রতি ১টাকা উদাহরণ। মোকদ্দমার মূল্য ৪৮৫৷৷৹ হইলে ৪৯ টাকার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে।

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
১০০০৲ টাকার অধিক ২০,০০০৲ টাকার অনধিক হইলে	১০০ টাকা। এবং ১০০০ টাকার ঊর্দ্ধ একং শতটাকারকি তাহারকোনঅংশের উপরপাঁচং টাকা। উদাহরণ। মোকদ্দমারমূল্য১২৫০৷৷০ হইলে,১১৫ টাকা ইষ্ট্যাম্প লাগিবে।
২০,০০০৲ টাকার অধিক ১,০০,০০০৲ টাকার অনধিক হইলে.....	১০৫০ টাকা।এবং ২০,০০০টাকা। অবধিমোকদ্দমার মূল্য যত টাকা হয় সেই পর্য্যন্ত ১০০৲টাকা প্রতি ও তাহার কোন অংশ প্রতি ১৲ টাকা। উদাহরণ। ৪৩, ৪৫০৷৷০টাকারমোকদ্দমাহইলে,১২৮৫ টাকার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে।
১০০,০০০৲ টাকার অধিক হইলে	১৮৫০ টাকা। ও ১,০০,০০ টাকাঅধিক মোকদ্দমার মূল্য যত টাকা হয় সেই পর্য্যন্ত একং শত টাকার ও তাহার কোন অংশের উপর ৷৷০ উদাহরণ। ৫,৯৩ ১৫০৷৷০ টাকার মোকদ্দমা হইলে ৪৩১৬৲ টাকার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে

মোকদ্দমা সৈনাসম্পর্কীয় কোর্ট রিক্বেষ্টে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ১৮৫৯ সালের ৩ আইনমতে সৈনাবাসের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালতে কিম্বা ১৮৬৪ সালের ২২ আইনের (অর্থাৎ সৈনিক ছাউনী স্থানের কার্য্য নির্ব্বাহের বিধান করণের আইনের) ৬ ধারামতে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার যে আদালত সংস্থাপিত হয় তাহাতে উপস্থিত করা

		উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
গেলে, ও দাওয়ার টাকা কি মোকদ্দমার মূল্য ৮৲ টাকার অধিক না হইলে		
৮৲ টাকার অধিক হইয়া ১৬৲ টাকার অনধিক হইলে		॥০
১৬৲ টাকার অধিক হইয়া ৩০৲ টাকার অধিক না হইলে		১৲
যদি ৩০৲ টাকার অধিক হয়, তবে		অন্যকোন আদালতে মোকদ্দমা হইলে যত ইষ্টাম্প লাগে তত।
১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১৫ ধারামতে অধিকার পাইবার যে মোকদ্দমা এবং ১৮৩৮ সালের ১৬ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণমতে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বোম্বাইয়ের শ্রীযুত গবর্নর সাহেবের প্রচারিত ১৮৬৪ সালের ৫ আইনমতে অগৌণে অধিকার পাইবার যে প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করা যায়		উপরোক্তনির্দ্দিষ্টরের চতুর্থাংশ মূল্যের ইষ্ট্যাম্প লাগিবে।

মন্তব্য কথা।—(১) যে স্থাবর সম্পত্তি রাজস্ব গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া যায় কি না দেওয়া যায় সেই সম্পত্তি পাইবার মোকদ্দমা হইলে, যত টাকার ইষ্টাম্প লাগিবে তাহা বিবাদীয় সম্পত্তির বাজারের মূল্যানুসারে নিরূপণ হইবে। যতকাল অশুদ্ধ প্রমাণ না হয় ততকাল পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তির বাজার মূল্য নিরূপণ করিবার এই নিয়ম হই। গবর্ণমেণ্টের মালগুজারী স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমা হইলে, যদি মেয়াদী বন্দোবস্ত হয়, তবে উক্ত প্রকারে যে রাজস্ব দিতে হয়, তাহার আটগুণ, যদি চিরকালীন বন্দোবস্ত হয় তবে ঐ রাজস্বের দশগুণ, ও যে স্থাবর সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের মালগুজারী নয়, তাহার খরচ বাদে বৎসরের নিট উপস্বত্বের বিশগুণ টাকা বাজারে মূল্য জ্ঞান হইবে।

বোম্বাই প্রেসীডেন্সীর জন্যে বিশেষ বিধি।

(১) ত্রিশ বৎসরের অনধিক কালের বন্দোবস্তমতে যে ভূমি ভোগ হইয়া গবর্ণমেণ্টে সম্পূর্ণ কর দিয়া থাকে, পরিমাপণমতে তাহার যে কর ধার্য্য হইল তাহার অষ্টগুণ ঐ ভূমির বাজার মূল্য জ্ঞান হইবে।

(২) চিরকালীন, কিম্বা ত্রিশ বৎসরের অধিক কালীন বন্দোবস্তমতে যে ভূমি ভোগ হইয়া গবর্ণমেণ্টে সম্পূর্ণ কর দিয়া থাকে, পরিমাপণমতে তাহার যে কর ধার্য্য হইল তাহার দশগুণ ঐ ভূমির বাজার মূল্য জ্ঞান হইবে।

	উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।
(৩) পরিমাপণমতে যে বার্ষিক রাজস্ব ধার্য্য করা গেল যদি তাহা কি তাহার কোন অংশ ক্ষমা করা যায়, তবে পূর্ব্বোক্ত বিধিমতে হিসাব করিয়া যত মূল্য ধার্য্য হইল, তদূর্দ্ধ রাজস্বের যে অংশের ক্ষমা হয় তাহার দশগুণ ধরিতে হইবে।	
(b) অন্য সকল প্রকারের মোকদ্দমায় ইষ্ট্যাম্পের মাসুলনিরূপণ করিবার নিয়ম এই।	
(১) টাকা ভিন্ন অস্থাবর সম্পত্তি হইলে প্রার্থনা উপস্থিত করিবার তারিখে বিবাদীয় বিষয়ের যে বাজার মূল্য হয়, তদনুসারে এবং অধিকার সংক্রান্ত লেখ্য কি হিসাব প্রভৃতি যে বিষয়ের বাজার মূল্য নাই যদি তদ্রূপ বিষয় লইয়া বিবাদ হয়, তবে প্রার্থনাপত্রে কি আপীলে বিবাদীয় বিষয়ের যেম্মূল্য ধরা গিয়াছে তদনুসারে ইষ্ট্যাম্পের মূল্য নিরূপণ হইবে।	
(২) ১৮৬৫ সালের ১৫ আইন ও ১৮৬৬ সালের ২১ আইনমতে যে মোকদ্দমা হয়, তদ্ভিন্ন যে মোকদ্দমায় বিবাদী বিষয়ের যে মূল্য টাকাক্রমে নিরূপণ করা যায় না তাহার উপর	১০৲
(৩) টাকা পাইবার মোকদ্দমায় যত টাকার দাওয়া হয় তদনুসারে ইষ্ট্যাম্পের মূল্য নিরূপণ হইবে। হানি পূরণের ও ক্ষতি পূরণের মোকদ্দমা ইহার মধ্যে ধরিতে হইবে।	
(a ও b) চিহ্নিত মন্তব্য কথাতে যে সম্পত্তির উল্লেখ হইয়াছে তাহার বাজার মূল্য কিম্বা বৎসরে তাহার ঠিক যত টাকা উপস্বত্ব হয় ইহা নিশ্চয়মতে জানিবার জন্যে আদালত স্বেচ্ছামতে কিম্বা মোকদ্দমার কোন পক্ষের প্রার্থনামতে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষমতাপত্র দিয়া তাঁহাকে স্থানীয় কি অন্য যে অনুসন্ধান আবশ্যক হয় তাহা করিবার আদালতে জ্ঞাত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। আদালত ঐ সম্পত্তি যে বাজার মূল্য কি বৎসরে তাহার যে নিট উপস্বত্ব ধার্য্য করেন, তাহা সিদ্ধান্ত হইবে। তদ্রূপ অনুসন্ধান হইয়া যদি আদালত দেখিতে পান যে ইষ্ট্যাম্পের মাসুলের হিসাব করিবার জন্যে বাজার মূল্যের কি নিট উপস্বত্বের হিসাব করণে ভ্রম হইয়াছে, তবে অধিক ইষ্ট্যাম্প দেওয়া গেলে আদালত স্বয়ং ঐ অতিরিক্ত মাসুল ফিরিয়া দিবেন, অথবা ন্যূন হইলে বাজার মূল্যের কি নিট উপস্বত্বের যথার্থ হিসাবমতে বাদির যত টাকা ইষ্ট্যাম্প দিতে হইত তাহা পূর্ণ করিবার অবশিষ্ট টাকা বাদির স্থানে লইবেন এমত স্থলে সেই অধিক ইষ্ট্যাম্প যত কাল না দেওয়া যায় তত কাল মোকদ্দমা স্থগিত থাকিবে।	

উপযুক্তইষ্ট্যাম্প।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ১৮০ ধারার মধ্যে "কিম্বা কোন ওয়াসিলাতের" এই শব্দের পূর্ব্বে "কিম্বা বিবাদীয় সম্পত্তির বাজার মূল্য" এবং "খেসারতের টাকা" এই কথার পরে কিম্বা "বৎসরের নিট উপস্বত্ব" এইকথা প্রয়োগ করিয়া ঐধারা পাঠ করিতে হইবে।

(c) ওয়াসিলাতের জন্যে কিম্বা স্থাবর সম্পত্তি ও ওয়াসিলাতের জন্যে মোকদ্দমা হইলে, যত লভ্যের দাওয়া হয় যদি তাহার অধিকের ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে ইস্টাম্পের যত মাসুল দেওয়া গিয়াছে এবং ডিক্রীমত সমুদয় লভ্য মোকদ্দমায় ধরা গেলে যত মাসুল দিতে হইত এই দুইয়ের যে বিশেষ তাহা উপযুক্ত কর্ম্মচারিকে না দেওয়া গেলে ঐ ডিক্রী সাধন হইবে না। আদালত পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে ঐ বিশেষের হিসাব করিবেন ও তাহা মোকদ্দমার খরচার মধ্যে আসিবে।

(d) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের লিখিত কোন কারণে কোন আপীল কি নালিশের আরজী নিম্ন আদালত কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইলেও যদি তাহা গ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা হয়, কিম্বা যদি ঐ আইনের ৩৫১ ধারার নির্দ্দিষ্ট কোন হেতুতে আপীল হইয়া কোন মোকদ্দমা নিম্ন আদালতে দ্বিতীয়বার নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠান যায়, তবে আপীলের দরখাস্তের উপর ইস্টাম্পের যত মাসুল দেওয়া গেল আপেলাণ্ট কালেক্টর সাহেবের স্থানে তাহা ফিরিয়া পাইতে পারিবেন, আপীল আদালত তাঁহাকে এই মর্ম্মের সংশিতপত্র দিবেন কিন্তু আপীল হইয়া মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান গেলেও যদি পুনর্ব্বিচার করিবার আজ্ঞা বিবাদীয় সম্পূর্ণ বিষয়ের প্রতি না বর্ত্তে, তবে বিবাদীয় বিষয়ের যে অংশ কি যে যে অংশ সম্পর্কে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান গেল, তাহার উপর আদৌ যত মাসুল লাগিত, আপেলাণ্ট পূর্ব্বোক্ত সংশিত পত্রক্রমে তাহার অধিক গ্রহণ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন না।

নজীর।—আদালতের অধিকাংশ বিচারপতিগণের অভিমতে এই অবধারিত হইল যে যখন কোন মোকদ্দমা তাহার অংশের জন্য ফেরৎ পাঠান যায় তখন আপীলাণ্ট কেবল কোন পরিমাণ অনুসারে ইষ্ট্যাম্পের মাসুল পুনঃ প্রাপ্য হইবার অধিকারী হয়।—দুর্গাদাস দত্ত আপীলাণ্ট (ফুলবেঞ্চ) ২৪ আগষ্ট ১৮৭৭।

(e) দেওয়ানী আদালতে যে আপীল উপস্থিত করা যায় তাহা যদি সম্পূর্ণ নিষ্পত্তির উপর না হইয়া বিবাদীয় বিষয়ের এক কি কএক অংশ সম্পর্কীয় নিষ্পত্তির উপর হয় এবং ঐ সম্পত্তির যে

উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প।

অংশের উপর আপীল করা গেল আপীল শুনিবার সময়ে যদি রেস্পাণ্ডেণ্ট দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ৩৪৮ধারানুসারে তদ্ভিন্ন অন্য কোন অংশের প্রতি আপত্তি করেন, তবে নিষ্পত্তির উক্ত যে অংশের প্রতি আপত্তি করেন তাহাও আপীলের মধ্যে ধরা গেলে অধিক যত ইষ্ট্যাম্পের মাসুল লাগিত রেস্পাণ্ডেণ্ট যত কাল তাহা না দেন আদালত তত কাল ঐ আপত্তি শুনিবেন না। ঐ অধিক যত ইষ্ট্যাম্প দিতে হইবে আদালত পূর্ব্বোক্ত বিধিমতে তাহার হিসাব করিবেন ও তাহা মোকদ্দমার খরচার মধ্যে আসিবে।

সাধারণ বিধি।

কোন নালিশী আরজীর কি লিখিত বর্ণনার কি প্রার্থনাপত্রের কিম্বা ডিক্রীর কি হুকুমের নকলের সমুদয় কথা যদি এই তফসীলের নির্দ্দিষ্ট মুল্যের একি ইষ্টাম্প কাগজে অনায়াসে না ধরে, তবে দরখাস্ত যত মুল্যের ইষ্ট্যাম্পকাগজে লিখিতে হয় অবশিষ্ট কথা তত মুল্যের অন্য এক কি অধিক ফর্দ্দ কাগজে লেখা যাইতে পারিবে। এই বিধি নিষ্পত্তির নকলের বিষয়ে খাটে না। সেই নকলের জন্যে অধিক যত ফর্দ্দ লাগে তাহাতে ইষ্ট্যাম্পের প্রয়োজন নাই।

টীকা।—মাল ও আদালত সংক্রান্ত হাকীমানের এলাকা। যে স্থলে কোন দলীল দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক ইষ্ট্যাম্প হওয়া আবশ্যক বলা হয় সে স্থলে এরূপ নিষ্পত্তি অমান্য করণের ক্ষমতা মাল মোতালকের হাকীমানের নাই। আর যে স্থলে কোন দলীল আদালত দাখিল হইবার পূর্ব্বে তাহাতে উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্প থাকা অথবা তাহা ইষ্ট্যাম্প হওনের আবশ্যকতা না থাকা পক্ষে মাল মোতালকের হাকীমান রায় প্রকাশ করেন সে স্থলে তাহারদিগের এরূপ নিষ্পত্তি আদালত হায়কর্ত্তৃক সিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবেক। ১৩৩১ নম্বরী কনষ্ট্রক্সন।

[বাদিদের লিখিত পরীক্ষার কথা।]

৭ ধারা।—কোন ব্যক্তি অন্যায়মতে কয়েদ কি অন্যায়মতে অবরোধ করণ অপরাধের কিম্বা পোলীসের কর্ম্মকারকেরা ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের তফসীলের তৃতীয় ঘরের নির্দ্দিষ্টমতে যে অপরাধ হেতুক পরওয়ানা বিনা ধৃত করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন কোন অপরাধের নালিশ করিয়া,এই আইনের ৫ ধারার ১০ প্রকরণমতে অপরাধের অভিযোগপত্র যে মুল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিবার আজ্ঞা হইল যদি সেই ইষ্ট্যাম্প কাগজে অভিযোগপত্র লিখিয়া না দেন, তবে তাহার প্রথম কি একমাত্র যে পরীক্ষা হয় তাহা ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের বিধানমতে লিখিয়া লইতে হইলে এক টাকা মুল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবে, সেই কাগজ বাদির দিতে হইবে। কিন্তু যদি মাজিষ্ট্রেট সাহেব বোধ করেন যে ঐ পরীক্ষা শাদা কাগজে লেখা উচিত, তবে শাদা কাগজে লেখা যাইবে।

নজীর।—এই আইনের ১০ প্রকরণের নীচে দেখ।

[এই আইনের কএক ধারা ১৮৬২ সালের ১০ আইনের সঙ্গে পাঠ্য হইবার কথা।]

৮ ধারা। এই আইনের ১, ৫, ৬, ৭, ধারা ১৮৬২ সালের উক্ত ১০ আইনের সহিত তাহার একাংশস্বরূপ পাঠ করিতে হইবে। কিন্তু ঐ২ ধারার কোন কথা অতীত কালাবধি প্রবল হইবে না।

[এই আইনের ১৮৬৫ সালের ১৮ আইনের বৈলক্ষণ্য না হইবার কথা।]

৯ ধারা। এই আইনের কোন কথা দ্বারা ১৮৬২ সালের ১০ আইন সংশোধনার্থ ১৮৬৫ সালের ১৮ আইনের, কিম্বা সেই আইন অনুযায়ি কোন আজ্ঞার বৈলক্ষণ্য হইবে না। এবং উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৬৫ সালের আইন ও পারসীদের বিবাহ করণ ও বিবহে বন্ধন লোপ করণ বিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইন ও খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বি এদেশীয় লোকদিগের বিবাহ বন্ধন বিলোপ করণের ১৮৬৬ সালের আইন অনুসারে যে ইষ্ট্যাম্প কি ফী লওয়া যাইতে পারে, এবং এই আইনেতে যেং প্রার্থনাপত্রের কি খতের কি সর্টিফিকটের কি প্রতিলিপির কি দরখাস্তের কি ক্ষমতাপত্রের কি অনুবাদের ইষ্ট্যাম্পের স্পষ্ট বিধান হয় নাই তাহার উপর অন্য যে ইষ্ট্যাম্প কি ফী আদায় হইতে পারে এই আইনের কোন কথা দ্বারা তাহার বৈলক্ষণ্য হইবে না।

ইষ্ট্যাম্প বিষয়ক রেবিনিউ বোর্ডের বিধি।

১ম, পরিচ্ছেদ।—সরবরাহ।

[ইষ্ট্যাম্পের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে আনয়নার্থে পত্র প্রেরণ।]

১। কালেক্টর সাহেবেরা ইষ্ট্যাম্পের জন্য, ইষ্ট্যাম্প আফিসে ইণ্ডেণ্ট করিবেন। কোন মূল্যের কিম্বা কোন প্রকারের ইষ্ট্যাম্প সকলের যে সংস্থান সঞ্চিত থাকে, তাহা তিন মাসের মধ্যে ঐ স্থানের প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক সংখ্যার সহিত সমান না হইলে, ইণ্ডেণ্ট সকল প্রেরণ করিতে হইবে।

[এষ্টিমেণ্ট অর্থাৎ অনুমান করিয়া নির্ণয় করণ।]

২। বিচার সম্পর্কীয় ইষ্ট্যাম্পের পক্ষে এই প্রয়োজন (দাবী) পূর্ব্ববর্ত্তী বার মাসের মধ্যে প্রকৃত বিক্রয়ের এক ত্রৈমাসিকের অনুমানে নির্ণয় করিতে হইবে; অপরাপর সকল ইষ্টাম্পের পক্ষে পূর্ব্ববর্ত্তী তিন মাসের প্রকৃত বিক্রয়ানুসারে তাহা হইবে।

[নিকটবর্ত্তী খাজানাখানায় ইণ্ডেণ্ট সকল।]

৩। ইষ্ট্যাম্পের কার্য্যাগার হইতে কোন অভিনব সাহায্য প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কোন কারণ বশতঃ কোন প্রকারের কিম্বা মূল্যের ইষ্ট্যাম্প সকলের সংস্থান অল্প হইয়া গেলে কালেক্টর সাহেবেরা ঐ দাবী পূর্ণ হইবার নিমিত্ত যথেষ্ট কোন পরিমাণের জন্য নিকটবর্ত্তী কোন জিলায় ইণ্ডেণ্ট করিলে, সেই দাবীর সরবরাহ ইণ্ডেণ্ট প্রেরণকারী কার্য্যকারকের জওয়াবদিহিতে এবং বিজ্ঞতাক্রমে তাঁহার আপন জিলার প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া প্রদান করা যাইতে পারে কি না বিবেচনা করিয়া উক্ত কার্য্যকারক তাহা প্রদান করিবেন।

[জিলাখণ্ডের ইণ্ডেণ্ট সকল।]

৪। জিলাখণ্ডের কর্ম্মচারীরা আপনাদিগের ইষ্টাম্পের সংস্থান পূর্ণ করণে কালেক্টর সাহেবের উপর সেই প্রকারের ইণ্ডেণ্ট করিবেন, যে প্রকারে কালেক্টর সাহেব ইষ্টাম্পের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের উপর ইণ্ডেণ্ট করিয়া থাকেন।

[ইষ্ট্যাম্পের সংস্থান অল্প হইয়া গেলে তন্নিমিত্ত দায়।]

৫ ধারা।—ইষ্টাম্পের কার্য্যাগারে সময়ানুযায়ী ইণ্ডেণ্ট করণে শৈথিল্য হেতুক কিম্বা অপরাপর জিলায় ইষ্টাম্প সমূহের অবিধেয় কোন সরবরাহ করা হেতুক কোন

প্রকারের কিম্বা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজের সংস্থান অল্প হইয়া গেলে, তন্নিমিত্ত গবর্ণমেন্টের পক্ষে যে কোন ক্ষতি হইতে পারে, তাহার জন্য কালেক্টর সাহেব কিম্বা ইষ্ট্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী হৃদ্বোধজনক কৈফিয়ৎ দিতে না পারিলে, স্বয়ং দায়ী হইবেন। কালেক্টর সাহেবেরা আপনাদিগের সংস্থান পরিপূর্ণ রাখিবার বিষয় নিরূপণ করণে তাঁহাদিগের আপন২ মহকুমার এবং কলিকাতাস্থ ইষ্ট্যাম্পের সঞ্চিত থাকিবার স্থানের মধ্যে যে দূরত্ব এবং গতায়াতের সুবিধা থাকে তাহা স্মরণ রাখিবেন, যাহাতে অন্য কোন স্থান হইতে আগন্তুক ইণ্ডেণ্ট সকল পৌঁছছিবার নিমিত্ত যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়। যে সকল ঘটনায় মাসিক কৈফিয়ৎ হইতে অন্য কিম্বা কোন প্রকারে ইহা দৃষ্ট হইতে পারে যে, কোন জিলাতে কোন বিশেষ প্রকারের কিম্বা ইষ্ট্যাম্প সকলের মূল্যের সংস্থান ব্যয় হইয়া গিয়াছে, তাহাতে বোর্ডে (কিম্বা ডাক মাসুলের, অথবা টেলিগ্রাফের ইষ্ট্যাম্পের স্থলে,) তাহাদের আপন২ প্রযোজকদিগের নিকটে রিপোর্ট করা ইষ্ট্যাম্পের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

[ডাকমাসুলের ইষ্ট্যাম্পের রিটর্ণ।]

৬। প্রত্যেক স্থানীয় ভাণ্ডারের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের শেষে হাতে থাকা ডাক মাসুলের ইষ্ট্যাম্পের অবশেষ এবং ঐ মাসের মধ্যে নির্ব্বাহিত বিক্রয় প্রদর্শক এক হিসাব প্রতি মাসের ২রা তারিখে ইষ্ট্যাম্পের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সমীপে প্রেরণ করিবেন।

[ডাকঘরের ডায়্রেক্টর জেনরল সাহেবের সমীপে রিটর্ণ প্রেরণ।]

৭। ইষ্ট্যাম্পের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আকৌণ্টেণ্ট সাহেব কর্ত্তৃক প্রার্থিত কোন হিসাবের অতিরিক্ত, পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের মধ্যে তাঁহা কর্ত্তৃক বণ্টন করিয়া দেওয়া ইষ্ট্যাম্প সকলের নম্বর প্রদর্শক এক স্মারক লিপি পোষ্ট আফিসে ডায়রেক্টর জেনরল সাহেবকে প্রতি মাসের ২রা তারিখে প্রদান করিবেন; এবং তিনি প্রত্যেক ত্রৈমাসিকের অবসানে হাতে থাকা ডাক ইষ্ট্যাম্পের সংখ্যা, এবং মূল্য, এবং তাঁহা কর্ত্তৃক সরবরাহ প্রাপ্ত সমুদয় স্থানীয় ভাণ্ডারে প্রকৃত বিক্রয়ের মোট পরিমান প্রদর্শক এক সংক্ষিপ্ত স্মারকলিপি প্রদান করিবেন।

২য়, পরিচ্ছেদ।—প্রাপ্তি এবং সংরক্ষণ।

[প্রাপ্তি।]

১। ইষ্ট্যাম্পের কার্য্যাগার হইতে, কিম্বা কোন অপর জিলা হইতে, কিম্বা কালেক্টর সাহেবের সংগ্রহের স্থান হইতে, ইষ্ট্যাম্পের কোন সরবরাহ পৌঁছছিবার পরে, পুলিন্দা এবং বাক্স সকল কালেক্টর সাহেবের, কিম্বা ইষ্ট্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর সমক্ষে এক কালে যথা সাধ্য শীঘ্র করিয়া খোলা হইবে। অনন্তর প্রত্যেক

বাক্সের কিম্বা পুলিন্দার মধ্যস্থিত আট টাকা এবং ততোধিক মূল্যের ইষ্ট্যাম্প সকল স্বয়ং কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক এবং তদপেক্ষা অল্প মূল্যের ইষ্ট্যাম্প সকল তাঁহার সমক্ষে অবিলম্বে গণনা করা হইবে। অনন্তর তৎসমুদয় বিজকের (ইনভাইসের্) সহিত তুলনা করা এবং তৎসমুদয় যে ভাণ্ডার স্থান হইতে প্রেরিত হইয়াছে, তাহাতে প্রথম ডাকযোগে এক রসীদ করা যাইবে।

[স্বীকার দায়।]

২। কালেক্টর সাহেব কিম্বা ইষ্ট্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী যদি নিশ্চয় জানাইতে না পারেন, যে প্রেরিত কোন পুলিন্দা কিম্বা বাক্সের মধ্যস্থিত ইষ্ট্যাম্প সকল আট টাকা কিম্বা ততোধিক মূল্যের হইলে, স্বয়ং তাঁহা কর্ত্তৃক, কিম্বা আট টাকা অপেক্ষা ন্যূন মূল্যের হইলে তাঁহার সমক্ষে অবিলম্বে এবং প্রথমে গণনা করা হইয়াছে, তবে যে কোন ইষ্টাম্পের অপ্রতুল দৃষ্ট হইতে পারে, তাহার মূল্যের জন্য তিনি দায়ী হইয়া থাকেন। অনন্তর ঐ ইষ্ট্যাম্প সকল ডবল তালার অধীনে ভাণ্ডার মধ্যে রক্ষিত হইবে, এবং তদ্বিষয় ঐ ভাণ্ডারের বহীতে লিপিবদ্ধ হইবে; এবং কোন ইষ্ট্যাম্প ভাণ্ডারের মধ্যে প্রথমে আনীত না হইয়া ট্রেজুরারের প্রতি সমর্পিত, কিম্বা কোন লোকের নিকটে বিক্রীত হইবে না।

[প্রধান ভাণ্ডারের সংরক্ষণ।]

৩। ভাণ্ডারস্থ ইষ্ট্যাম্পের পরিমাণ কোন বিদিত পরিমাণে কেতা২ করিয়া খাজানাখানায়, অথবা নিরাপদ স্থানে. ডবল তালার অধীন এক কিম্বা ততোধিক দৃঢ় টীনের পাতমোড়া সিন্ধুকে অথবা খোপে সংরক্ষিত হইবে; প্রত্যেক সিন্ধুকের কিম্বা খোপের একটি তালার চাবী ইষ্ট্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কালেক্টর সাহেবের কিম্বা আসিষ্টান্টের কিম্বা ডেপুটী কালেক্টরের হস্তে নিয়ত থাকিবে, এবং অপর তালার চাবী ট্রেজুরারের কিম্বা যখন কোন ট্রেজুরার না থাকেন, তখন ইষ্ট্যাম্পের দারোগার এবং জিলাখণ্ডে হইলে নাজীরের হস্তে থাকিবেক।

[এবং প্রচলিত সরবরাহের।]

৪। ভাণ্ডারস্থ ইষ্ট্যাম্পের অবশেষ, ট্রেজুরারের, ইষ্ট্যাম্প দারোগার, কিম্বা জিলা খণ্ডের নাজীরের হস্তে ন্যাস্ত থাকিবে। পূর্ব্ব বিক্রয়ের গড় অনুসারে অনুমান করা এক মাসের সম্ভাব্য প্রয়োজন হইলে তৎ সমুদয় অবশ্য অতিরিক্ত হইবেক না।

[ষাণ্মাসিক সর্টিফিকট।]

৫। কালেক্টর সাহেবেরা কিম্বা ইষ্ট্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারীরা ভাণ্ডারস্থিত উভয় ডবল তালার অধীন এবং ট্রেজুরারের হস্তে থাকা। ইষ্ট্যাম্প সকল, প্রত্যেক কার্য্যালয় সংক্রান্ত সেপ্টেম্বর এবং মার্চ্চ মাসের বন্ধ না থাকা অন্তিম দিবসে আপনাদিগের সমক্ষে গণিয়া পাইবেন, এবং তদ্রূপ করিয়া পশ্চাদুক্ত কথায় ইষ্ট্যাম্পের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতিপ্রদেয় ঐ সকল মাসের আদান প্রদানের মাসিক সংক্ষিপ্ত হিসাবের নীচে প্রমাণ স্বরূপে নিশ্চয় লিখিবেন;—

" আমি ইহাতে নিশ্চয় জানাইতেছি যে, ১৮৬ সালের তারিখে ডাক মাসুলের যত ইষ্ট্যাম্প আমার হাতে ছিল, তাহা আমি আপনি গণিয়াছি তাহার প্রকৃত মূল্য (এই স্থলে শব্দ এবং অক্ষরে পরিমাণের উল্লেখ কর) টাকা এবং রেবিনিউ বোর্ডের বিধির একবিংশ অধ্যায়ের নির্দ্দিষ্ট বিধি সকল উপযুক্ত রূপে মান্য হইয়াছে।"

" আর আমি নিশ্চয় রূপে জানাইতেছি যে, আমি এই হিসাবে প্রকাশিত বাকী ১৮৬ নিমিত্ত এই কার্য্যালয়ে মাসিক নগদ টাকার হিসাবের শেষস্থ স্মারক লিপিতে প্রকাশিত বাকীর সহিত তুলনা করিয়াছি, এবং ঐ দুই বিষয় ঐক্য হইয়াছে।"

[অন্যথা ঘটিলে তাহার রিপোর্ট করা যাইবে।]

৬। ইষ্ট্যাম্পের সংস্থানে যে কিছু অল্পতা দৃষ্ট হইতে পারিবে তাহা অবিলম্বে ইষ্ট্যাম্পের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এবং বিভাগের কমিসানর সাহেবের এই উভয়ের সমীপে অবশ্য রিপোর্ট করিতে হইবেক তাহা হইলে তাঁহারাও সেই বিষয় বোর্ডে রিপোর্ট করিবেন।

৩য়, পরিচ্ছেদ।—কালেক্টর সাহেবের সংস্থান হইতে বহিষ্করণ।

[কেবল ট্রেজুরার প্রভৃতির নিকটে বাহির করিয়া দেওন।]

১। ইষ্ট্যাম্প সকল, দুই তালায় বন্ধ সংস্থান হইতে কেবল ট্রেজুরার, ইষ্ট্যাম্পের দারোগা কিম্বা নাজীর, যেমত ঘটনা হউক, ইণ্ডেণ্ট করিলে, সরবরাহ করা যাইতে পারিবে। অনুমতি প্রাপ্ত বিক্রেতাদিগের নিকট সমুদয় বিক্রয় এবং সমুদয় সরবরাহ এই সকল কর্ম্মকারকের হাতে থাকা সংস্থান হইতে, হওয়া আবশ্যক। কোন ব্যক্তি দুই তালায় বন্ধ ঐ সংস্থান হইতে যে কোন মূল্যের এক কেতা মাত্র ইষ্ট্যাম্প ক্রয় করিতে বাসনা করিলে, উহা প্রথমতঃ ট্রেজুরারের, ইষ্ট্যাম্প দারোগার কিম্বা নাজীরের ইণ্ডেণ্ট সরবরাহ করা হইবে, এবং তদনন্তর তাঁহা কর্ত্তৃক এই ইষ্ট্যাম্পের প্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে দেওয়া যাইবে।

[ট্রেজুরারের হিসাবের বহী।]

২। ট্রেজুরার, ইষ্ট্যাম্পদারোগা, কিম্বা জিলা [illegible]ের নাজীর, আগম এবং বহির্গমের এক দৈনিক বহী এদেশীয় ভাষায় রাখিবেন, তাহাতে প্রত্যেক দিবসের অবসানে বাকী কাটিয়া ঐ দিবসের ব্যাপারে একাদিক্রমে লিপিবদ্ধ করেন, এবং (উহা) কালেক্টর সাহেবের কিম্বা ইষ্ট্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারীর নামের সহিত স্বাক্ষরে প্রমাণীকৃত হইবে।

[এবং ইণ্ডেণ্ট সকল।]

৩। প্রতি মাসের বন্ধ না থাকা প্রথম দিবসে ঐ ট্রেজুরার, ইষ্ট্যাম্প দারোগা কিম্বা নাজীর ঐ মাসের মধ্যে কোন ইষ্ট্যাম্পের সরবরাহের নিমিত্ত এক ইণ্ডেণ্ট

কালেক্টর সাহেবের কিম্বা ইষ্ট্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারীর নিকট সমর্পণ করিবেন। মাসিক ইণ্ডেণ্টের প্রতি সম্মতি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে ইষ্ট্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ঐ ট্রেজুরারের, ইষ্টাম্পদারোগার কিম্বা নাজীরের হাতে থাকা ইষ্ট্যাম্প সকলের বাকীর পরীক্ষা করিবেন, এবং দেখিবেন যে উহা ঐ হিসাবের এবং ইণ্ডেণ্টের সহিত মিলিতেছে। সেই ইণ্ডেণ্ট ইষ্ট্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক প্রতিপোষিত কিম্বা পরিবর্ত্তিত হইবার পরে, পশ্চাদুক্ত বিধির আদেশমতে তাঁহা কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত এবং সম্মতি প্রাপ্ত হইবে। ঐ ইণ্ডেণ্ট এইরূপে স্বাক্ষরিত হইয়া ইষ্ট্যাম্পের বহির্গমের নিমিত্ত ক্ষমতাপত্র স্বরূপ হইবে। ডাকমাসুলের ইষ্ট্যাম্পের নিমিত্ত ঐ ইণ্ডেণ্ট প্রতি সপ্তাহে হইয়া থাকে।

[ইণ্ডেণ্ট করা হইলে তাহার সরবরাহ।]

৪। ঐ কালেক্টর সাহেব কিম্বা অন্য কর্ম্মচারী দুই তালায় বদ্ধ ঐ সংস্থান খোলাইবেন, এবং (তন্মধ্যস্থ) ইষ্ট্যাম্পের পরিমাণ গণনা হইবার প্রয়োজন জানাইবেন, এবং তাহার সমক্ষে ট্রেজুরারের, ইষ্টাম্পদারোগার, কিম্বা নাজীরের প্রতি সমর্পিত হইবে। ইংরাজী ভাষায় সংস্থাপন সম্পর্কীয় একবহী রাখিতে হইবে, তাহাতে ঐ ট্রেজুরারের, ইষ্টাম্পদারোগার, কিম্বা নাজীরের, প্রতি সমর্পিত ইষ্টাম্প সকলের নং এবং মূল্য লিখিতে এবং সমর্পণকালে বাকী কাটিতে হইবে। এই বাকী কালেক্টর সাহেবের কিম্বা ভারপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারীর এবং ট্রেজুরারের, ইষ্টাম্পদারোগার, কিম্বা নাজীরের সংক্ষিপ্তাক্ষরে প্রমাণীকৃত হইবে, তাঁহারা উভয়ে যে কালে দুই তালায় বদ্ধ সংস্থান কিম্বা উহার কোন অংশ খোলা থাকে, সেই সমুদয় কালপর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তনীয় রূপে উপস্থিত থাকিবেন। ঐ সংস্থানের বহীতে প্রদর্শিত অর্পিত হওয়া ইষ্টাম্প সকল তাহার ইণ্ডেণ্ট যেরূপে মঞ্জুর হইয়াছে, সেইমত মিলিবে।

[মধ্যবর্ত্তী ইণ্ডেণ্ট সকল।]

৫। যদি ঐ ট্রেজুরার, ইষ্টাম্পদারোগা, কিম্বা নাজীর মধ্যবর্ত্তি কোন কালে প্রয়োজন প্রকাশ করেন, তবে উক্তরূপ প্রক্রিয়া দুই পূর্ব্ববর্ত্তী প্রকরণে যেমত নির্দ্দিষ্ট হইল, সেইমত অবলম্বন করিতে হইবে।

৪র্থ, পরিচ্ছেদ।—খুজরা বিক্রয়।

[খাজানাখানায় বিক্রয়।]

১। কোন মূল্যের ইষ্ট্যাম্প সকল কোন পরিমাণে প্রেসীডেন্সীতে সকল সময়ে ইষ্ট্যাম্পের কালেক্টর কর্ত্তৃক; জিলার সদর মহকুমায় কালেক্টর সাহেবের কার্য্যালয়ের ট্রেজুরার কর্ত্তৃক, কিম্বা, যখন তথায় কোন ট্রেজুরার না থাকেন, তখন ইষ্টা-

ম্পের দারোগা কর্ত্তৃক; এবং জিলা খণ্ডেতে নাজীর কর্ত্তৃক ইষ্টাম্পের প্রার্থনাকারী যে কোন ব্যক্তি ঐ ইষ্টাম্পের সম্পূর্ণ মূল্য নগদ টাকায় প্রদান করিলে, তাহার নিকটে বিক্রীত হইবে।

[ডাকমাসুলের ইষ্টাম্প।]

২। এই সকল কর্ম্মচারীগণের দ্বারা ডাকমাসুলের ইষ্টাম্প সকল অনুমতি প্রাপ্ত বিক্রেতাদিগের নিকটে কিম্বা সাধারণের নিকটে পাঁচ টাকা অপেক্ষা অল্প মূল্যের কোন পরিমাণে বিক্রীত হইবে না; এই সকল কর্ম্মকারকেরা কোন বিশেষ মূল্যের এক টাকা অপেক্ষা অল্পতর কোন পরিমাণ উহার মধ্যে রাখিবেন না।

[ডাকমাসুলের ইষ্টাম্প খুজরা বিক্রয় করণ।]

৩। খুজরা বিক্রয়ের নিমিত্ত ডাকমাসুলের এক সরবরাহ, প্রত্যেক ডাক ঘরে (রিসিবিং হৌসে) অর্থাৎ প্রাপ্ত হইবার মুখ্য স্থানে, এবং থানায়; এবং যে প্রত্যেক পোলীস ষ্টেসনে পত্র সকল প্রেরিত হইবার জন্য গৃহীত হইয়া থাকে, তথায়; এবং প্রত্যেক অনুমতিপ্রাপ্ত ইষ্টাম্প বিক্রেতা কর্ত্তৃক সুলভ করিয়া রাখিতে হইবে। উপরোক্ত স্থানের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে কর্ম্মচারীর অধীন থাকেন, ইহা নির্ণয় করিতে উপায় অবলম্বন করা সেই কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়া থাকে যে, হাতে থাকা ঐ ইষ্টাম্পের সরবরাহ, সকল সময়ে এক সপ্তাহে যত প্রয়োজন হইতে পারে, অন্ততঃ তাহার সমান আছে। যৎকালে কালেক্টর সাহেবেরা জ্ঞাত হন যে (পোষ্টমাষ্টর) ডাক মুন্সীরা আপনাদিগের সরবরাহ ক্ষীণ পরিমাণ হইতে দিয়াছেন, তৎকালে উক্ত কালেক্টর সাহেবেরা সেই বিষয় একেবারে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি রিপোর্ট করিবেন।

[খাজানাখানার কর্ম্মচারীরা কেবল নগদ মূল্যের নিমিত্ত বিক্রয় করিবেন।]

৪। ইহা এক বিধি আছে যে, অধস্থ কোন সংগ্রহের স্থানে প্রচলিত ইষ্টাম্পের কোন হিসাব রাখিতে হইবে না। প্রেসীডেন্সীর ইষ্টাম্প আফিস হইতে (ধারে অর্থাৎ মূল্য দেওয়া না হইয়া) ইষ্টাম্প সকল, খাজানাখানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগের প্রতি বহির্গত হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ কর্ম্মচারীরা যখন সাধারণের নিকটে খুজরা বিক্রয়ার্থে বিক্রেতাদিগের নিকটে ইষ্টাম্প বিক্রয় করেন, তখন সমর্পণ করিয়া নগদ টাকায় মূল্য চাহিয়া লইবেন।

[বিক্রেতাদিগের প্রতি তত্ত্বাবধারণ।]

৫। কালেক্টর সাহেবদিগের এবং জিলাখণ্ডের কর্ম্মচারীদিগের জিলার এবং জিলা খণ্ডের মধ্যস্থিত বিক্রেতাদিগের কার্য্য পর্য্যালোচনা করা, এবং ইষ্টাম্পের বিক্রয় সম্পর্কীয় আইন ও বিধি সকল দৃঢ়রূপে মান্য করা হইতেছে ইহা দৃষ্টি করা উক্ত কর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

[যে বিক্রেতারা নগদ মূল্য প্রদান করে তাহাদিগের স্থানে জামিন লওয়া হইবে না।]

৬। ১৮৬২ সালের ১০ আইনের ৪৪ অবধি ৪৭ ধারা যে সকল স্থলে ইষ্ট্যাম্পের নিমিত্ত মফঃসলে তাহা খুচরা বিক্রয়ের জন্য মূল্য নগদ দেওয়া হয়, তাহাতে প্রয়োগ যোগ্য হয় না; অতএব এই শ্রেণীর বিক্রেতাদিগের স্থানে কোন জামীন লওয় প্রয়োজনীয় নহে; যেহেতু সম্ভ্রান্ত দোকানদার সকলের এবং অন্য লোকদিগের পক্ষে এই প্রকার জামিনী বিরক্তি জনক হইয়া থাকে, অতএব তাঁহাদিগকে পাট্টা লইবার এবং ডিস্কৌণ্টের নিয়মে ইষ্টাম্প বিক্রয়ের কার্য্য করিবার বিষয়ে প্রবৃত্তি দেওয়া বাঞ্ছনীয় হওয়াতে "হাজির জামিনীর" যে খত সকল এই শ্রেণীর বিক্রেতাদিগের স্থানে লওয়া প্রয়োজনীয় হইত, তাহার দাবী করা নিবারিত হইল। এই সকল বিধি অনুসারে তাঁহাদিগকে সরবরাহ করা ইষ্ট্যাম্প সকল ঐ ট্রেজুরার, ইষ্ট্যাম্প দারোগা, কিম্বা নাজীর কর্ত্তৃক (ইণ্ডারস) পৃষ্ঠলিপি করা হইবে না।

[বিক্রেতারা আইন অনুসারে দায়ী থাকেন।]

৭। সাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থে কোন ডিস্কৌণ্টের নিয়মে ইষ্টাম্পের ক্রয়কারক অনুমতিপ্রাপ্ত বিক্রেতারা এই সকল বিধির বিচারাধীন এবং ১৮৬২ সালের ১০ আইনের ৩৬ অবধি ৪৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের যোগ্য থাকেন।

৭A। "অনুমতি প্রাপ্ত বিক্রেতারা যে যে কাগজ বিক্রয় করেন তাহাতে স্থানের নাম ও বিক্রয় করিবার তারিখ এবং ১৮৬২ সালের ১০ আইনের ৩৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট অন্য বিবরণ তাঁহাদের লিখিতে হইবে, এই বিধি লঙ্ঘন করিলে ঐ আইনের ৩৬ ধারার বিধানমতে তাহাদের অনুমতিপত্র রহিত করা যাইবে।

[ধারে বিক্রয়।]

৮। যে কোন বসতি স্থানে, নগদ টাকা প্রদানের নিয়মে কোন বিক্রেতাকে সংস্থাপিত করা বাঞ্ছনীয় জ্ঞান হয়, তাহাতে বিচারসম্পর্কীয় ইষ্টাম্প সকলের বিক্রয়ে ব্যাপৃত হইতে বাসনাকারী কোন লোককে প্রাপ্ত হইতে না পারা গেলে, কালেক্টর সাহেবের কোন বিক্রেতাকে নিযুক্ত করিতে এবং তাহাকে খুচরা বিক্রয়ার্থে ইষ্ট্যাম্প সকল ধারে অগ্রে প্রদান করিতে পারেন, পরন্তু এই নিয়ম বোর্ডের অনুমতি বিনা কোন জিলায় প্রচার করা কখন উচিত নহে। এই নিয়ম হইলে বহির্গত ইষ্ট্যাম্পের সম্পূর্ণ পরিমাণে জামিন লওয়া এবং ঐ আইনের ৪৪ অবধি ৪৭ ধারার বিধান সকল দৃঢ়রূপে প্রবল করা আবশ্যক হইবে।

৫ম, পরিচ্ছেদ।—ডিস্কৌণ্ট।

[ইষ্ট্যাম্প কাগজের উপর।]

১। কলিকাতায়, এবং সমুদয় সদর মহকুমায়, এবং জিলাখণ্ডের ষ্টেসনে এক সময়ে ২৫ কিম্বা ততোধিক মোট মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজের * খরিদকারী অনুমতি প্রাপ্ত বিক্রেতারা শতকরা অনধিক ৩ টাকার কোন ডিস্কৌণ্ট পাইয়া থাকেন। জিলার মধ্যদেশস্থ বিক্রেতারা ঐ পরিমাণে ক্রয় করিলে শতকরা অনধিক ৪ টাকা ডিস্কৌণ্ট প্রাপ্ত হন; কিন্তু ইষ্ট্যাম্প হওয়া কাগজের যে কোন কেতার মূল্য ৫০ টাকা অপেক্ষা অধিক হয় তাহা খরিদ করিলে, কোন ডিস্কৌণ্ট দেওয়া হয় না; ইহা অতিরিক্ত মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজ সকল কালেক্টর সাহেবের স্থানে এবং জিলাখণ্ডের কর্ম্মচারীদিগের স্থানে সতত পাওয়া যাইতে পারে।

[কেবল অনুমতিপ্রাপ্ত বিক্রেতাদিগের প্রতি।]

২। এক মাত্র অনুমতিপ্রাপ্ত বিক্রেতারা ইষ্ট্যাম্প হওয়া কাগজ খরিদ করিলে ডিস্কৌণ্ট পাইয়া থাকে।

[(ইম্প্রেষ্) অর্থাৎ আটাল ইষ্ট্যাম্পের উপর দেওয়া হয় না।]

৩। কোন ব্যক্তি অনুমতিপ্রাপ্ত বিক্রেতা হউন্ বা না হউন্, তাঁহা কর্তৃক প্রদত্ত হইবার এবং তাহাতে ইষ্ট্যাম্প বসাইবার অভিপ্রায়ে ইষ্ট্যাম্পের কালেক্টর সাহেবের কোন সর্টিফিকট অনুসারে আনীত কোন বিষয়ের উপরে বসান ইষ্ট্যাম্প সকলের মূল্যের উপর তাঁহাকে কোন ডিস্কৌণ্ট দেওয়া হয় না।

[ডাকমাসুলের ইষ্ট্যাম্পের উপর।]

৪। গবর্ণমেণ্টের যে সমুদয় কর্ম্মচারীরা ডাকঘরে কি অন্য প্রকারে নিযুক্ত হউন্, ডাকের টিকিট প্রভৃতি বিক্রয় করিতে স্বীয় কর্ম্মোপলক্ষে প্রয়োজনীয় হন, তাঁহারা টাকা প্রতি এক আনা হারে ডিস্কৌণ্ট পাইয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্টের যে সকল কর্ম্মচারীরা ইষ্ট্যাম্প বিক্রয় করিতে প্রয়োজনীয় নহেন, তাঁহারা শুদ্ধ অপরাপর সকল লোকেরা টাকা প্রতি কেবল অর্দ্ধ আনা হারে ডিস্কৌণ্ট প্রাপ্ত হন।

[টেলিগ্রাফের ইষ্ট্যাম্পের উপর।]

৫। ৫০ টাকা অপেক্ষা অল্প মূল্যের যোগ্য টেলিগ্রাফের কোন ইষ্ট্যাম্প খরিদ করিলে কেবল ডিস্কৌণ্ট দেওয়া হয় না। এক কালে ঐ প্রকার ইষ্ট্যাম্পের অভাবতঃ ৫০ টাকার যোগ্য মূল্যে তাহা খরিদকারক সমুদয় লোকের প্রতি, প্রতি টাকায় এক আনা হারে দেওয়া হয়।

---

* (বাইকলর্) চিত্রিত ইষ্ট্যাম্প সকল এবং (বিল্স অব্ এক্সচেঞ্জ) বিনিময় কার্য্যের ইষ্ট্যাম্প সম্বলিত।

[অন্য প্রকার আটাল ইষ্ট্যাম্পের উপর।]

৬। প্রতি টাকায় অর্দ্ধ আনার এক ডিস্কৌণ্ট ৫ টাকা অপেক্ষা কম না হওয়া মূল্যের অন্য আটাল ইষ্ট্যাম্প সকলের এক কালে খরিদকারী সমুদয় লোককে দেওয়া যায়।

[ডিস্কৌণ্টের নিমিত্ত হিসাব করিবার প্রণালী।]

৭। যৎকালে ডিস্কৌণ্ট দেওয়া হয়, তৎকালে ইষ্ট্যাম্পের সম্পূর্ণ মূল্য কালেক্টর সাহেবের হিসাবের বহীতে জমা করিতে এবং (পার্ কণ্ট্রা) ডিস্কৌণ্ট ধরিতে হয়।

[খাজানাখানার কর্ম্মচারী ডিস্কৌণ্ট পাইবেন না।]

৮। কোন ট্রেজুরার কিম্বা খাজানাখানার ভারপ্রাপ্ত অন্য অধঃস্থ কর্ম্মচারী সাধারণের নিকটে তাঁহার আপনার জন্য বিক্রয়ার্থে ইষ্ট্যাম্প খরিদ করিতে কোন ডিস্কৌণ্ট পাইবেন না।

৬ষ্ঠ, পরিচ্ছেদ।—বিবিধ বিধি।

[ইষ্ট্যাম্পের জিম্মা।]

১। কালেক্টর সাহেবেরা কোন আসিষ্টাণ্টের কিম্বা ডেপুটী কালেক্টরের প্রতি ইষ্টাম্পের ভারার্পণ করিতে পারিবেন। কিন্তু ভারার্পণের প্রত্যেক স্থলে ঐ ইষ্টাম্প সকল ঠিক সেইরূপে সমর্পিত হইবে, যে রূপে রাজকীয় ধন সমর্পিত হইয়া থাকে।

[দণ্ডের সন্দেহজনক স্থল সকল।]

২। কালেক্টর সাহেবেরা সেই বিভাগের কমিসানর সাহেবের মারফতে যে সকল অভিযোগে তাঁহারা ইষ্টাম্পের এবং দণ্ডের উপযুক্ত পরিমাণ ১৮৬২ সালের ১০ আইনের ১৫ ধারানুসারে তাঁহাদিগের কিম্বা তাঁহাদের অধীনবর্গের বিচার্য্য মোকদ্দমা সমূহে দাখিল হওয়া, কিম্বা অন্য প্রকারে তাঁহাদিগের বিচারাধীনে আগত হওয়া, ইষ্টাম্প বর্জ্জিত কিম্বা অসম্পূর্ণরূপে ইষ্টাম্প দেওয়া দলীল সমূহের উপর আদায় হইবার মাসুল সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে পারেন, সেই স্থল বোর্ডে জিজ্ঞাসার্থ অর্পণ করিবেন। সেই প্রকার স্থলে বোর্ডের নিষ্পত্তি প্রদত্ত হইবামাত্র ইষ্টাম্প হওনার্থে প্রয়োজনীয় ঐ দলীলসম্বলিত করিয়া ইষ্টাম্পের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। ঐ প্রকার দলীল এই প্রার্থনায় ইষ্টাম্পের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিবার প্রণালী যে তিনি তৎ সমুদয়ের উপর সেই প্রকার ইষ্টাম্প সংযুক্ত করিবেন, যাহা তাঁহার অভিপ্রায়ে প্রয়োজনীয় হইতে পারে নিবারিত হইল।

[অসম্পূর্ণ রূপে ইষ্ট্যাম্প দেওয়া কাগজের ডাক মাসুল।]

৩। ঐ ১০ আইনের ২০ ধারানুসারে উভয় প্রেরিত এবং প্রত্যর্পিত পত্র সকলের ডাকে পাঠাইবার এবং রেজিষ্টরী করিবার খরচা ঐ সকল কাগজ পত্র প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে ইষ্ট্যাম্পের জন্য প্রার্থনাকারী লোকের উপর আদায় করা হইবে।

[অকর্ম্মণ্য ইষ্ট্যাম্প সকল।]

৪। কালেক্টর সাহেবেরা ১৮৬২ সালের ১০ আইনের ৫০ ধারার বিধানমতে ক্ষতিগ্রস্ত এবং অকর্ম্মণ্য ইষ্ট্যাম্প সকলের প্রতি কার্য্য করণে সাবধান থাকিবেন, যে, উপরোক্ত ধারার ১ প্রকরণে বর্ণিত ৯ বিশেষ নিয়মের অনুসারে ভিন্ন কোন কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করা, কিম্বা ঐ ইষ্ট্যাম্প ফেরত দেওয়া না হয়।

৪ A। ইষ্ট্যাম্প নষ্ট হওয়াতে ফিরিয়া দেওয়া গেলে যখন তাহার মূল্য প্রতি-দত্ত হয় তখন ইষ্ট্যাম্প বিক্রেতাকে ডিস্কৌন্ট দেওয়া যায়, ঐ টাকা গ্রাহকের নিকট হইতে তাহা লওয়া যাইবে।

[বিল্ অফ্ এক্সচেঞ্জ।]

৫। ১৮৬২ সালের ১০ আইনের ২২ ধারানুসারে বিল অফ এক্সচেঞ্জ (অর্ডর ফর মণি) অর্থাৎ হুণ্ডী এবং রসীদ প্রভৃতি ১৫ ধারার বিধান সমূহ হইতে বিশেষ মতে বর্জ্জিত আছে, সেই ২২ ধারাতে কালেক্টর সাহেবদিগের বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে।

[পাঁপরের ইষ্ট্যাম্প।]

৬। যদি উপযুক্ত এবং যথেষ্ট তদন্ত করিলে, ইহা প্রকাশ পায় যে পাঁপর মোকদ্দমার যে পক্ষীয় লোকদিগের স্থানে ইষ্ট্যাম্পের রসুম প্রাপ্য হয়, তাহারা এক্ষণে তাহা পরিশোধ করিবার উপায় বিশিষ্ট নাই, কিম্বা আদালতের নিষ্পত্তিক্রমে কিম্বা উত্তরাধিকারিতা দ্বারা, কিম্বা কোন অন্য প্রকারে সম্পত্তির অধিকারী হইবার যুক্তি মত কোন প্রত্যাশা রাখে না, তবে কালেক্টর সাহেবেরা ইষ্ট্যাম্প মাসুলের অনাদায় যোগ্য বাকীর সম্বন্ধে (৩৩ নং) তাঁহাদিগের বাৎসরিক রিটর্ণে সেই পরিমাণের উল্লেখ করিতে পারেন।

[আয় এবং ব্যয়ের রিটর্ণ।]

৭। ইষ্ট্যাম্পের নিমিত্ত সমুদয় আয় এবং ব্যয়ের সম্বন্ধে (৩৫ নং) এক রিটর্ণের যে পাঠ বোর্ডের সাহেবেরা নির্দ্ধারিত করিতে পারেন, সেই পাঠে উহা বৎসরে বৎসরে বোর্ডে অর্পণ করিতে হয়।

[দণ্ডের (রিকার্ড) লিপিবদ্ধকরণ।]

৮। ইষ্ট্যাম্পের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের প্রতি প্রেরিত অসম্পূর্ণ রূপে ইষ্ট্যাম্প-বিশিষ্ট হওয়া দলীলের উপর দণ্ডের প্রয়োগ করণের সর্টিফিকেট সকল, সেই কাগজে ইষ্ট্যাম্প করিবার জন্য ক্ষমতাপত্র স্বরূপে তাহা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবে।

[ফারম লিখিবার পাঠ।]

৯। এই অধ্যায়ের বিধানানুসারে প্রয়োজনীয় সমুদয় বহীর এবং কৈফিয়ৎ সকলের ফারম সকল, কাগজ কলম প্রভৃতির সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের স্থানে পাওয়া যাইতে পারিবে।

আদালতে দাখিল হওয়া দলীলাদির ইষ্ট্যাম্প বিষয়ক বিধি।

ইষ্ট্যাম্প কাগজ সকল।

[ইষ্ট্যাম্পের মাসুল নগদ টাকায় লওয়া হইবে না।]

১। উপযুক্ত ইষ্ট্যাম্পের মূল্য সঙ্গে দিয়া সাদাকাগজে দলীল সকল গ্রহণ করিবার যে প্রণালীতে আইনানুসারে ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিপিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজনীয় হয়, তাহা দৃঢ়রূপে নিষেধ করা হইল।

[সাদা ইষ্ট্যাম্প সকল বিনষ্ট করণ।]

২। কিন্তু যৎকালে বিচার সম্পর্কীয় কাগজ সমূহের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট মূল্য পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে সাদা ইষ্ট্যাম্প কাগজ দাখিল করা হয়, তখন এই সকল কাগজের সাদা অংশে ঢেরার দাগ দিয়া কাটিয়া ফেলিতে হইবে, যাহাতে সাদা কাগজের অধিকাংশ কাটা পড়িবে, কিন্তু চিত্রিত ইষ্ট্যাম্প এবং খাজানাখানা সম্পর্কীয় আড় সহির ইষ্ট্যাম্প বিনষ্ট না করিয়া একখান অপ্রশস্ত খণ্ড কাগজ তাহার সঙ্গে সংযুক্ত রাখা বৈধ হইবে।

[অকর্ম্মণ্য হওয়া ইষ্ট্যাম্প ছেনীর দ্বারা কাটিয়া ফেলা যাইবে।]

৩। যে সকল ইষ্ট্যাম্প দাখিল হইলে আর ফেরত দেওয়া হইবে না, তৎ প্রাপক অন্য কর্ম্মচারী কিম্বা সেরিস্তাদার কর্ত্তৃক সেই ইষ্ট্যাম্প ছেনীর দ্বারা কাটিয়া ফেলা যাইবে, এবং সকল শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা দাখিল করণের জন্য হুকুমে স্বাক্ষর করিবার কালে দেখিবেন যে, এই বিধি মান্যকরা হইতেছে।

[শৈথিল্যের বিষয় রিপোর্ট করিতে হইবে।]

৪। কালেক্টর সাহেবেরা যে কোন স্থলে দাখিল হওয়া এবং প্রত্যর্পণ না হইবার যোগ্য ইষ্ট্যাম্প সকল কর্ত্তনের কর্ত্তব্য কর্ম্মে শৈথিল্য হওয়া অনুভব করেন, তাহা কমিসানর সাহেবকে জ্ঞাপন করিবেন।

রেবিনিউ বোর্ড কর্ত্তৃক প্রণীত খাজানার আইন সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিধি।

১ম, পরিচ্ছেদ।—ইষ্ট্যাম্প।

[মোকদ্দমার নিমিত্তে ইষ্ট্যাম্পের মূল্যের কথা।]

১৮৬২ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ১১ প্রকরণ ১৮৬৭ সালের ২৬ আইনের ৬ ধারাক্রমে সংশোধিত হইয়া ইষ্টাম্পের যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইন এবং ১৮৬২ সালের ৬ আইনের সকল মোকদ্দমা সেই মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবে।

যে টাকার কি যে বিষয়ের দাওয়া হয় তাহার কি তাহার মূল্য ১০৲ টাকার অনধিক, হইলে	১৲
১০ টাকার অধিক ও ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে	১ টাকা, এবং ১০৲ টাকা অবধি মোকদ্দমার মূল্য যত টাকা হয় সেই পর্য্যন্ত ৫৲ টাকা প্রতি কি তাহার কোন অংশের প্রতি ।।০ উদাহরণ। মোকদ্দমার মূল্য ৩২।।০ হইলে ৩।।০ টাকার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে।
১০০৲ টাকার অধিক ও ১০০০৲ টাকার অনধিক হইলে	১০৲ টাকা প্রতি ও ১০৲ টাকার কোন অংশ প্রতি ১৲ টাকা। উদাহরণ। মোকদ্দমার মূল্য ৪৮৫।।০ হইলে, ৪৯৲ টাকার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে।
১০০০৲ টাকার অধিক ২০,০০০৲ টাকার অনধিক হইলে	১০০৲ টাকা এবং ১০০০৲ অবধি মোকদ্দমার মূল্য যত টাকা হয়, সেই পর্য্যন্ত একং শত টাকার কি তাহার কোন অংশের উপর পাঁচ২ টাকা। উদাহরণ। মোকদ্দমার মুল্য ১২৫০।।০ হইলে, ১১৫৲ টাকার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে।
২০,০০০৲ টাকার অধিক ১,০০০০০৲ টাকার অনধিক হইলে	১০৫০ টাকা। এবং ২০,০০০৲ টাকা অবধি মোকদ্দমার মূল্য যত টাকা হয় সেই পর্য্যন্ত ১০০৲ টাকা প্রতি ও তাহার কোন অংশ প্রতি ১৲ টাকা। উদাহরণ। ৪৩,৪৫০।।০ টাকার মোকদ্দমা হইলে, ১২৮৫৲ টাকার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে।

১,০০,০০০৲ টাকার অধিক হইলে	১৮৫০৲ টাকা। ও ১,০০,০০০৲ টাকা অবধি মোকদ্দমার মূল্য যত টাকা হয় সেই পর্য্যন্ত একং শত টাকার ও তাহার কোন অংশের উপর ।।০ উদাহরণ। ৫,৯৩,১৫০।।০ টাকার মোকদ্দমা হইলে, ৪৩১৬৲ টাকার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে।

[প্রার্থনাপত্রের কথা।]

২। ১৮৬২ সালের ১০ অইনর B চিহ্নিত তফসিলের ১০ প্রকরণ ১৮৬৭ সালের ২৬ আইনক্রমে সংশোধিত হইয়া যে মূল্যের ইষ্ট্যাম্প নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে পুর্ব্বোক্ত আইনক্রমে যে প্রার্থনাপত্র করা যায় তাহা সেই মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবে।

[আপীলের কথা।]

৩। কালেক্টর সাহেবের কি কমিস্যনর সাহেবের নিকটে আপীল হইলে তাহা আট আনার ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবে। (১৮৬৭ সালের ২৬ আইনের ৬ ধারাক্রমে সংশোধিত ১৮৬২ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণ দেখ)।

[দাওয়ার মূল্যের কথা।]

৪। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই মোকদ্দমায় ১৮৬২ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ১১ প্রকরণের লিখিত মন্তব্য কথাতে যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে দাওয়ার মূল্য হিসাব করিয়া দাওয়ার বর্ণনাপত্রের তলভাগে লিখিতে হইবে।

[প্রতিলিপির কথা।]

৫। উক্ত ৪ দফার নির্দ্দিষ্টমতে যদি কোন মোকদ্দমায় দাওয়ার মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হয়, তবে রাজস্বের কোন আদালতে ঐ মোকদ্দমায় যে বিচার কি ডিক্রী কি আজ্ঞা করা যায় সেই বিচারের কিম্বা তদনুবাদের ও সেই ডিক্রীর কি আজ্ঞার প্রতিলিপি আট আনা মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবে। যদি দাওয়ার ৫০ টাকার অধিক মূল্য হয় তবে ইষ্ট্যাম্পের ১ টাকা মাসুল লাগিবে। যে মোকদ্দমায় দাওয়ার মূল্য ৫০ টাকা পর্য্যন্ত হয় সেই মোকদ্দমায় যে বিচার করা যায় এবং ডিক্রী নহে ও ডিক্রীর তুল্য বলবৎ নয় এমত যে আজ্ঞা করা যায় সেই বিচারের প্রতিলিপি ও তাহার অনুবাদ ও ঐ আজ্ঞার প্রতিলিপিতে চারি আনার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে। যদি ৫০ টাকার অধিক মূল্য হয়, তবে প্রতিলিপিতে আট আনার ইষ্ট্যাম্প লাগিবে।

[প্রতিলিপির কথা।]

৬। প্রতিভূপত্র আট আনা মূল্যের ইষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিতে হইবে।

১৮৬২ সালের ১০ আইনের ২৯ ধারার লিখিত হুণ্ডীসম্পর্কীয় বিধি।

মণিঅর্ডর (অর্থাৎ হুণ্ডী)।

[এজেণ্টকে নিযুক্ত করণ।]

১। কালেক্টর সাহেব, ফিনান্স্যাল্ ডিপার্টমেণ্টের অধীনে, হুণ্ডী সম্পর্কীয় এজেণ্টদিগকে নিযুক্ত করিবেন; সাধারণ স্থলে ট্রেজুরী ক্লার্কের সেই কর্ম্ম হওয়া উচিত।

[প্রতিভূ অর্থাৎ জামিনী।]

২। উক্ত এজেণ্টকে ৫০০ শত টাকার জন্য তাঁহার আপন তমঃস্সুক (বণ্ড কিম্বা খৎ) এবং এক বা ততোধিক লোকের ঐ পরিমাণ টাকার ঐ তমঃস্সুক, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করণার্থ জামীন স্বরূপে লিখিয়া দিতে হইবেক।

[কালেক্টর সাহেব বাহির করিতে অস্বীকার করিতে পারেন।]

৩। কালেক্টর সাহেব হুণ্ডী বাহির করিতে অস্বীকার করিবার যথেষ্ট হেতু দেখিলে তাঁহার তদ্রূপ করিবার অধিকার থাকে, উদাহরণ যথা—যখন অত্যন্ত অধিক রৌপ্য মুদ্রা তাঁহার অর্থকোষে রাশিকৃত হয়, কিম্বা যখন ইহা তাঁহার বোধ হয় যে হুণ্ডীর প্রণালী উহার প্রকৃত অভিপ্রায় হইতে অন্য দিকে যাইতেছে এবং হুণ্ডীরদ্বারা টাকা প্রেরণ বিস্তৃত করিবার অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হইতেছে।

[কিন্তু টাকা দিতে নহে।]

৪। কালেক্টর সাহেব হুণ্ডির কোন পরিমাণ টাকা দিতে অস্বীকার করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার উপর লিখিত ঐ সমুদয় টাকা অসুবিধাজনক হইলে কন্ট্রোলার এবং আকৌণ্টেণ্ট জেনরল সাহেবের সমীপে রিপোর্ট করা তাঁহার কর্ত্তব্য।

[এজেণ্টের ঊর্দ্ধ সংখ্যার বাকী।]

৫। উক্ত এজেণ্টের বাকী কখন ৫০০ টাকার অধিক হইবে না, এবং কালেক্টর সাহেব উপযুক্ত বোধ করিলে উহা তদপেক্ষা অল্প টাকা পর্য্যন্ত নিরূপিত হইতে পারিবে। যদি ৫০০ টাকা অপেক্ষা অল্প কোন টাকা নিরূপিত হয় তবে কন্ট্রোলার সাহেব তাহা জ্ঞাত হইবেন. ঐ নিরূপিত বাকীর অতিরিক্ত কোন টাকা অবিলম্বে অর্থকোষে দাখিল হইবে এবং কালেক্টর সাহেবের রসীদ লওয়া যাইবেক।

[বাকী টাকা প্রত্যহ তালাবদ্ধ থাকিবেক।]

৬। উক্ত এজেণ্টের বাকী টাকা প্রত্যহ, সায়ংকালে এক মোহরযুক্ত থলীতে খাজানাখানায় জমা করা হইবেক, যাহা যে কোন সময়ে কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক খোলা এবং পরীক্ষা করা হইবে।

[ট্রেজুরারের সহিত রসীদের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।]

৭। রাত্রিকালে ঐ থলীর জন্য ট্রেজুরার এক রসীদ দিবেন এবং প্রাতঃকালে দোহারা ঘর বিশিষ্ট এক বহীতে নির্দ্দিষ্ট পাঠানুসারে উহার নিমিত্ত এক রসীদ লইবেন।

[বাকী টাকা মাসে মাসে সমর্পণ।]

৮। উক্ত এজেন্টের প্রকৃত বাকী ট্রেজুরী বন্ধ হইবার পূর্ব্বে প্রতি মাসের শেষ খোলা দিবসে কালেক্টর সাহেবের হস্তে অর্পিত হইবে, যাহাতে তিনি ঐ সকল টাকা তাঁহার নগদ টাকার রিপোর্টের অন্তর্গত করিতে পারেন।

[এজেন্টকে তহবীলের সরবরাহ করণ।]

৯। কালেক্টর সাহেব ঐ এজেন্টকে তাঁহার রসীদ পাইলে এবং কন্ট্রোলার সাহেবের নিকট প্রেরণার্থ এক দোকর রসীদ তসদিক (অর্থাৎ স্বাক্ষর দ্বারা প্রমাণীকৃত) করিয়া, তহবীল (সংস্থান) প্রদান করিবেন। তহবীলের টাকা সমান শত পরিমাণে দেওয়া হইবেক, কিন্তু উক্ত এজেন্ট অল্প টাকা চাহিলে পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে তাহা দেওয়া যাইবে।

[কন্ট্রোলার সাহেবের প্রতি কৈফিয়ৎ।]

১০। প্রতিমাসের প্রথম তারিখে, কিম্বা তৎপরে যত শীঘ্র সম্ভব, উক্ত এজেন্টের আদানের কিম্বা প্রদানের প্রদর্শক এক কৈফিয়ৎ পশ্চাল্লিখিত পাঠে কন্ট্রোলার সাহেবের সমীপে সমর্পণ করিতে হইবে।

অমুক মাসের জন্য হুণ্ডি সম্পর্কীয় এজেন্টের সহিত হিসাব॥

তারিখ।	এজেন্টকে দেওয়া।	এজেন্ট হইতে প্রাপ্ত।
১লা অক্টোবর	২০০	
৫ই „	৪০০	
৬ই „	... ...	৫০০
৮ই „	... ...	৫০০
ইত্যাদি		
ইত্যাদি		
সর্ব্বসুদ্ধ		

A. B.

কালেক্টর সাহেব।

[আকৌন্টেন্ট জেনরল সাহেবের প্রতি রিপোর্ট।]

১১। কালেক্টর সাহেব এই নিয়মের কার্য্যের বিষয় আকৌন্টেন্ট জেনরল সাহেবকে উত্তম রূপ অবগত রাখিবেন, যদি উহাতে মৌজুদ বাকীর কোন কার্য্যকারি পরিমাণের ক্ষতি বৃদ্ধি হয়।

*[এজেন্টের উপর কর্ত্তৃত্ব।]

১২। উক্ত এজেন্ট যে তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেছেন এবং সাধারণের সকল প্রকার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইতেছে ইহা নিরীক্ষণ করিতে তাঁহার উপর কালেক্টর সাহেব সাধারণ কর্ত্তৃত্বের পরিচালনা করিবেন।

[কিয়ৎকালের জন্য এজেন্টকে তগীর করণ।]

১৩। কালেক্টর সাহেব তাঁহার হেতু সকল কন্ট্রোলার সাহেবের সমীপে রিপোর্ট করিয়া, কোন সময়ে ঐ এজেন্টকে (সস্পণ্ড) অর্থাৎ কিয়ৎকালের জন্য পদচ্যুত করিতে এবং তাঁহার পদে অপর ব্যক্তিকে প্রতিনিধি করিতে পারেন। কোন প্রতিনিধি যদি অনায়াস লভ্য না হয় তবে কালেক্টর সাহেব স্বয়ং সেই পদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

[ডাক মাসুল।]

১৪। এজেন্টের প্রতি উপদেশ এবং অন্য লিখন পঠন ডাক মারফতে প্রেরিত হইলে (সর্বিস্ ল্যাবেল) অর্থাৎ রাজকীয় কার্য্যের চিরকুট সংযুক্ত হইবে।

ইষ্ট্যাম্পবিষয়ক দণ্ডের বিধি।

১। যদি কোন ব্যক্তি দলীল কিম্বা মুদ্রা কি ইষ্ট্যাম্প প্রভৃতি কৃত্রিম অর্থাৎ জাল করিলে তাহার যে দণ্ড হইতে পারে তদ্বিষয়ে ১৮৬০ সালের ৪৫ আইনের ১২শ, এবং ১৮শ, অধ্যায় প্রয়োজনানুসারে দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৩	২৮	নিউমিপল	মিউনিসিপল
৪	২৫	মোকদ্দমায়	মোকদ্দমার
৫	২১	উপদ্রব	উপস্বত্ব
১৮	২৬	১৮৬৭সালের ১৬আইন	১৮৬৭সালের২৬আইন
৪২	২৫	যদি তাহাতে	যদি তাহাতে
৪৯	১৫	চেষ্টামেণ্ট	চেষ্টমেণ্ট
৫৭	৭	মন্তব্য।	মন্তব্য।
৬২	১০	১৮৬৭সালের২৬আইন।	১৮৬৭সালের২৬আইন*
৬৫	১৪	শগথক্রমে	শপথক্রমে
৬৬	১০	পরিমাণ পাঁচনাং ৫০০	পরিমাণ ৫০০
৬৬	২১	চেল ক্যাম্পবেল	ক্যাম্পবেল
৬৭	৪	তাহার কর্দ্দপ্রতি	তাহার ফর্দ্দপ্রতি
৬৮	২১	ভিন্ন রাজস্থ	ভিন্ন রাজস্ব।
৭৪	১১	ইষ্টারেম্প	ইষ্ট্যাম্প
৭৫	১	১৮৬৪ সালের ১৮ আইন	১৮৬৭ সালের ২৬ আইন
৭৬	২২	কলেষ্ট্রকৃসন	কনষ্ট্রকৃসন
৮০	২৬	জিসাখণ্ডের	জিলাখণ্ডের
৮৫	১৪	ইম্প্রিণ্ঠ	ইম্প্রিণ্ট।

ইণ্ডেক্স অর্থাৎ নির্ঘণ্টপত্র।

ইষ্ট্যাম্প বিষয়ক বিধি।

উ

উইল।

উকীল।

উদাহরণ।

	সাল।	আ,	ধারা।	পৃষ্ঠা।
নিরূপণ পত্র।				
নিরূপণপত্র ও স্বাধীন নিরূপণপত্র প্রভৃতি দলীলে যে মূল্যের ইষ্ট্যাম্প লাগে	তফসীল	১০	৫৪ দ,	৫৯
নিয়ম পত্র।				
ইহার ইংরাজীতে "এগ্রীমেন্ট" শব্দ আছে তাহার যে ইষ্ট্যাম্প লাগে ...	,,	,,	১দফা	৬৯
নীলাম।				
ইহার সর্টিফিকট সম্পর্কীয় ইষ্ট্যাম্প	১৮৬৭	২৬	টীকা	৬৫
নোট।				
নোট কি প্রমিসরি নোটের রসিদে যে ইষ্ট্যাম্প লাগিবে না... ...	তফ,	১০	৬১দ	৫৭
প				
পাট্টা।				
ইহা যে স্থলে যত মূল্যের ইষ্ট্যাম্পে লিখিত হইবে	তফ,	,,	৩৯-৪৫দ	৫১-৫৩
প্রতিজ্ঞাপত্র। (কবেন্যান্ট)				
ইহার বিবরণ	,,	,,	৩৪-৩৭	৫১
প্রতিলিপি। *				
পাট্টার সম্বন্ধে (কবুলিয়তে) যে ইষ্ট্যাম্প লাগে...	তফ,	,,	৩৩দ	৫০
অন্যরূপে	১৮৬৭	২৬	৪প্র,	৬৬
প্রার্থনাপত্র				
"দরখাস্ত" শব্দ দেখ — — —				
ফ				
ফৌজদারী।				
এই আদালতের যে সকল দরখাস্তে ইষ্ট্যাম্প আবশ্যক	,,	,,	১০প্র টীকা	৬৯
ব				
বন্ধকীপত্র।				
ইহার ইষ্ট্যাম্পের বিবরণ	তফ,	১০	৪৬দ ৫০	৫৩-৫৫
বন্ধকী সম্পত্তির ইষ্ট্যাম্পের কথা	,,	,,	৫১	৫৫
বর্জ্জিত বিষয়।				
পূর্ব্বতন আইনের কথা এবং নূতন আইনের সহিত তাহার তুলনা — ১৮৬২ সালের ১০ আইনের মধ্যে ইহার বর্ণনা ২৪ এবং A চিহ্নিত তফসীলের ৫ দফা ও ৭ ও ৯ ও ২৬ ও ৩৩ ও ৪২ ও ৫০ ও ৬১ দফা দেখ। এবং ১৮৬৭ সালের ২৬ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ১ ও ৬, ৭, ১০, প্রভৃতি প্রকরণ দেখ	—	—	ব্যাখ্যা	২০৬

* এই একটী শব্দ (ইংরাজী "কাউন্টারপার্ট" এবং "কপি" প্রভৃতি) নানা শব্দের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে যথা—১৮৬২ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ৩৩ দফা এবং ১৮৬৭ সালের ২৬ আইনের ৪ দফা দেখ।